প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
মজুমদার লাইব্রেরী।

কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট,
ভারত-মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১০

মূল্য ১৲ এক টাকা।

"Of the fashionable verse he disapproved. Poems that were raised 'from the heat of youth, * * * like that which flows at waste from the pen of the amourist,' * * * were in his eyes treachery to the poet's high vocation.

"Poetical powers 'are the gift of God * * * and are of power, beside the office of a pulpit, to imbreed and cherish in a great people the seeds of virtue and public civility, to allay the perturbation of the mind, and set the affections in right tone ; to celebrate in glorious and lofty hymns the throne and equipage of God's almightiness and what He works.' "

Pattison.

ভূমিকা।

সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বকালেই জাতীয় সাহিত্য যেমন জাতীয় চরিত্রের পরিচয় দেয়, তেমনই জাতীয়-চরিত্র-গঠনেরও সহায়তা করে। এ দেশও ঐ নিয়মের বহির্ভূত নহে। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রন্থ যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সে উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থের ছাপার ভুল অনুগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ইহার রচনার স্থানে স্থানে যে সকল ত্রুটি ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য, সদ্বিচার ও সহৃদয়তার সহিত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি।

রাজসাহী। }
বৈশাখ, ১৩১০। }

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

চতুর্দ্দশ সর্গ।—

—০—

রাঘব-বিজয় কাব্য।

প্রথম সর্গ।

সময়—শেষরাত্রি।

রাঘবশিবির।—ইন্দ্রজিতের পতনসংবাদ-বর্ণন।—
রামচন্দ্রের স্বসেনা-পরিদর্শন—উৎসাহপ্রদান।

পড়িলে সম্মুখরণে লক্ষ্মণের শরে
রক্ষেন্দ্র-নন্দন ইন্দ্রজিৎ, দেব-যক্ষ-
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরকুল দেবেন্দ্রের সহ,
নাদিলা উল্লাসে যবে ব্রহ্মাণ্ড আলোড়ি,
কহ লো অন্তর্যামিনি বাণি, শুনি উগ্র
সে মহানির্ঘোষ, কি ভাবিলা দশানন
কৌণপকেশরী? কি করিলা দেবদৈত্য-
নরাতঙ্ক লঙ্কা-অধিপতি, বিধানিতে
সমুচিত প্রতিহিংসা পুত্রহা শত্রুরে?

কেমনে বা মন্ত্রবিৎ সাগ্নিকের প্রায়,
আপনার রোষ-বহ্নি জ্বালি ভয়ঙ্কর
আপনি হইলা দগ্ধ সে ঘোর দাহনে ?
কহ কৃপা করি, দেবি, অমৃতভাষিণি,
বীণাপাণি, মধুর ঝঙ্কারে পূরি দেশ
আদ্যোপান্ত কহ সে কাহিনী। তোমরা লো
কল্পনা প্রতিভা সখীদ্বয়, ভারতীর
চির-অনুচরী, আইস উভয়ে, দেবি,
ভারতীর সহ, দয়া করি এ অধমে
এ সঙ্কটদিনে। বসন্ত ধরারে দয়া
করিলে সুন্দরি, কভু কি নিদয় তারে
পিকরাজ-বধূ ? উরি এ প্রদেশে, বসি
তিনে এক হয়ে, গাও এ মহাসঙ্গীত ;
বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর সমস্বরে যথা
গাইলা ওঁকারধ্বনি অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে,
সৃষ্টির আদিতে ভাসি কারণ-সাগরে।
তুমি, কবিকুলচূড়া রত্নাকর, ম্লান
বিশ্বমাঝে রত্নসম সমুজ্জ্বল ; কীর্ত্তি-
বিভাসিত কৃত্তিবাস কবি, এই চির-
মেঘাবৃত দেশে দিনমণিসম ;—দীন

জনে বিতর করুণা-বারি নিজ দয়া-
গুণে ; সরস' নীরস হিয়া ; নিজ প্রভা-
বলে নীচ যাহা কর সমুন্নত, প্রভা-
ময়। নব নব রসে প্লাবিত করিয়া
দেও এ দাসের হিয়া। যাহে সুধাধারা-
সম, পারি বরষিতে এ সুধা-সঙ্গীত-
স্রোত অবনীমাঝারে।

অগাধ-জলধি-
গর্ভে, শৈলশৃঙ্গচূড়ে, বিরাজে সুবর্ণ-
লঙ্কা, মানসসরসে বিরাজে যেমতি
মৃণাল-শিখর'পরে হেম-কুবলয়,
মরি, নয়নরঞ্জন ; অথবা যেমতি
হৃষীকেশচূড়ে শোভে চম্পক-কুসুম-
দাম নেত্র বিনোদিয়া। চৌদিকে বেষ্টিত
অনন্তকল্লোলময় গভীর অর্ণব ;
চৌদিক বেষ্টিয়া তথা রাঘবীয় চমূ,
নর-ঋক্ষ-প্লবঙ্গম ভীষণ-দর্শন।
শৈলে, শৈলচূড়ে, সমতল-উপত্যকা-
অধিত্যকাদেশে, অরণ্যে কাননে—সর্ব্ব-
স্থলে বীরগর্ব্বে, ছাইয়াছে থানা দিয়া

কোটি অনীকিনী ; নক্ষত্রমণ্ডল যথা
গগনমণ্ডলে ।

লঙ্কার উত্তরদ্বারে,
প্রাসাদশিখরে উড়িছে সগর্ব্বে ধ্বজা,
সুনীল গগনপটে লোহিতবরণ ;
চঞ্চলা চপলা যথা কাদম্বিনী-কোলে ।
সুবর্ণমণ্ডিত দ্বার, অগ্নি-অস্ত্র দ্বার-
দেশে বদন ব্যাদানি, রহিয়াছে পড়ি
অজগরসম, কালান্তক । রণ-সাজে
সজ্জিত ভীষণ, ভ্রমিতেছে দৌবারিক
সে তোরণ'পরে, রুদ্রসম তেজোময় ।
বিবিধ আয়ুধরাশি ঝলসিছে স্থানে
স্থানে । রাবণের নিজপুরী এ উত্তর-
দেশে, আপনি রক্ষেন্দ্র বহু রক্ষ-চমূ
সহ, রক্ষেন এ ভীম দ্বার । মহাবাহু
শত্রু-নিসূদন, পীড়িলা এ দ্বার বেড়ি
কুণ্ডল-আকারে, অনুজ লক্ষ্মণ সহ
রঘুচূড়ামণি । হরিসৈন্য-দলপতি
অক্ষুণ্ণ-প্রতাপ নীল, মৈন্দ বলী সহ,
বেড়িলা পূর্ব্বদ্বার । দক্ষিণ তোরণে

থানা দিয়া বসিলেন ঋষভ, গবাক্ষ,
গজ-সেনাদল সহ, অঙ্গদ সুমতি,
অঙ্গ যার শিলাসম কঠোর, কঠিন।
বেড়িলা পশ্চিমদ্বার, বীর্য্যবান্ বায়ু-
সুত কপিদলে ল'য়ে। কেন্দ্রদেশ জুড়ি
অম্বুপতিসম জাম্ববান্, মহাগ্রীব
সুগ্রীব, সুষেণ সহ, রক্ষিছেন বল-
রাশি বিপুল বিক্রমে। ফণীন্দ্র যেমতি
শিরোদেশে পাইলে আঘাত, দৃঢ় চক্রে
মণ্ডলে মণ্ডলে বাঁধে হতভাগ্য জনে,
রাঘবীয়-চমূ তেমতি বেড়িলা লঙ্কা
নীরন্ধ্র বেষ্টনে। সর্ব্বগামী বায়ু, সাধ্য
নাই, সূচীসম-রন্ধ্রযোগে পশে লঙ্কা-
পুরে আজি।
তৃতীয়প্রহর নিশা, শুক্ল-
পক্ষ-শশধর হাসিছেন সুমধুর
গগনপ্রাঙ্গণে। বারিপতি মহাহর্ষে
ঢলিয়া ঢলিয়া, পড়িছেন বেলাভূমি
আলিঙ্গি আদরে। মন্দ মন্দ গন্ধবহ,
ছড়াইয়া নীরকণা, রঙ্গে বহিতেছে

মলয়-আলয় হ'তে। স্বর্ণসৌধমালা
ঝলসিছে আভাময়। স্থির দীপাবলী
অন্তরে, বাহিরে, নভোমণ্ডলে উজলি,
স্তরে স্তরে সাজায়েছে মন্দার-কুসুম-
মালা লঙ্কার মস্তকে। নীরব নিস্তব্ধ
ধরা ; রহিয়া রহিয়া ধ্বনিতেছে শুধু,
দৌবারিক-কণ্ঠজাত সঙ্কেত-সূচক
অবোধ্য কঠোর ভাষা, গম্ভীর নিনাদে
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি আকাশে, অর্ণবে ;
তখনি আবার হিল্লোলে হিল্লোলে ভাঙ্গি
দুর দূরতরে, মিশিতেছে সেই রব
অনন্ত আকাশে। সহসা জাগিলা শূন্য,
সে ঘোর আরাবে মুহুর্মুহু আলোড়িত
করি লঙ্কাপুরী। অস্ত্রের ঝঙ্কার সহ
যোধের হুঙ্কার, জ্যা-নির্ঘোষ মুহুর্মুহু,
অবিরত ভূকম্পন, বিশ্বনাশী জ্বালা,—
অকস্মাৎ প্রকৃতির প্রশান্ত মূরতি
করিল করাল, ভীম। আবার তখনি
'জয় রাম' নাদে, যেন সে তীব্র অনলে
হ'য়ে গেল পূর্ণাহুতি। নীরব ধরণী।

দাঁড়ায়ে শিবিরদ্বারে রাঘবেন্দ্র বলী,
সুগ্রীব-সুষেণ সহ, অপেক্ষা করেন
লক্ষ্মণের আগমন। হেনকালে তথা
সুমিত্রানন্দন, অঞ্জনানন্দন সহ
বিভীষণে লয়ে, আসি প্রণমিলা সৌম্য
রাঘবের পদে। বদনে সুহাসি মাখা,
অনল লোচনে, সুসজ্জিত বীরসাজে
সৌমিত্রি-কেশরী; মাঙ্গলিক চূড়া শিরে
বিজয়পতাকাসম দুলিছে পবনে,
ঘোষিয়া বিজয়বার্ত্তা। অস্ত্রের ঝঙ্কার-
মাঝে, প্রণমিলা বিপুলাংস রঘুবংশ-
অবতংস অগ্রজের পদে। আশিষিয়া
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসিলা অশেষজ্ঞ—"কহ
মিত্র, রণের বারতা; কহ সুলক্ষণ
লক্ষ্মণ সুমতি! আশু প্রকাশিয়া কহ,
পশ্চিম-তোরণ-অগ্রে কে পড়িল সিংহ-
নাদ করি। লঙ্কা সঘনে কাঁপিলা ত্রস্ত
কাহার পতনে?" উত্তরিলা আঞ্জনেয়—
"কার্য্য সিদ্ধ এতদিনে, হে বীর্য্যকেশরি!
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে রণে, অরিন্দম

সৌমিত্রির শরে। বীরশূন্য লঙ্কা এবে।
ভগ্নশাখতরুসম এ অরক্ষপুরে
একমাত্র জীবে রক্ষ রাবণ দুর্ম্মতি!
ঐ শুন হাহাকার! কত যে পড়িল
রক্ষ, নাগদল কত, কর্দ্দমিত রণ-
স্থল করিয়া পঙ্কিল, না পারি বর্ণিতে,
প্রভু। যজ্ঞের প্রাঙ্গণতলে, বটবৃক্ষ-
মূলে, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ-হেতু অনুচর
সহ আইলে রাবণি ইন্দ্রজিৎ, মহা-
দর্পে সেই সর্পে আহ্বানিলা রণে শূর
গরুড়ের সম। অমনি বাজিল রণ
অতি ভয়ঙ্কর। সশস্ত্র উভয় বীর।
সানুচর ইন্দ্রজিৎ। যজ্ঞের প্রাঙ্গণ
মুহূর্ত্তে হইল ক্ষুব্ধ; ঝঞ্ঝা-সমাগমে
প্রতিদ্বন্দ্বি-বায়ু-বিলোড়িত মহার্ণব
যথা। শিখেছিলা অস্ত্র সত্য মেঘনাদ
বলী। কিন্তু ধন্য শিক্ষা লক্ষ্মণের, শুন
নরমণি। বায়ুপুত্র দাস; হেরিয়াছে
পিতৃদেবে আক্রমিতে উন্মত্ত প্রতাপে
সিন্ধুনাথে; ভীম গর্জ্জি উর্ম্মিচূড়া ধরি,

হেরিয়াছে নিক্ষেপিতে অলক্ষিত দাপে
অর্ণবের বক্ষ'পরি মহাগর্ব্বভরে।
বিকট হুঙ্কারে হেরিয়াছে, নরনাথ,
উপাড়িতে পৃথ্বীভেদী মহীরুহ-ব্যূহে ;
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে বন, অরণ্য, ভূধরে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া, দেখিয়াছে দাস,
অভ্রভেদি-শৈলচূড়া নিমেষমাঝারে
উড়াইতে শূন্যপথে। মুহুর্ম্মুহু মহা-
কম্পে কাঁপাইতে অটল অচল-ব্রজে
পুত্তলিকাসম, নিত্য। কিন্তু এই চক্ষে
হেরি নাই কভু লক্ষ্মণের রণক্রীড়া-
সম রণোন্মাদ। হেরি নাই হেন দ্বন্দ্ব-
যুদ্ধ কভু নিষ্পন্দ নয়নে। ধন্য,—ধন্য
শিক্ষা, বীরচূড়ামণি। মণ্ডলে কখনো,
মহামণ্ডলে কভু বা, বর্জ্জন, ধারণ,
স্থিতি, অপদ্রুত, উপন্যাস, অপন্যাস
গতি,—ক্ষণপ্রভা জিনি চঞ্চল চরণে,
ভুজ আস্ফালিয়া, কি কৌশলে বিফলিলা,
লক্ষ্মণ সুমতি রাক্ষসের কু-কৌশল!
টলটলি কাঁপিলা মেদিনী। ধূলারাশি

উড়িল গগনে, ঢাকি সুধাংশুর অংশু
ঘন আবরণে, অগণ্য বিশিখরাশি,
শিখা উগরিয়া, জ্বলন্ত-কৃতান্ত-সম
ধাইল গগনে, কণ্টকিত করি নভ-
স্থলী। রক্ষোরাজ-চমূ পড়িল ভূতলে
মর্ম্মাহত। বারিস্রোতসম লোহস্রোত
বহিল প্রাঙ্গণে। শেল, শূল, জাঠা, গদা,
করবাল, খরশাণ, তবক, বেলক,—
যতই ক্ষেপিলা রক্ষঃ, বক্ষে লক্ষ্মণের,
মুহূর্ত্তে কাটিলা বলী অস্ত্রবরষণে।
মেঘদল ভেদি উঠিতে বাসবজয়ী,
বায়ু-অস্ত্রে উড়াইলা হেলায় জলদে
বীরবর; বায়ু স্তম্ভি পুনঃ, যে কৌশলে
ভূমিতলে আকর্ষিলা তারে,—সুবিক্রম
তুমি,—হেরিলে নয়নে, তোমারও হইত
বক্ষ গর্ব্বে বিস্ফারিত। আর কি কহিব
নরেন্দ্র। বিঁধিয়া রক্ষে মহাশরজালে
শোণিতে প্লাবিয়া দেহ, এক লম্ফে—পড়ি
বক্ষে তার,—সিংহ যথা গজস্কন্ধে,—ঘোর
আস্ফালনে ত্রস্ত করিলা সৌমিত্রি, মেঘ-

নাদে। অবশেষে মন্ত্রপূত ইন্দ্রশরে
বিঁধিলেন শূর রাবণিরে। মহাশব্দে
পড়িলা রাক্ষসসুত রণভূমিতলে
গতজীব। মহোল্লাসে নাদিল বিজয়-
বার্ত্তা ব্যোমতল জুড়ি; পুষ্পবৃষ্টি হ'ল
ধরাতলে। সকরুণ হাহাকারধ্বনি
উঠিল রাক্ষসদলে। পলাইল রড়ে
রক্ষচয়, রণ-অবশিষ্ট মাত্র ছিল
যে সকল, মুষ্টিমেয়। পশ্চিম তোরণে
কপিবৃন্দ মহানন্দে বিমুখিলা রক্ষ-
চমূ 'জয়রাম' নাদে।"

রাঘবের পদে
বিভীষণ, মেঘাবৃত-প্রাতঃসূর্য্য-সম,
কহিলা নিবেদি—"হত ইন্দ্রজিৎ, সত্য-
সন্ধ সৌমিত্রির শরে। রক্ষেন্দ্র-দক্ষিণ-
বাহু হ'ল নিপাতিত আজি।" আত্মবান্,
নীতিবান্, বাগ্মী রঘুপতি, চাপিলেন
হৃদে ধরি সৌমিত্রি-কুসুমে; শিরঘ্রাণ
লইলেন স্নেহে। স্নিগ্ধস্বরে রঘুনাথ,
সম্বোধিয়া ভ্রাতৃবরে, বিভীষণে রক্ষঃ-

শ্রেষ্ঠ, চিরভক্ত বীর হনুমানে, আর
আর কপিদলে, কহিলা প্রকাশি—"ধন্য
বৎস, সূর্য্যবংশ-অবতংস তুমি। তব
কীর্ত্তি, তব যশঃ ঘোষিবে অনন্ত কাল
দিগন্ত ব্যাপিয়া। রক্তজবাপুষ্পসম
শোভিয়াছে বরবপুঃ। হের মিত্র, গাত্র-
ক্ষতে, কি সুন্দর শোভা হইয়াছে আজি,—
হের, লক্ষ্মণের। কিন্তু দারুণ বাজিছে
প্রাণে, আয়াসিতে পুনঃপুনঃ এই শিশু-
দেহে; আয়াসিতে তোমা সবাকারে। নর-
ঋক্ষ-কপি-সৈন্য অভিন্নপ্রতাপ, হায়,
কতই সহিলা তাপ অভাগার তরে।
কেহ ক্ষত, কেহ মর্ম্মাহত, তবু হাসি-
মুখে আনন্দে সাধিছে কার্য্য। কেহ রণ-
স্থলে, অবহেলে পড়িছে অভাগা-তরে।
সত্য, মিত্রবর, পারি না সহিতে আর।
এ দারুণ শোক-শল্য রামের হৃদয়ে
কখনো হবে না মুক্ত, যতদিন দেহে
প্রাণ রহিবে ভূতলে। শুভক্ষণে, রক্ষো-
বর, পাইনু তোমারে, সুগ্রীবে, অঙ্গদে,

অম্বুপতিসম জাম্ববান্ ঋক্ষরাজে,
কপিদলে, আর আর সেনাবৃন্দে, শুভ-
ক্ষণে পাইনু এ দিনে। ইন্দ্রজিৎ হত
এ সমরে। এতদিনে বুঝিলাম আমি,
হবে সিদ্ধ মনোরথ। জনকনন্দিনী
সীতা হইবে উদ্ধার, প্রক্ষালি ইক্ষ্বাকু-
কুলে এই অপবাদ, নিবিড় কালিমা,
রক্ত-স্রোতে। সসাগরা ধরা, এতদিনে
সূর্য্যবংশ-বীর্য্যখ্যাতি গাইবে হরষে ;—
প্রায়শ্চিত্ত হ'বে সমুচিত। গত বীর
মেঘনাদ ; বীরশূন্য লঙ্কা আজি। বীর-
পত্নী-খেদে আকুলিত নভস্থল। তা-ও,
মিত্র, সহে না এ প্রাণে। অন্যায় সমরে
এ অসংখ্য বীর, হায়, কেন বা আইলা!
শুভবুদ্ধি কেহ নাহি দিলা রক্ষে? নিজ
কর্ম্মদোষে ভুঞ্জে তাপ জীবকুল ; কার
সাধ্য নিবারিবে তাহে?" এতেক কহিয়া,
চাহি সুষেণের পানে কহিলা নৃমণি
দয়াময়—"সু-ঔষধ ত্বরায় বিতর
লক্ষ্মণের ক্ষতদেহে, হরিযুথপতি ;

বিভীষণে, বায়ুসুতে, আর যত রঘু-
সৈন্যে, যত্ন যথাবিধি কর মহৌষধে
অবিলম্বে।" এতেক বলিয়া বসিলেন
ভ্রাতৃদ্বয়, কুশাসনে মৃগচর্ম্ম পাতি;
কুশাসনে বসিলেন ঘেরি চারিদিকে
নল, নীল, জাম্ববান্, বিভীষণ শূলী,
অঙ্গদ, সুপর্ণ, উগ্র, সুগ্রীব সকলে।
"পীড়া আমি পাই নাই দেহে, সর্ম্মধিক"
উত্তরিলা ইন্দ্রজিৎ-জেতা; "সু-ঔষধে
নাহি প্রয়োজন তাত, নিবেদি চরণে।"
তখন সুষেণ, বস্তুশাস্ত্র-বিশারদ,
মুহূর্ত্তে আনিলা মহৌষধ। পরিষ্কারি
অঙ্গক্ষত খুলি বীরসাজ, রঘুরাজ
দিলা মাখাইয়া ভ্রাতৃদেহে সে ঔষধ
কোমল পরশে। সমল রতনে যথা
পরিষ্কারি শিল্পিবর, সলিলপ্রক্ষেপ
মাথায় শরীরে তা'র অতি সাবধানে।
অঞ্জনানন্দন, বিভীষণ, ঘ্রাণ ল'য়ে
সে ঔষধ দিলা ফিরাইয়া অনুচরে।
রাঘবে সম্মান করি অমোঘপ্রতাপ

বীরবৃন্দ, ক্ষতাহত যত, আঘ্রাণিলা
মহৌষধ যে যার শিবিরে। এইরূপে
বিগত ত্রিযাম এবে। মলয়পবন
বহি ধীরে ধীরে, সৌর-বিভা-বরে ল'য়ে
বিভাবরীশেষে, দেখাইছে, স্বীয়-বংশ-
কীর্ত্তিস্তম্ভ সুভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতৃদ্বয়ে,
মন্দে মন্দে নিবেদিয়া দারুণ বারতা।
স্বভাবে সুতেজ-পূর্ণ বিভা ভাস্করের,
শুনি সে কাহিনা যেন পাণ্ডুবর্ণ হ'য়ে
হইলেন তেজোহীন। কতক্ষণে ঋক্ষ-
পতি, কহিলেন করজোড়ে রাঘবের
পদে—"রঘুনাথ, লঙ্কা করায়ত্ত তব।
কিন্তু পুত্রশোকে অধীর রাক্ষসপতি
অচিরে আসিবে ধাই' মহাহবে আজি।
সন্দেহ না কর তাহে। দেবদৈত্যজয়ী
রক্ষেন্দ্র, কখনো নাহি সহিবে নীরবে
হেন মর্ম্মপীড়া, প্রভু। উচিত এখন
মহাব্যূহ রচি রহ মহাবলে বলী
সশস্ত্র। বাজিবে তুমুল রণ রজনী-
প্রভাতে, যেমতি ক্বতে বাজিল ভয়াল

রণ দেবাসুরদলে। তেঁই সাবধান
সমুচিত এখনই বিধেয়।" ভাবিলা
নৃমণি—"ধীমান্ ঋক্ষ সত্য বা' কহিলা।
অচিরে ভেটিবে রক্ষঃ; সুপ্রভাতে চির-
সাধ মিটাইব আজি।" এতেক চিন্তিয়া
উত্তরিলা সীতাপতি মৃদুমিষ্ট ভাষে—
"মিত্রবর, ভাগ্যদোষে পতিত বিপদে
আমি, লক্ষ্মণের সহ। কিন্তু শুভক্ষণে
মিলাইলা বিধি, তোমা সবাকার সম
সুহৃদ্ বিপদে। তোমার মন্ত্রণা, এত-
দিন রক্ষিয়াছে ভিখারী রাঘবে, রক্ষো-
রণে। এ সুদূর দেশে, নিরাশ্রয় জনে
আশ্রয় তোমরা সদা। কর সদুপায়
এবে। অথবা ত্বরায় চল সেনাদল-
বলে, সুসজ্জিত রণবেশে ব্রহ্মচক্র
রচি, স্থাপি দ্বারে দ্বারে এবে, শৈলশৃঙ্গ-
'পরে, কেন্দ্রদেশে, কুণ্ডল-আকারে।" ঘন-
রবে নিনাদিল ভেরী। মুহূর্ত্তে সাজিল
নর, ঋক্ষ, প্লবঙ্গম, রাঘবীয় সেনা
অগণিত; প্রভঞ্জন গর্জ্জিলে যেমতি

উত্তাল তরঙ্গদল সাজে সে নিমেষে।
কবচ-রক্ষিত অঙ্গ, দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ
অসি বামেতর করে, বামে চর্ম্ম, পৃষ্ঠে
তূণ মর্ম্মভেদী শরজালে ভরা, কটি-
দেশে, ক্ষুদ্র আবরণে স্থাপিত বিশাল
শূল, উঠিয়াছে ঊর্দ্ধে নভ ভেদি নভ-
স্থল কণ্টকিত করি। অস্ত্রের আধারে
বিবিধ আয়ুধরাজি রাজে কটিতটে।
অশ্বারোহী অশ্বোপরে, গজপৃষ্ঠে সাদী
অমনি আইলা ধাই' মত্ত রণমদে।
দশপতি, শতপতি, সহস্র-অধিপ
সীমেশ্বর, কেন্দ্রেশ্বর, যে যা'র স্বপদে
দাঁড়াইলা বৃত্তাকারে। ঝলসিল আঁখি,
বিদীর্ণ হইল কর্ণ 'জয়রাম'নাদে।
গভীর বৃংহিত সহ হ্রেষারব মিশি,
ছাইল গগনতল। বীরপদাঘাতে
কাঁপিলা মেদিনী মুহুর্মুহু। বারিপতি
ক্ষুব্ধস্তব্ধ ভয়ে, পুনঃপুনঃ বেলাতটে
আশ্রয় মাগিলা। পাণ্ডুবর্ণ ধূসরিত
প্রকৃতির ছবি, সহসা জলিয়া যেন

উঠিল অমনি অস্ত্রতেজে। অগ্রসরি
মহাবাহু, লক্ষ্মণের সহ, কহিলেন
দৃঢ়ভাষা, তেজঃপূর্ণ করি সে কটকে।
"ধন্য বীর-অগ্রগণ্য তোমরা সকলে
সিদ্ধকাম। এ রাক্ষসপুরে একমাত্র
আশ্রয় আমার। তব বলে বলীয়ান্
রাঘব ভিখারী বনবাসী। ন্যায়পথে
ন্যায়যুদ্ধে যুঝিয়াছ অমোঘ প্রতাপে।
বাঁধিয়া শিখরে ভাতি-বিমণ্ডিত-কীর্ত্তি
অতুল জগতে, অজস্র সহস্র ধারা
বর্ষিয়াছ অবহেলে তোমরা সকলে
হাস্যমুখে; তড়িন্ময় পয়োবাহদল,
বর্ষে যথা নীরকণা আশিষি ধরারে
স্নেহভরে। তব কোদণ্ডটঙ্কারে মূর্চ্ছা-
গত রক্ষসেনা; গভীর হুঙ্কারে লঙ্কা
কম্পিত সভয়ে; তব শূলাঘাতে বিদ্ধ-
বক্ষস্থল রক্ষ, কর্দ্দমিত রণস্থলে
পড়িয়াছে কত অগণিত; হিমাত্যয়ে
বৃক্ষপত্র যথা। ভগ্ন উরু, শিরঃ, ছিন্ন
বাহু, অঙ্গাগ্র-বিহীন অঙ্গ, নাগ-রক্ষঃ,

লোহার্ণবে পর্ব্বতের প্রায়,—ভয়ঙ্কর
করিয়াছে রণভূমি এবে। বীরশূন্য
এবে লঙ্কাপুরী। পড়িয়াছে ইন্দ্রজিৎ
দেবদৈত্যরণজয়ী তুর্ম্মদ সমরে—
এইমাত্র মিত্রবর ঘোষিলা বারতা,—
পড়িয়াছে লক্ষ্মণের শরে। এবে এক-
মাত্র জীবে রথী এ অরক্ষপুরে। সেই
রথী রাবণ তুর্ম্মতি। বলিতে হ'বে না
বার্ত্তা তোমা সবাকারে; জান সে সকলি
বীরবৃন্দ। মথি সিন্ধু বহিত্র যেমতি
আক্রমেন তীরভূমি, তোমরা সকলে
রণজয়ী, রক্ষোরাজে আক্রম' বিক্রমে।
তোমাদের চিরাভ্যস্ত নিজ ভুজবলে
নিরস্ত' পৌলস্ত্যে আজি ভীষণ আহবে।
কি সাধ্য তাহার যোধে তোমা সবা সনে,
তুর্ম্মতি? পাপিষ্ঠ রাক্ষসপতি, বিদিত
জগতে মায়াবী; মায়াবল কাট বাহু-
বলে অবহেলে। শাখাহীন বৃক্ষে যথা,
বিষদন্তহীন পন্নগে যেমতি, নাশ'
অনায়াসে রক্ষে সম্মুখসমরে। এই

দলে, কে আছে এমন ভীরু, হেরি রণ-
ভূমে দম্ভী রাক্ষস-অধিপে, পালাইবে
প্রাণ ল'য়ে ত্রস্ত প্রাণভয়ে ?"
"কেহ নাই"
"কেহ নাই" রবে হুঙ্কারিল রঘুসৈন্য,
বিদীর্ণ করিয়া ব্যোমতল। হাসি নাথ
কহিলা উচ্চারি—"কেহ নাই হেন, জানি
আমি সবিশেষ ; জানি আমি বীরপনা
তোমা সবাকার, দুর্দ্ধর্ষ। বিজয়লক্ষ্মী
করতলে যা'র, এ হেন সময়ে, কোন্
যোধ, কহ, অবোধের প্রায়, তেয়াগিবে
সেই ধন ? স্বর্ণলঙ্কা, বিবিধ-রতন-
খনি ;—লভি সে রতনে, কে ত্যজিবে, কহ,
মূর্খসম ? এ অক্ষয় কীর্ত্তি, এ অক্ষয়
যশঃ, তোমা সবাকার নিজস্বের সম
করায়ত্ত। সত্য তথ্য কহিনু সকলে।
আপনি অম্বুধি, প্রভঞ্জন বায়ুপতি,
গম্ভীর-নিনাদী শৃঙ্গধর, দেব, যক্ষ,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, তব যশঃ, তব কীর্ত্তি
গাইবে জগতে চিরদিন। তেঁই হও

অগ্রসর। নাশি রক্ষে সুপ্রভাত হ'লে,
বিজয়-পতাকা শিরে বাঁধিয়া প্রতাপে,
ফিরিবে সুসিদ্ধকাম আপন শিবিরে
অনায়াসে।" এত কহি নীরবিলে সুধী,
"জয় রাম, জয় সুমিত্রানন্দন, ভাগ্য-
ধর, জয় প্রভু জানকীবল্লভ" নাদ,
সহস্র বদন ভেদি উঠিল গগনে।
কাঁপাইয়া মহার্ণব, কাঁপাইয়া রণ-
স্থলী, শৃঙ্গে শৃঙ্গে জাগাইয়া প্রতিধ্বনি
বিকট নির্ঘোষে, পশিল রাক্ষসপুরে
সে মহানির্ঘোষ ভয়ঙ্কর। চমকিলা
লঙ্কাপুরী, রক্ষোদল জাগিলা চমকি;
জাগিলা শয়ন-কক্ষে রক্ষেন্দ্র দুর্ম্মতি।

দ্বিতীয় সর্গ।

সময়—শেষরাত্রি ও প্রভাত।

রাবণের শয়নগৃহ।—মন্দোদরীর আক্ষেপ ও রাবণের ভর্ৎসনা।—
রাবণ ও নিকষা।—সীতাবধের পরামর্শ।—
রাবণের সভাগৃহে গমন।

সুবর্ণপর্য্যঙ্ক'পরে লঙ্কা-অধিপতি
লভেন বিরাম ক্ষণ শয়নমন্দিরে।
জ্বলিছে সুগন্ধি তৈলে সুবর্ণপ্রদীপে
দীপশিখা পাণ্ডুবর্ণ। পদতলে বসি
রাণী মন্দোদরী, (বিপত্র-তুলসী-বৃক্ষ-
সম এ শ্মশানে) পতির কোমল পদ
সুকোমল করে ধরি, কহিছেন অশ্রু-
সিক্ত যুক্তিপূর্ণ বাণী। শুনিছেন রক্ষ-
পতি, কুঞ্চিত ললাটে আবরিয়া নেত্র-
যুগ জ্বলন্ত, নিশ্চল। "হায় লঙ্কাপতি,
হের এ লঙ্কার দশা ; হের অভাগীরে।
কি আছে এখন আর ? একে একে গেল
সব ছাড়ি। আর কি পাইব পুনঃ বক্ষে

ধরিবারে, জুড়াইতে দগ্ধ হিয়া ? হায়,
আর কি অঙ্কের নিধি অঙ্কে পাব ফিরি
হে লঙ্কেশ ? কোথা অতিকায় মোর, কোথা
বীরবাহু পুত্রসম, কোথায় তরণী
তরুণ বয়সে শৃঙ্গধরসম বৎস।
কি আর কহিব ? কোথা কুম্ভকর্ণ, মহা-
দন্তী ভ্রাতা তব ? ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত, হায়,
নরান্তক বলী, অকম্পন মহেষ্বাস
মকরাক্ষ, রক্ষকুলভরসা সমরে,
আর আর রক্ষোরথী কোথায় সকলে ?
একে একে সকলি গিয়াছে। পূত বিল্ব-
দল, পবিত্র তণ্ডুল দূর্ব্বা, মাঙ্গলিক
আশীর্ব্বাদ শিরচূড়া'পরে, ভক্তিভরে
কত না দিয়াছি নাথ ? কি ফল ফলিল ?
হা শম্ভু, হা শূলি, একটিও ফিরিল না
মায়ের হৃদয়ে সঞ্চারিতে সঞ্জীবনী
সুধা-সম আশা ? হায়, নাথ, প্রস্ফুটিত-
কুসুমকানন-সম ছিল স্বর্ণলঙ্কা-
পুরী। অকস্মাৎ দাবানল পশি, ভস্ম-
ময় করিল সে ফুলশোভা, শুখাইল

পল্লব-ব্রততী। দিবানিশি এবে শুধু
পুরস্ত্রী-রোদনধ্বনি রণকোলাহল
সহ বিঁধিছে শ্রবণে, প্রাণে। দেও ফিরি
জানকীরে। অগ্নিশিখাসম, পশিয়াছে
জ্বালাময়ী। ভগ্নী তব কুলবিনাশিনী,
কি কুদণ্ডে হেরেছিল দণ্ডককাননে
নররূপী কালান্তকে, হায় কি কুক্ষণে ?
মন্দোদরীনাথ, কহে মন্দোদরী তব
মন্দভাগ্যা বিধিবিড়ম্বনে ; কহে পদ
ধরি, নিশ্চয় জানিও, বিধি প্রসারিছে
বাহু, সমূলে নির্ম্মূল করি উপাড়িতে
এই রক্ষকুল-মহাদ্রুম। ভাবি দেখ
সুপণ্ডিত তুমি, সামান্য রমণী আমি,
কি কহিব তোমা ? কি হেতু এ কাল রণ ?
এক-নারী-তরে তব এ বিশাল পুরী
কেন ভস্মময় হবে ? আমিও রমণী
নাথ। রমণীর মনোব্যথা বুঝিবে কি
তুমি, হে বৈদিহী-হর। সীতানাথে সীতা
দেও ফিরি। কিবা গ্লানি তাহে ? জীবমানে
তুমি, কোন্ মূঢ়মতি, দেবদৈত্যজয়ী

শূরে, ঘোষিবে অকীর্ত্তি কহ, এই নর-
রণে? রক্ষ, রক্ষ কথা মোর, রক্ষ-চূড়া-
মণি। হায়, কোথা পাব আমি মহৌষধ;
কেবা আনি দিবে? এ বিষম পীড়া নাথ,
কে ঘুচাবে তব? সামান্য এ কথা, গণি
দেখ মনে, জ্ঞানী তুমি। দেবদৈত্যজয়ী
সেনাদল তব, দুর্ম্মদ সমরে, নিত্য-
জয়ী এ তিন ভুবনে; তবে কোন্ হেতু
পড়িছে নরের রণে একে একে সবে?
পড়ে যথা শস্যরাজি কৃষককর্ত্তনে
অনায়াসে। এ কি নর সহ রণ? নর
সহ বিসংবাদ? নিশ্চয় জানিও, রাম
নহেক সামান্য নর। অগ্নি যথা ভস্ম-
আবরণে, নররূপী মাত্র সত্য রাম
রঘুমণি। জানকীও সাক্ষাৎস্বরূপা
লক্ষ্মী এ নশ্বর ধামে; কহিনু রাক্ষস-
পতি দেখ বিচারিয়া সমুচিত। পারি
না সহিতে আর। কোনমতে বক্ষ হ'তে
হায় রক্ষপতি, তুলি লও শোকশল্য।
এতদিন পরে নিবুক এ রণবহ্নি;

ঘুচুক জঞ্জাল। গৃহে গৃহে আমা-সম
ভ্রমিতে যদ্যপি, হেরিতে নয়নে তুমি
রক্ষোবধূদশা, কভু না পারিতে নাথ,
তিলেক বারিতে অশ্রুবারি। সব গত ;—
কি আছে কপালে আর কহিব কেমনে ?
ইন্দ্রজিতে কতমতে নিবারিনু আজি,
কিছু না শুনিল বৎস। দেহ অনুমতি,
ফিরাই তাহারে আমি। অধীর হয়েছে
প্রাণ, রহিয়া রহিয়া হতেছে কম্পিত
হৃৎপিণ্ড, বামেতর লোচন নাচিছে।
দেহ অনুমতি নাথ, ঘোষুক দুন্দুভি
সন্ধিনাদে, শুভ্রধ্বজা উড়ুক তোরণে ;
লভুক বিমল শান্তি লঙ্কা এতদিনে।”
শুনিতে শুনিতে রক্ষঃ মহাবেগে উঠি
বসিলা সুশয্যোপরি, নিবারি রাণীরে
কহিলা রাক্ষস ক্ষোভে—“এ কি নারীহেতু
রণ তুমি গণিয়াছ মনে, রক্ষোরাণি ?
দণ্ডক-অরণ্য কা’র রাজ্য ? অধিপতি
কেবা ? রক্ষ, যোগী, সিদ্ধ—কুল সে অরণ্য-
চারী, কহ, কাহার প্রসাদে নিবসেন

মহাসুখে স্বধর্ম্ম আচরি' ? এই নর-
দ্বয়, ভ্রাতৃদ্বয় কহ যারে, কপটীর
বেশে, কপট সন্ন্যাসী সাজি, কহ, কোন্
বলে, কি সাহসে, ক্ষুণ্ণ করে সদাচার
সাধুসিদ্ধজনে ? স্থূর্পণখা, নহে কি সে
রাজভগ্নী রাজান্নপালিতা ? কোন্ দোষে
দোষী স্থূর্প ? বিগতযৌবনা স্থূর্প, যদি
স্বয়ম্বর যাচি বলেছিল কোন কথা ;—
(ধিক্ তারে বরে নরকুলে ; তথাপিও
নহে সে অন্যের কথা, তার অভিরুচি,)—
যদি বলেছিল কোন কথা ; উত্তর কি
তার অস্ত্রাঘাত ? রমণীর দেহে অস্ত্র-
ব্যবহার ! নাসিকাচ্ছেদন ! হায়, হেন
দাম্ভিকতা, নিবসি আমার রাজ্যে ? কোন্
মতে সহিব নীরবে আমি, সহিব বা
কেন ? ঘোর অত্যাচার সহ রাজদ্রোহি-
ভাব, নহে কি এ রক্ষোরাণি ? নাহি শাস্তি
হেন দুর্ম্মতিরে, নিরস্ত পৌলস্ত্য বল
রহিবে কেমনে, মন্দোদরি ? তুমিও বা
সহিছ কেমনে, শুনিয়া এ অন্তর্দাহ-

কর কঠিন বারতা ? সন্ন্যাসিযুগল ! !
পরম সন্ন্যাসী ! ! মূঢ় সে মানবদ্বয়
ভণ্ড ব্রহ্মচারী। নতুবা সন্ন্যাসধর্ম্ম
নারী সহ কোন্ কালে আচরিলা কেবা ?
অর্ব্বাচীন বৃথাগর্ব্বী। তা না হলে, বুঝ,
আপন জনক কভু নির্ব্বাসে তনয়ে ?
বুঝিয়াছ তুমি সত্য, বনচরযুগ
নহেক সামান্য নর। আমিও বুঝেছি।
শিশুর সমরে, নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে,
অবলার মত ভাসি যবে অশ্রুনীরে
স্মরিল মায়েরে, সেই দিন বুঝিয়াছে
সেও কথঞ্চিৎ। আবার বুঝিবে শীঘ্র
নহেক অন্যথা। শুনিয়াছে কেহ কভু
হেন আচরণ, হেন দাম্ভিকতা ? শাস্তি
সমুচিত তারে অবশ্য বিধেয়। কিন্তু
হেন অর্ব্বাচীনদ্বয়ে, প্রচলিত রাজ-
দণ্ড কি করিতে পারে ? আপন দুষ্কৃতি-
সম, বিধেয় তাহারে দণ্ড। আনিয়াছি
নারী তার সেই হেতু। মনস্তাপ নারী-
তরে ভোগুক দুর্ম্মতি। ফিরি দিব এবে ?

অক্ষতশরীরে দোঁহে রয়েছে এখনো ?
আমা হতে হবে না সে কভু। বৃথা এই
রাজদণ্ড, ধরিলাম করে যারে দৃঢ়-
মুষ্টি বাঁধি এতদিন। বৃথায় শাসিনু
ধরা ; অনন্ত-কল্লোলময় জলদল-
পতি, বৃথা নোয়াইলা শির এই দণ্ড-
দাপে। ত্রিদিবে মেঘবাহন দিকপাল-
গণে, আর আর দেবদল যত,—নাগ,
যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,—বৃথায় শাসিনু
সবে দুর্ম্মদ সমরে। এবে টিটকারি
দিবে রাবণে তাহারা ? বরঞ্চ ত্যজিব,
তার চেয়ে বরঞ্চ ত্যজিব শতবার
এই রাজসিংহাসন, এ রাজমুকুট ;
ভিখারীর বেশে বাহিরিব এই পুরী
হ'তে ; কিংবা আত্মঘাতী হ'ব ; তবু ফিরি'
দিতে,—নিজ বাহুবলে আনিলাম যা'রে
প্রতিজ্ঞা করিয়া, সে প্রতিজ্ঞা আজি মম
অপূর্ণ রহিতে, ফিরি দিব তারে ? আমা
হ'তে হবে না সে কভু। তবে যদি পার
তুমি রক্ষোরাণি, অম্লানবদনে যাও

চলি অশোককাননে, আপনার করে
মুছায়ে চরণ তা'র বিনাইয়া বেণী,
সাজাইয়া রাজসাজে বিবিধ ভূষণে,
স্বকরে বহিয়া ভেট, ফিরি দেও রঘু-
বধূ রঘুবংশসুতে। হেন দাসীপণা
রাবণ-মহিষী, লঙ্কা-অধিশ্বরী, কবে
সে শিখিলা, কহ শিখিলা ত ভাল ?" এত
কহি নীরবিলা মনের আবেগে রুদ্ধ-
স্বর নৈকষেয়। যেমতি টুটিলে চর্ম্ম
নীরব পটহ অকস্মাৎ ; কিংবা যথা
মেঘরাজ, অশনিপীড়নে, চীৎকারি
গভীর নাদে, নীরব অমনি ; অথবা
যথা, প্রভঞ্জনবেগে মুখরিত দরী-
মুখ, স্তব্ধ অকস্মাৎ, যবে শিলাখণ্ড
কোনো, গুরুভারবশে, খসি উচ্চশৃঙ্গ
হ'তে পড়ে সে গহ্বরে।

প্রভাতিল নিশি।

চমকিলা মহারক্ষ। বিস্তারি অযুত
ফণা, ফণীন্দ্র যেমতি গর্জ্জেন ভীষণ
স্বনে ; কিংবা বারিপতি, প্রলয়ঝটিকা

সহ বাধিলে সংগ্রাম, সহস্র-শতেক
উর্ম্মিবাহু তুলি, আস্ফালি বিক্রমে যথা
ভয়াল গম্ভীর নাদে আহ্বানেন তারে ;
তেমতি ভয়াল নাদ, কোলাহল বিশ্ব-
নাশী যেন, রাক্ষসের শ্রুতিমূলে পশি
অকস্মাৎ, চমকিল রক্ষোবরে, ঘোর
মর্ম্মাহত। একলম্ফে লঙ্কাপতি, বেগে
বাহিরিলা শয্যা ত্যজি। সতীর সম্মুখে
যেন তিলমাত্র নারিলা রহিতে। নিশা-
চর প্রেত যথা, পলায় উষারে হেরি
ঊর্দ্ধশ্বাস ছাড়ি। অবিরত ভূকম্পনে
স্খলিত-চরণ, চলিলা নিকষা-সুত,
শর যথা শরাসন হ'তে, সভাগৃহ-
অভিমুখে। অতর্কিতে হৃৎপিণ্ড-প্রচণ্ড-
কম্পনে, কাঁপিল রক্ষেন্দ্র শূর ; পলক
পড়িল চক্ষে নিঃশঙ্ক রক্ষের। অজ্ঞাতে
যেন বা, ভাবিতে লাগিলা উচ্চে—"কিসের
এ কোলাহল ? এ কি গুপ্ত আক্রমণ ? এ
মানব, রাঘবকুল-কলঙ্ক, বিষম
মায়াবী। নতুবা মরিয়া বাঁচে কে কবে

শুনেছে ?” এতেক চিন্তি, চাহিয়া সম্মুখে
হেরিলা মায়েরে রক্ষ, শুনিলা শ্রবণে
মাতৃসম্বোধন ভাষা, চিরপরিচিত।
প্রণমি জননীপদে (হায়, মোক্ষধাম
এ মরজগতে) জিজ্ঞাসিলা—“কোন্ হেতু
আগমন অসময়ে ? কিবা আজ্ঞা মাতঃ।”
“অসময়ে ? ভাঙ্গিয়াছে সুখনিদ্রা, কহ
রক্ষোরাজ ? গম্ভীরে বাজিছে রণবাদ্য
বিপক্ষশিবিরে ; তুমুল নাদ উঠিছে
আকাশে। এখনো তুমি শয়নমন্দিরে ?
সেনাদল কোথা ? বিকল ভাব হেরিছি
কেন বা রাজদুর্গে ?” কহিলা নিকষা—“ঐ
শুন কি উল্লাস-ধ্বনি। নিকষা-উদরে
জন্ম তব। বীরদম্ভ করি, ঘেরি মাতৃ-
ভূমি তব, আস্ফালিবে বৈরিদল যবে
একে একে ব্যাধসম বিনাশি স্বগণে,
সেই ঘোর দিনে এ হেন নিশ্চেষ্ট ভাব
হইবে তোমার, বাহু হ’বে বলহত,
জানিতাম যদি,—তবে সে শৈশবে যবে
বিকচ দশনে হাসি স্তনপানকালে

প্রফুল্ল নয়ন মিলি চাহিয়া রহিতে
মুখপানে, সেই দণ্ডে কাড়ি লই' বক্ষো-
রুহ হ'তে, ছুড়ি ফেলিতাম দূরে রুক্ষ-
শিলা'পরে ; খণ্ডখণ্ড হ'ত মুণ্ড ; অঙ্ক
নিকষার, কলঙ্কিত হইত না দেহ-
পরশনে। হইয়াছ বুঝি রণজয়ী ?
তবে সে এখনো, কি হেতু কহনি আসি
এ শুভ-সংবাদ তব মায়ের গোচরে ?
বুঝিয়াছি আমি সব। রাণী মন্দোদরী
আবার তোমার আনিয়াছে হেন ভাব,
নিশ্চেষ্ট অচল জড়সম : ফিরাইয়া
দেও বৈদেহীরে। লঙ্ঘিবে রাণীর আজ্ঞা,
কতবার তুমি। কর সন্ধি নর সহ,
ত্রিভুবনজয়ী নৈকষেয় তুমি। হায়,
পতিপুত্রহীনা বালা চির-অভাগিনী,
ভ্রাতৃস্নেহে এতদিন ছিল যে ভুলিয়া
সব দুঃখ, দেও তারে এ পুরী হইতে
তাড়াইয়া নিজহস্তে, বিলম্ব না কর।
যে বিধি সৃজিলা তারে, অনন্ত আকাশ-
তলে অবশ্য আশ্রয় দিবেন তাহারে

দয়াময়। আর এই বৃদ্ধা,—আপনার
পথ পারিবেক চিন্তিবারে ; অনর্গল
বিশাল সংসার, রাজা, কহিনু তোমারে
সত্য। তবে, জীবমানে লঙ্কা-অধিপতি
'বীরশূন্য লঙ্কাপুরী' কহিবে যে সবে,
এ বেদনা রাখিবার, তিলেক নাহিক
স্থান ত্রিজগতমাঝে। কোথা গেল ভুজ-
বল, যে ভুজের দাপে কাঁপে সুরপুরে
দেব, অতল পাতালে নাগ, যক্ষ যক্ষ-
বাসে ; ভুজগ যেমতি ভুজগ-অশনে
হেরি আপন বিবরে। কিহেতু ডরাও
তুমি নরের সমরে ? ভিখারী সে বন-
চারী, তুমি নরান্তক রাজ্যেশ্বর। রক্ষ-
কুলে যত পড়িয়াছে বীরবৃন্দ, চির-
রণশায়ী তা'রা ; উজলি লঙ্কার মুখ,
বীরের শয্যায় এবে বিরাম লভিছে।
কাল পূর্ণ হ'লে, কহ, কে রক্ষে কাহারে ?
কিন্তু কেমনে ভুলিলে, কে তুমি ? জনম
তব কোন্ মহাকুলে ? নাহি কি স্মরণ,
স্বয়ম্ভূর বরে মৃত্যু আয়ত্ত তোমার ?

হে পৌলস্ত্য, মৃত্যু-অস্ত্র সুরক্ষিত তব
আপন মন্দিরে। আপনি শঙ্কর বসি,
প্রহরীর সম রক্ষেন সে মহা-অস্ত্র।
তবে কোন্ হেতু, কোন্ ভয়ে নিরুদ্যম
এবে তুমি এই তুচ্ছ রণে? কর শীঘ্র
আয়োজন; দেহ আজ্ঞা সাজুক সমরে
বীরবৃন্দ, মহানন্দে মাতি। ঘোর রবে
বাজুক দুন্দুভি, বাজুক দামামা, কাড়া,
শিঙ্গা, জয়ঢাক ঘটা-রোলে। রণসজ্জা
করি, আস্ফালি ফলকপুঞ্জে, বাহিরুক
রক্ষচমূ মত্ত বীরমদে। এই দণ্ডে
দেখুক শিহরি, দেবকুল নরকুল
সহ, রাজ-অপমান কিবা, রাজগ্লানি
কি ফল প্রসবে।"

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি
এ তুচ্ছ সমরে, ইচ্ছ খুলিবারে রণ-
বেশ, নিবাইতে রণবহ্নি,—সাধ কার্য্য
সুবুদ্ধিকৌশলে ধীমান্। স্মরণ কর
কিবা লক্ষ্য বিপক্ষের। কার তরে এত
ক্লেশ সহি, অম্বুনিধি বাঁধিল শৃঙ্খলে।

তাহার অভাবে, কি হেতু ভাসিবে রণ-
সাগর-হিল্লোলে, সে বল্কলধারী যুগ ?
এক অস্ত্রাঘাতে নিমেষে নিবিবে রণ-
বহ্নি, শীত-লোহ-ধারে। কহিনু বিবরি
তোমা, ভাবি দেখ মনে বীরবর।" মৌন-
ভাবে রহিলা নিকষা, রাক্ষসীর কুলে
অগ্রগণ্যা, পরম-কৌশলী ; দুহিতার
স্নেহে অন্ধ। জন্মান্ধ যদ্যপি পায় দৃষ্টি
অকস্মাৎ, চমকিয়া যথা নাহি পারে
হেরিবারে কিছু, কেবল কঠোর জ্বালা
তীব্রসূচীসম বিঁধে নেত্রযুগে তা'র—
সেইমত দশানন নারিলা বুঝিতে
কোন কথা। শুধু অন্তরের অন্ধতম
দেশে, কি যেন পশিল জ্বালা, জাগাইয়া
নব ভাব মনে। অবশে যেন বা পুত্র
(মাতৃভক্ত রক্ষ সদা) কহিলা মায়েরে—
"এ বৃথা গঞ্জনা, মাতঃ, কেন দেও মোরে ;
কবে লঙ্ঘিয়াছে আজ্ঞা চিরদাস তব ?
নহি কি আমি তোমার নন্দন ? জানি না
কি কোন্ বংশে জন্ম মম ? ভগিনী সূর্প,

ভ্রাতৃস্নেহগত প্রাণ, তারে তাড়াইব
আমি রক্ষাধম ? এ চিন্তা অন্তরে আন
তিলেকের তরে, মাতঃ ? প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ
আজিও রয়েছে মোর ; ফিরাইয়া দিব
জানকীরে ? কভু না ভাবিও মনে। যাই
আমি সভাগৃহমাঝে ; যে আদেশ তব
চিন্তিব অন্তরে গূঢ়। মন্ত্রিগণ সহ
মন্ত্রণা করিব আশু সমর-বিধান।
রণ কি অরণ, যেবা স্থির হয়, পাদ-
মূলে নিবেদিব আসি অচিরাৎ। যাও
ফিরি নিজগৃহে। উদয় লঙ্কার রবি
গগন উজলি। বিলম্বে সময়-ক্ষয়,
কহিনু তোমারে।" এত কহি ভক্তিভাবে
প্রণমি মায়ের পদে, সভাগৃহদিকে
চলি গেলা বীরবর তীরসম বেগে।
চলি গেলা বৃদ্ধা, চেড়ী সহ ; ওষ্ঠাধরে
জড়িত ঈষৎ হাস্য, ভ্রূভঙ্গি লোচনে,
প্রকাশিছে নিকষার সিদ্ধ মনোরথ।
বাহিরিলে রক্ষপতি নিজ কক্ষ ছাড়ি,
সতৃষ্ণনয়নে সতী নেহারি' পতিরে

অতি দীনভাবে ক্ষণ রহিলা চাহিয়া।
অদর্শন হ'লে, গভীর নিশ্বাস ছাড়ি
ভাবিতে লাগিলা বসি আত্মহারা হ'য়ে।
"হায়, এ বিষম ভ্রম কেমনে নিবারি ?
কিছুতেই বদ্ধনেত্র খুলিবে না আর ?
কতবার কহিলাম এ সরল কথা ;
আচার্য্য বিচার করি নানা শাস্ত্র খুলি
কতবার শুনাইলা অব্যর্থ বারতা ;
সারণ, সুপার্শ্ব, শুক, সচিবপ্রধান
বারবার বুঝাইলা বিবিধ বচনে ;
তবুও এ ঘোর মোহ ঘুচিবে না তাঁ'র !
অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে যেন আছেন সতত।
দণ্ডেক না পাই সঙ্গ। নাহি অন্যজ্ঞান,
কেবল সমর শুধু হইয়াছে সার ;
একমাত্র আলোচনা। গেল যে সকলি
হায় ; ক্রমে লঙ্কাপুরী হ'ল যে শ্মশান
ঘোর ;—কে বুঝাবে তাঁরে ? সহে না এ প্রাণে
আর। দিবানিশি দহিছে হৃদয়। অগ্নি-
দগ্ধ ঘন যথা নীরধারারূপে, গলে
ধরাতলে শীত-অনিল-পরশে ; হায়—

তেমতি পুরস্ত্রী-অশ্রুসিক্ত-শীতোচ্ছ্বাসে
গলিতেছে অনুতপ্ত এ দগ্ধ হৃদয়।
ডুবে পাপে এই পুরী, তুলিব কেমনে?
ব্যালগ্রাহী ব্যালে যথা উদ্ধারে স্ববলে
বিল হ'তে; পত্নী সেইমত, পাপ-পঙ্ক-
বিল হ'তে, স্বীয় কর্ম্মবলে, উদ্ধারেন
স্বপতিরে বিধির বিধানে। কিন্তু হায়,
হেন ভাগ্য আছে কি কপালে? সাধ্বী সীতা,
কতমতে আরাধনা করিনু দেবীরে
স্বচ্ছন্দে যাইতে চলি নিজপতিপাশে,
ক্ষমা করি অপরাধ। অনুচরসহ
স্বর্ণশিবিকা আনিনু। নিজ দয়াগুণে
ক্ষমিলেন দয়াময়ী। কিন্তু কোনমতে
না হইলা রত সতী যাইতে স্ববাসে,
যতদিন বাহুবলে উদ্ধারি তাঁহারে
নাহি লন রঘুমণি। তখনি বুঝিনু,
নাহিক নিস্তার আর এ দুস্তর-কালে।
ডুবিল, ডুবিবে লঙ্কা নাহিক উপায়।
কি আছে কপালে আর কহিব কেমনে।
কিন্তু এই দেহে, নাথ, জীবন রহিতে,

কণ্টক কখনো পারিবে না বিঁধিবারে
তোমার শরীরে। এ সার কথা, অন্তরে
আমার সতত জাগ্রত। বৈধব্য-ছায়া
কভু পারিবে না পরশিতে এই দেহ।
হায় শম্ভু, উমাপতি, হা শ্মশানচারি,
প্রকৃত শ্মশানভূমি হইয়াছে এবে
এই পুরী, তব লীলাস্থলী। আর কত
দুঃখ দিবে এ অভাগীপ্রাণে? কোন্ মহা-
শূল, আবার বিঁধিবে শূলি, মন্দোদরী-
হৃদে, কহিব কেমনে, আশুতোষ? যাহা
ইচ্ছা, কর। এই পুরী, এই হৃদি, তব
সিংহাসন, প্রভু, জান সে সকলি। তব
পূতনাম, গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে
ভক্তিভরে শতকণ্ঠে নিত্য নিনাদিত।
এবে দেখ দশা তার, দেখ অভাগীরে।
ধরণীর বক্ষোমাঝে নীরবে যেমতি,
অন্তঃ-সলিল প্রবাহ বহে উষ্ণ, উষ্ণ-
তর; তেমতি এ বক্ষোমাঝে তপ্ত অশ্রু-
ধারা, নীরবে বহিছে সদা অবারিত-
বেগে। ভেদিয়া ধরণীগর্ভ সে প্রবাহ

যথা, বাহিরায় তাপদগ্ধ শুষ্ক-বাষ্প-
রূপে, তেমতি এ দুঃখিনীর বক্ষোবাহি-
ধারা, উষ্ণশ্বাসে পরিণত হইছে এ
তাপে, নিরন্তর। অন্তর্যামী তুমি, ক্ষমা
কর অপরাধ, ক্ষম রক্ষোনাথে ভ্রান্ত,
ক্ষম ইন্দ্রজিতে, শিশুমতি। হর তাপ,
হর, ব্যোমকেশ, আশুতোষ। এ মিনতি
হে শঙ্কর, ও পঙ্কজপদে। নিশানাথ
সহ, হায়, শুক্র যথা গোধূলি-ললাটে,
এ দাসীর ভালে, শম্ভু, দশানন সহ
ইন্দ্রজিৎ। মেঘরাজ যেন না মুছেন,
অভাগী সন্ধ্যার দগ্ধ-ললাট হইতে
সে সম্বল। দিগম্বর, তব পদে এই
আরাধনা।" ঝটিকার পরে যথা শান্ত
মহার্ণব, দীর্ঘনেত্রে রহেন চাহিয়া
অনন্ত আকাশপটে, স্থির, অচঞ্চল,
রহিলা চাহিয়া সতী আয়ত-লোচনা
অনন্ত গগনে শান্ত-অকম্প লোচনে।
জোড়করে উর্দ্ধনেত্রে রহিলা মহিষী
স্তম্ভিত, যেন বা সর্ব্ব বাহ্যজ্ঞান হত।

গভীর মহিমচ্ছটা উঠিছে ফুটিয়া,
ফুটে যথা প্রাতঃসূর্য্য-বিমণ্ডিত-চূড়
আগ্নেয় ভূধর কোনো, উষা-সমাগমে।
এই ভাবে রক্ষোরাণী আপনা ভুলিয়া
আছেন সমাধিগত, হেনকালে তথা
উজলি শয়নকক্ষ আইলা সরমা,—
মরুভূমে ক্ষীরতরুসম রক্ষপুরে।
মোহিলা সরমা হেরি মহিষীর ছবি।
স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলা অদূরে
রক্ষোরাজানুজ-জায়া। ক্ষণপরে সতী
চাহিলা তাঁহার পানে; চাহেন যেমতি
কুহেলী-জড়িত ভানু ধরার বদনে।
নমিলা মহিষীপদে সরমা সুন্দরী,
নমে যথা শশিকলা ধরণীর পদে।
কম্পিত-ত্রিতন্ত্রীসম জিজ্ঞাসিলা সতী।
"লো সরমে, আজি যেন বড়ই আকুল
হইয়াছে হিয়া মোর। অধীর হয়েছে
প্রাণ; রহিয়া রহিয়া হ'তেছে কম্পিত
হৃৎপিণ্ড; বামেতর লোচন নাচিছে।
অমঙ্গল হেরিতেছি যেন চারিদিকে।

এতক্ষণ রক্ষোনাথে কত যে সাধিনু,
বিফল হইল সব। আপনি বুঝি বা
যাইবেন রণে আজি। ইন্দ্রজিৎ ফিরি
এখনো আ'সেনি বৎস রণক্ষেত্র হ'তে।
অদ্য চতুর্দ্দশী, পক্ষ অন্ত-প্রায় হ'ল।
কি আছে ললাটে, হায়, বুঝিব কেমনে।
কি মহা-উল্লাস রণে! পারি না বুঝিতে।
ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিতেছে মর্ম্মভেদী নাদ
দুই দলে; লঙ্কাপুরী হ'তেছে কম্পিত;
আর এই মন্দভাগা-মন্দোদরী-হিয়া।
গিয়াছিলা অশোক-কাননে আজি? কহ,
কি কহিলা দেবী?" শিহরিলা সুধামুখী।
"ইন্দ্রজিৎ রণে গিয়াছে কি চলি?" প্রশ্ন
আসিল রসনামূলে। নিবারি তাহারে
চাপিয়া হৃদয়ে কথা, উত্তরিলা ধীরে;
বারিপূর্ণ কুম্ভ যথা আঘাতিলে কেহ,
চাপি অন্তরের ব্যথা রবে রুদ্ধস্বরে।
"এখনি আসিছি, দিদি, দেবীর সকাশ
অশোক-কানন হ'তে। বড়ই অধীর
আজি হেরিনু তাঁহারে। কভু হেরি নাই

হেন"—এতেক কহিয়া ছিন্নতার-বীণা-
সম নীরব সরমা, হায়, স্মরি পুত্রে
তরণীর নিধনের দিনে ; অধীর হৈলা
দেবী অশোকবাসিনী যবে আজিকার
মত। পুনঃ সীমন্তিনী কহিতে লাগিলা
রুদ্ধ গদগদ স্বরে—"উষার সম্মুখে
রবির প্রথম বিভা আইলে এ পুরে
দূতীসম কহিবারে আগম-বারতা,
ভেটিনু বসুধাসুতা, কাননের মাঝে
ভ্রমিছেন একাকিনী। দূরে চেড়ীদল
তন্দ্রামগ্ন হ'য়ে সবে রয়েছে পড়িয়া।
শুষ্কপত্র-পত্রিণীর অঙ্ক হ'তে খসি
পড়েছে কুসুমরাজি স্বর্ণশিলাতলে,
প্রভাত-শিশির-অশ্রু ঝরিছে নীরবে ;—
সেই স্থানে বসি দেবী মুছা'য়ে যতনে
বল্কল-অঞ্চলে তার নীরবিন্দু যত,
কহিছেন সকাতরে—'হায়, লো ব্রততি,
বসুধানন্দিনী আমি ;—বিধিবিড়ম্বনে
নিরানন্দ করি, যথা করি পদার্পণ।
ছায়া-পরশনে মোর শুখায় সুহাসি,

ঝরে শুষ্কনেত্রে নীর। তাই এ কাননে,—
কত সুখে গরবিণী তুই লো লতিকে,
পল্লবকুসুমময়ী সদা সুহাসিনী,—
সীতার পরশে তোর হ'য়েছে এ দশা।
পত্র ধূসরিত, পুষ্প সবে বৃন্তচ্যুত
পড়িয়াছে ক্ষিতিতলে ; বিষাদে লোচন-
বারি ঝরিছে নীরবে। এ স্বর্ণলঙ্কার
হইয়াছে যেই দশা, তোরো সেইমত।
চির-অমঙ্গলরূপী ধরণী-দুহিতা।
মায়ের জঠর হ'তে বাহিরিনু যবে,
বিদীর্ণ করিনু তাঁর বক্ষ হলাঘাতে ;
রঘুকুলে রঘুবধূ হইয়া, লো লতে,
ডুবাইনু সেই কুল অকূল সাগরে ;
যাঁর হাতে সঁপিলেন বিধি, অভাগিনী-
ভাগ্যদোষে তিনি, পতিত দুঃসহ তাপে,—
কি আর কহিব। পাষাণের সম নিশা-
চরকুল, চূর্ণ-চূর্ণ হইতেছে, যেই
দিন হ'তে পদার্পণ হেথা মম। তুমি,
লো কাননবধূ, ঝরিবে না কেন অশ্রু
তব সীতার পরশে ? ভাবিনু জুড়াব

এবে এ চঞ্চল হিয়া, হেরি তোমাদের
বিকচ-কানন-শোভা। কিন্তু বিধি, হায়,
বাম চিরদিন তিনি বৈদেহীর প্রতি।'
এইরূপে দীনভাবে বিলাপেন সতী,
হেনকালে উপজিনু তাঁ'র সন্নিধানে
সসম্ভ্রমে। প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিনু, 'এই
নিশাচর-ভ্রমণ-সময়ে, একাকিনী
বনমাঝে কি কারণে দেবি।' উত্তরিলা
তরঙ্গ-কম্পিত-ইন্দু-নিভাননা—'তুমি
লো সরমে, আর দয়ার্দ্রহৃদয়া রক্ষো-
রাণী, সীতা-লতিকার দুই আশ্রয়ের
তরু, যে অবধি আনিয়াছে এই বনে
উদ্যান-রসাল-তরু-ছিন্ন করি তা'রে।
তব স্নেহবারি, অনাহারে অনিদ্রায়,
পালিয়াছে সদা। জাগরণে দুঃস্বপন
হেরিয়াছি আজি। তাই চিন্তাকুল মনে
ভ্রমিতেছি এ কান্তারে। নিতান্ত অধীর
হ'য়ে, বনপ্রান্তে নারিনু রহিতে। ইন্দ্র-
জিৎ গিয়াছে কি রণে? নতুবা নিষেধ
কর; নিবারিতে কহ মহিষীরে, আশু।

এ নব বয়সে বিশেষ যশস্বী রথী,
দেবদৈত্য-রণজয়ী ; কি কাজ সমরে ?
গুরুতর রণ হ'তে শান্তির মহিমা ।'
কহিলেন চির-সনাথিনী ! তাই আমি
আইলাম নিবেদিতে তব পাদমূলে
এ বারতা ।" ভূকম্পনে যথা অদ্রিপতি
চঞ্চল, তবুও স্থির, বদ্ধ মূলদেশে,—
মহিষী তেমতি ভাব ধরিলা এক্ষণে ;
নিরাশ-নিশ্চল, কিন্তু আশঙ্কা-কম্পিত ।
"হায়, ভগ্নি, কতবার নিষেধিনু তা'রে,
কতবার রক্ষোনাথে সাধিনু ফিরা'তে,
এ কাল সমর হ'তে ;—বিফল সকলি ।
যাহা ইচ্ছা শঙ্করের । তাঁহার কিঙ্করে
স'পেছি তাঁহার পদে । কিন্তু লো স্বপন-
বার্ত্তা শুনেছ কি তুমি ? কেন নিবারেন
দেবী । চিরজয়ী বৎস মোর । দৈবজ্ঞ
সেদিন গণনা করিয়া মোরে কহিলা
আশ্বাসি', 'সহস্রবর্ষ আয়ু কুমারের ।'
কিন্তু সীতা-তরে, জয়-পরাজয় মোর
তুল্য হইয়াছে । বুঝিলা কি তুমি, কেন

নিবারেন দেবী ?" রোগীর প্রলাপসম
সুধিলা জননী। "সুরাসুরজয়ী শূর
গেলে রণস্থলে,—পূর্ব্বকথা স্মরি বুঝি
আকুল কুলদা। তাই নিবারেন সতী
উভ-কুল রক্ষিবার তরে!" কহিলেন
রক্ষোবধূ সুকৌশল করি। অবলার
চিরধর্ম্ম,—তাই এবে অন্তরের কথা
বাহিরিল সরমার ওষ্ঠাধর ভেদি।
উত্তরিলা মনস্বিনী রাণী মন্দোদরী।
"তা' নহে সরমা; বুঝ নাই কথা তুমি।
তা' হ'লে কি কভু"—চমকি উভয়ে স্তব্ধ
উঠিলা সহসা। মুহুমু হু ভূকম্পনে
কাঁপিল বিশাল লঙ্কা, উচ্ছ্বাসিলা বারি-
দলপতি; বেলাভূমি পড়িল মূর্চ্ছিয়া।
মড়মড়ি অরণ্যানী পড়িল ভূতলে।
বধিরিল ব্যোমকর্ণ ভৈরব আরাবে।
"জয় রাম, জয় সুমিত্রানন্দন" ধ্বনি
পশিল শয়নকক্ষে মর্ম্মতল ভেদি'।
শিহরিলা মন্দোদরী, সরমা সুন্দরী;
নারিলা লড়িতে যেন, নারিলা রহিতে।

অলক্ষিতে বক্ষোরুহ স্পন্দিল মায়ের,
ঝরিল পবিত্র রয়ে ক্ষীরধারা বুকে ;
পুঞ্জীকৃত অন্ধকার ঘেরিল চৌদিকে।

তৃতীয় সর্গ

সময়—প্রাতঃকাল।

রাবণের সভাগৃহ। ইন্দ্রজিতের বধ-সংবাদ। শুকের সান্ত্বনাবাক্য।
রাবণের অশোকবনে গমন ও সীতাবধোদ্যম। মন্দোদরীর
আগমন ও নিবারণ। রাবণের সভা-প্রত্যাগমন।
নিকষার আগমন। মহিরাবণকে আনয়নের
পরামর্শ। রাবণের সেনাগণকে উৎসাহদান
ও যুদ্ধার্থ প্রেরণ।

মায়ের চরণে নমি নিশাচরপতি
চলিতে লাগিলা দ্রুত সভা-অভিমুখে;
যেন ব্যোমচর কোনো মহাভয়ঙ্কর
ধূমকেতু ছুটিতেছে ধরাতল-দিকে।
মুহূর্ত্ত যেন বা, দেখিলা চমকি রক্ষ
চাহি উর্দ্ধদেশে, বালার্ক লোহিত-চক্ষু
বিকট বিস্ফারি, হেরিছে লঙ্কার দশা।
লঙ্কা অভাগিনী, অনন্ত গগনপটে
রয়েছে চাহিয়া, যেমতি মুমূর্ষু রোগী
চাহেরে বিবশে, সংজ্ঞাহীন। কিংবা যথা
মেঘাবৃত হ'লে কভু গগনমণ্ডল

সশঙ্ক নক্ষত্র এক চাহে সে আঁধারে।
স্বচ্ছ সরোবরে কমলিনী মেলি আঁখি
গ্রীবা বক্র করি, রোষে নেহারিছে চারি-
দিক। স্বন্-স্বনি পবন বহিছে উষ্ণ,
উষ্ণশ্বাস-সম সে লঙ্কার। দলে দলে
মহাকোলাহলে, ত্রাসিছে বিহগকুল
কানন, উদ্যান, অরণ্যানী। নিকটিলে
সভাগৃহ, এক লম্ফে লঙ্কাপতি আসি
বসিলেন চাপি সুবর্ণ-আসনে, সিংহ
যথা শৃঙ্গধরচূড়ে। দৌবারিক ভীম-
নাদে ঘোষিল চৌদিকে বার্ত্তা। রত্ন-
বিভাসিত উচ্চ সিংহাসন সুরঞ্জিত,
সুরঞ্জিত ইন্দ্রধনু যথা মনোহর
মেঘান্তে গগনপ্রান্তে শোভে শোভাময়।
ইন্দ্রনীল প্রস্তরের আস্তরণ-'পরে
স্থাপিত সম্মুখে দণ্ড, মুকুট, কিরীট,
আর রাজ-আভরণ। মহাসভাতলে
বিস্তৃত বিচিত্র চর্ম্ম, চিত্রমৃগ যাহা
মহোল্লাসে পৃষ্ঠদেশে দেখাত মৃগীরে।
স্থানে স্থানে ঝলসিছে সে চর্ম্ম-উপরে

কনক, হীরক, রত্ন, মণি শোভাময়,
সুসজ্জিত, পরিষ্কৃত, শিল্পীর কৌশলে।
ঝুলিছে ঝালরে নানাবর্ণ ফুলশোভা
নয়নরঞ্জন। চারিভিতে কি বিচিত্র-
লেখা, জাগাইছে পূর্ব্বস্মৃতি দর্শকের
মনে। ইন্দ্র-ইন্দ্রজিতে রণ; মুহুর্মুহু
বিশিখ-প্রহারে জর্জ্জরিত দেববূহ
পলাইছে রড়ে। কোথাও বা রক্ষসেনা
রাজসন্নিধানে বাঁধিয়া আনিছে দর্পে
পবন, বরুণ, অগ্নি, দিকপাল যত।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ, সিদ্ধযোনি
পরাভূত পরাক্রমে চিত্রিত কোথাও।
উড়িয়া বিমানপথে মায়াময় রথে
দুর্জ্জয় লঙ্কেশ ধরি গ্রহতারাবলী,
নক্ষত্র, ভয়াল উল্কা, ছুড়িয়া ফেলিছে
কোনো চিত্রে, চূর্ণচূর্ণ করি ভূমিতলে।
কোথা সুনীল-সফেন-সিন্ধু-পরিবৃত
পুরী, নিজ বক্ষ খুলি আলেখ্য-ছলনে
দেখাইছে কত পথ, কত ঘাট, স্বর্ণ-
বিমণ্ডিত। কত স্বচ্ছ সরসী সুরঙ্গে

নাচিতেছে লহরে লহর তুলি, চির-
সোহাগিনী। স্বর্ণসৌধশ্রেণী অভ্রভেদী,
পবিত্র মন্দির শতশত—শিবলিঙ্গ
যথা, শঙ্খ-ঘণ্টা-ঝঞ্ঝা-রোলে, ধূপ-দীপ-
বিল্বপত্রে, ভক্তিভরে সতত পূজিত,
সুরম্য উদ্যান কত, প্রমোদকানন,
শোভাময়ী লীলাময়ী করিয়াছে চির-
সুবিখ্যাত লঙ্কাপুরী। সেই চিত্র কোন
ভিতে চিত্তমুগ্ধকর।

এ হেন সভায়
বসি কর্ব্বুরাধিপতি; পাত্র-মিত্র-আদি
সভাসদ ম্লানভাবে বসি চারিদিকে;
শতশত-তরঙ্গ-বেষ্টিত মহার্ণব-
মধ্যভাগে শৃঙ্গধর যথা উর্দ্ধশির।
শত শত নাসাপুটে অস্ফুট আরাবে
প্রবাহিল দীর্ঘশ্বাস সভাতল জুড়ি;
"ঝটিকার পূর্ব্বে যথা ঘনঘনোচ্ছ্বাস"
বহে জুড়ি, বিক্ষোভিত করি, পারাবার।
কতক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ সচিব সারণ
কম্পিত-ত্রিতন্ত্রী-সম কহিলা প্রকাশি,

ক্ষীণস্বরে—"হায়, রক্ষপতি, কি কহিব
রণের বারতা আর? নিশানাথ-অস্ত-
সমাগমে, অস্তমিত নিশাচর-চূড়া
বীরর্ষভ। শরজালে বিঁধি লক্ষ্মণেরে,
অস্ত্র-প্রহরণে ক্ষতবিক্ষত করিয়া
সৌমিত্রির দেহ, বীরের সুযোগ্য-শয্যা-
রণভূমি-'পরে শুইলেন ইন্দ্রজিৎ
নরশরহত; হায়, শুইলেন মহা-
রথী অনন্ত শয়নে।" কথা না হইতে
শেষ, বজ্রাহতপ্রায়, মূর্চ্ছিত হইয়া
রক্ষ পড়িলা অমনি। না বহে নিশ্বাস,
বক্ষ উঠিল ফুলিয়া, দন্তে দন্ত-ঘর্ষ
হ'য়ে বিকট নাদিল। বীতিহোত্রসম
নেত্র জ্বলিল বিস্ফারি, স্থির। দৃঢ়মুষ্টি-
বদ্ধ কর, জড়সম কঠিন কঠোর।
ত্রস্তে পার্শ্বচর ব্যজন করিল বেগে
চামর আন্দোলি; তীব্রগন্ধাধার আনি
জোগাইল নাসাপুটে, বিস্তৃত-গহ্বর-
সম। গঙ্গোদক ছিটাইল সর্ব্বগাত্র
জুড়ি। পাত্র-মিত্র-সভাসদ যত, মহা-

ব্যস্তে সেবিলা রাক্ষসে। মহাকোলাহল
উঠিল সে সভাগৃহে; আর্ত্তনাদ ঘন।
সহসা দিনেশ রবি গভীর আঁধারে
হ'লে আচ্ছাদিত, উচ্চ কলরবে যথা
দিবাচর বিহঙ্গম পূরে নভস্থলী।
কতক্ষণ পরে, রক্ষেন্দ্র-নাসিকারন্ধ্রে,
বহিল গভীর শ্বাস, গুহাবদ্ধ বায়ু
যথা দরীমুখ ভেদি। লোচন মুদিল;
খুলিল নিবদ্ধ মুষ্টি, পঞ্জর পড়িল;
জাগিলা রক্ষেন্দ্র ধীরে সর্ব্ববলহত।
সজললোচনে উর্দ্ধে চাহি শৈব যেন
অজ্ঞাতে করুণস্বরে লাগিলা কহিতে—
"হায় শম্ভু, হায় বামদেব, হে পিনাকি,
একবারে তেয়াগিলা এ অধম জনে,
দেব? প্রতিকূল এককালে এই রক্ষ-
কুলে তুমি? হায় পুত্র, যমদমী, রক্ষ-
কুল-চূড়া ইন্দ্রজিৎ,—পড়িলে কি আজি
বনবাসী নরের সমরে? দেব তেজো-
ময়, ভস্ম বর্ত্তিকা-অনলে? অম্বুনিধি
শম্বুক শুষিল? বুঝিলাম যম এবে

রাজা এ প্রদেশে। কিঙ্কর তাহার লঙ্কা-
বাসিব্রজ। নরকুল, বধ্য এ কুলের
সদা ; বিধিবিড়ম্বনে, হায়, বিপরীত
হ'ল আমার কপালে। পুত্র অগ্রগামী,
আমি রহিনু পড়িয়া। হায় বিধি, সব
গেল সম্মুখে আমার ; সব গেল চলি ?
হইল অরণ্যময় এ বিশাল পুরী ?
কি সুখে নিবসি আর, কি ফল জীবনে ?
যে সূত্রে গাঁথিয়া, রেখেছিনু এতদিন
আশার কুসুমে, তা'ও কি এখন, হ'ল
ছিন্ন, কুসুম ঝরিল ? ত্যজি রাজ্য, যুব-
রাজ, ত্যজি পত্নী, পিতা, ত্যজি মায়ে তব,
হে মাতৃবৎসল, চলি গেলে কোন্ প্রাণে ?
কোন্ পথে ? মেঘনাদ, কহ তা' আমারে।
হায়, কোথা—কোথা গেলে পাইব তোমারে।
একমাত্র ধন তুমি মোর এ জগতে ;
কাঙ্গালের মহামূল্য মণি। অন্ধ-নেত্রে
মহাশূন্যময় সব হেরিছি চৌদিকে
আজি তোমার বিহনে। আজি বিঁধিতেছে
কর্ণে, নৈঋ্বতকন্যার মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-

নাদ। জীবমানে রিপু, মুদিবে নয়ন,
বৎস, তেয়াগিয়া মোরে,—কভু ভাবি নাই
মনে, হেন অঘটন। কিন্তু, ধন্য তুমি,
হে সুধন্নু, শতবার বাখানি তোমারে।
উদ্ধারিতে জন্মভূমি সম্মুখসমরে,
অরাতির লোহপূত-রণশয্যা-'পরে
রিপুদেহ-উপাধানে পবিত্র শয়নে
শুইয়াছ তুমি, বৎস, অনন্ত গৌরবে—
ধন্য তুমি, ধন্য আমি পিতা তব, ধন্য
তব পূত জন্মস্থলী। কিন্তু নর সহ রণে,—
হায়, বিদরে হৃদয় শতখণ্ড হ'য়ে,—
নর সহ রণে পতন তোমার, শূর,
এ কলঙ্ক রাখিতে না জানি। আজি দেব-
গণ, দিকপাল যত, সুখে নিদ্রা যা'বে
সবে নিশ্চিন্ত অন্তরে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, নাগলোক আজি, আনন্দে ভ্রমিবে
সবে ভূমণ্ডল জুড়ি। আর পিতা তব,—
শবসম ভস্ম হ'য়ে রহিবে পড়িয়া
এ ঘোর শ্মশানভূমে। কে আছে তাহার
আর? অন্ত্যেষ্টি করিবে, গৃধিনী, শকুনি,

শ্যেন, শৃগাল, কুক্কুরে।" নীরবিলা দুঃখে
পুত্রশোকাতুর পিতা। মুহূর্ত্তে অমনি
দহিল রক্ষের বক্ষ প্রতিহিংসানলে।
জ্বলিল বিকট নেত্র ; গলিল লোচনে
অশ্রুবিন্দু, প্রজ্বলিত দীপাধার হ'তে
তৈলবিন্দু ঝরে যথা উষ্ণ:তেজোময়।
জ্বলিয়া উঠিল জ্বালা ঘনঘন শ্বাসে।
কহিলা কৌণপাধিপ সম্বোধি সারণে—
"সত্য যা' কহিলা, সুধী ; বীরের সুযোগ্য-
শয্যা-রণভূমি-'পরে শুইয়াছে ইন্দ্র-
জিৎ উজলি এ পুরী। নাহি খেদ তাহে
অণুমাত্র : কিন্তু বধিয়া রাবণসুতে
এই লঙ্কাপুরে, তিলেক জীবিল প্রাণে
সে নরযুগল, এ কলঙ্ক কোনমতে
সহে না এ প্রাণে। দেবদৈত্যরণজয়ী
নিশাচরকুলে এখনো জীবিত আছে
কত মহারথী, নিমেষে নাশিবে নরে
বনচর সহ ; উড়াইবে মুহূর্ত্তেক-
মাঝে, বায়ু যথা তূলারাশি শিমুলের
বনে। যাও সৈন্যাগারে, প্রতি গৃহে গৃহে ;-

এখনি সাজিবে সেনা দুর্ম্মদ সমরে,
হুঙ্কারে কাঁপা'য়ে লঙ্কা এখনি ধাইবে,
বিবিধ আয়ুধপুঞ্জ আস্ফালি বিক্রমে,
মহাহবে। আন ত্বরা করি সেই বিশ্ব-
জয়ী শক্তি-অস্ত্র, সেই শর-শরাসন,
আপনি স্বয়ম্ভু তুষ্ট দেবাসুররণে
বর সহ দিলা যাহে আমার এ করে
অব্যর্থ। নিমেষে বিঁধি পুত্রঘাতি-যুগে,
বধিয়া এখনি, সেই তপ্ত লোহধারে
করিব তর্পণ এইমাত্র। যাও সবে,
কহ এ আদেশ মম, বিলম্ব না কর।"
কতক্ষণ মৌন হ'য়ে কৌণপ-ভূষণ
সারণ, সুপার্শ্ব, শুক-আদি মন্ত্রী যত
রহিলা নেহারি রক্ষে। শুক অবশেষে
কহিলেন নতভাবে সম্বোধি প্রভুরে—
"তুমি নাথ মহাজ্ঞানী বিদিত জগতে,
মহাযোগী ; বেদবিধিব্রত-স্নাত। তুমি
রণে মহাধনুর্দ্ধর। কি সাধ্য আমার,
যে সে বুঝাইব তোমা রক্ষপতি। দেহ
দাসে অভয় যদ্যপি, ইচ্ছা করিয়াছি,

প্রভু, নিবেদিতে দু'টি কথা ; শুন দয়া
করি, সুধী, এ মিনতি মম। অপ্রিয় এ
কথা তব, জানি সে সকলি। কিন্তু মন্ত্রী
বলি সম্বোধ' এ জনে যতদিন, যদি
নাহি কহি অকপটে, অতল অধর্ম্ম-
হ্রদে ডুবিব আপনি। তেঁই নাথ দেখ
বিচারিয়া। সব গেল ; মলিন সুবর্ণ-
লঙ্কা, শোকের আঁধারে আজি। এ গগনে
নক্ষত্র যতেক, একে একে ডুবিল সে
গভীর আঁধারে। তুমি ত্বিষাম্পতি, প্রভু,
রাহুগ্রস্ত, আভাহীন। হের পুরবাসী
জনে ; শুন কর্ণ মেলি, জীর্ণ-দগ্ধ হিয়া
ভেদি উঠিছে গগনে রোদননিনাদ
কত। অশ্রুবারি প্রস্রবণ-সম বেগে
বহিছে এ পুরমাঝে। জনশূন্য এই
মহাপুরী, চাহে শান্তি ; রণসাধ এবে
মিটিয়াছে পুরবাসি-রক্ষোরথি-বলে।
তুমি রাজা, রাজধর্ম্ম পাল' এ সঙ্কটে।
বিতর শান্তির সুধা তাপদগ্ধ জীবে।
এ নহে বিগ্রহ কভু ; বিধিচক্র, প্রভু,

জানিবে নিশ্চয় আছে জড়িত এ সহ।
তেঁই কহি, অশোক লঙ্কারে কর ; ফিরি
দেহ অশোকবাসিনী। নাহি গ্লানি তাহে
বিন্দুমাত্র। জীবকুল সতত স্খলন-
শীল স্বভাবের বশে। কি লাঘব তাহে ?
পতনের কলঙ্ক হইতে শতশত
গৌরব তাঁহার, মুহূর্ত্তে যে মহামতি
উঠেন আবার বিজ্ঞতর। অন্ধকার
ভ্রমে স্বতই আবৃত জীব ; কিন্তু যেই
জ্ঞানী, সেই ভ্রান্তি অঙ্গীকার করি, নিজ
অন্তরের তেজোবলে বিভাসিত করে
সে আঁধার, হেরে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় চক্ষে
চরাচর,—সে-ই ধন্য, সে-ই বলী, সে-ই
সে নমস্য, নাথ, কহিনু তোমারে, সত্য-
কথা। দেখ বিচারিয়া, এখনো সময়
আছে, গ্রহ বাক্য যদি। ভ্রান্তি-মোচনের
কখনও নহে অসময়। জান তুমি
সব, প্রভু, কি আর কহিব।" এত বলি
অপেক্ষা করিতেছিলা রক্ষোরাজবাণী,—
হেনকালে বজ্রদংষ্ট্র নৃশংস রাক্ষস

নিস্ত্রিংশ-সমান জিহ্বা সঞ্চালি কল্লোলে,
আরম্ভিলা উত্তরিতে শুকের সাধনা—
"হে রজনীচর-চূড়া, আচার্য্য-সমান
জ্ঞানে তুমি, বীর্য্যবলে অতুল ত্রিলোকে।
কেমনে আনিলে ওই মুখে, 'ফিরি দেও
অশোকবাসিনী?' ভীরুতার, এর হ'তে
পরিচয় আর, পাইয়াছে কেহ কভু?
হাসিবে ত্রিদশালয়ে বাসব এখনি
দেবগণ সহ, করতালি দিয়া নাগ-
যক্ষ উপহাসি দিবে টিটকারি। নর-
কুল, বনচর বানর-মর্কট, সে-ও
এবে দন্ত পাতি ভ্রুকুটী করিবে। তুমি
কেমনে সহিবে, শূর, সে ঘোর গঞ্জনা?
এই মন্ত্রণায়, হেন শূরতায়, হয়
নাই নিশাচরকুল, ত্রিলোকের মাঝে
এ হেন অতুলনীয়। কহিলা আপনি,
'পুরবাসী জন চাহে শান্তি।' নিমেষের
মাঝে শান্তি করতলগত, বুঝ যদি
সমুচিত। যেই আততায়ি-দল, রক্ষো-
রক্তধারে কর্দ্দমিত রণভূমি করি'

এতদিন, বিচরিছে তা'র 'পরে শুষ্ক
পাদক্ষেপে ; কোন্ শাস্তি সমুচিত প্রায়-
শ্চিত্ত তা'র ? হইতাম যদি ছত্রপতি,
অশোকবাসিনী-দেহ তিলমাত্র আর
চিনিত না মুণ্ড তার ; দণ্ডমাত্র কাল
বহিত না স্কন্ধ তা'র মস্তকের ভার
কোনমতে। রাবণের রিপু, এই দণ্ডে
বুঝিত সে রাবণের প্রতিহিংসা কিবা।
রক্তসিন্ধু উথলিল যেবা এই পুরে,
তা'র তুলনায় এ ত মসীবিন্দুপাত।
তথাপিও তুমি, মন্ত্রিবর, ধীরভাবে
দিতেছ মন্ত্রণা আজি যন্ত্রণা-অধীর
রক্ষোরাজে, 'ফিরি দিতে অশোকবাসিনী ?'
এ জল্পনা, মূর্খ আমি, না পারি বুঝিতে।
পারিবেন বুঝিবারে ইন্দ্রজিৎ-পিতা
নৈকষেয়। উচিত যে করিবেন গণি।"
"উচিত ? বুঝিয়া দেখ, অনুচিত কোন্
কার্য্য আছে এইস্থলে ?" কহিলা রাবণ
রুষি। "মুহূর্ত্ত বিজয়সুখ কভু নাহি
দিব ভুঞ্জিবারে নরযুগে ; সুনিশ্চয়

কথা। যাও ত্বরা করি, পশিয়া সমরে,
নাশ বাহুবল তা'র; পশ্চাতে এখনি
আসিব আহবে আমি মহাশক্তি ল'য়ে।
ধায় অগ্রে করজাল, পশ্চাতে তাহার
উদেন তমোহা রবি নিশা-অবসানে।
আজি না ছাড়িব কভু; শম্ভু যদি নিজে
আইসেন রণস্থলে, জীয়ন্ত শরীরে
ফিরি না যা'বেন আর আলয়ে ত্রিশূলী।
নিশ্চয় কহিনু তোমা এ প্রতিজ্ঞা মম।"
এত কহি নিশাচর বিদায়িলা সবে
গৃহে গৃহে রক্ষোদলে আহ্বানিতে রণে।
চলি গেলা সভাসদ সভাগৃহ হ'তে।
হতাশ স্তম্ভিতমনে ক্ষণমাত্রকাল
চিন্তিলা বৈদেহী-হর, স্মৃতি যত কথা
রেখেছিল মনোমাঝে সঞ্চয় করিয়া।
অবশেষে ওষ্ঠাধর ভেদি' বাহিরিল,—
আগ্নেয়-ভূধর ভেদি' বাহিরায় যথা
ধাতুস্রাব;—"সমরের পরিণাম বাকী
নাহি বুঝিবারে আর। কঠোর তপস্যা
করি যে বর লভিনু, বিফল হইল

সব নরের সমরে। চতুর্ম্মুখ, বৃথা
ছলে ছলিলা আমারে। কিন্তু দেবদলে
কি আর সম্ভবে এর হ'তে? মায়া, মোহ,
ক্রিয়া যা'র; প্রতারণা নিত্য-অনুষ্ঠান,
নিত্য-কর্ম্ম হ'বে তা'র, কি বিস্ময় তাহে?
ডুবিনু সবংশে আজি। কিন্তু ডুবাইব
অগ্রে তার জীবনের তরী, তা'র পরে
ডুবিতে হইলে, সুখে ডুবিব আপনি।
অপুত্র মানবদ্বয় জানে না কখনো
পুত্রশোক। স্ত্রৈণ নর, নারীগত প্রাণ
রাখিয়াছে কোনমতে নারীহারা হ'য়ে।
কিন্তু এই দণ্ডে বধি' সে নারীরে, ছেদি'
মুণ্ড দেহ হ'তে, সমুচিত প্রতিফল
দিব তা'রে আজি। যেই শেল বিঁধিয়াছে
রাবণের হৃদে, ততোধিক মহাশল্যে
বিঁধিব তাহারে। রাবণের প্রতিহিংসা
বুঝিবে তখন। সত্য যা' কহিলা বজ্র-
দংষ্ট্র, সত্য যা' কহিলা মাতা। এক অস্ত্রা-
ঘাতে সফল হইবে সব। নিবিবে এ
রণবহ্নি, প্রতিহিংসা সফল হইবে।

সহে না বিলম্ব আর। তনয়ের প্রেত-
আত্মা, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইছে ওই
অশোককানন-দিকে মেঘলোক হ'তে।
এখনি যাইব, এখনি বধিব তারে
কৃপাণ-প্রহারে; দ্বিধা খণ্ড মুণ্ড তা'র
ধরাতল এখনি চুম্বিবে।” এত কহি
মহাখড়্গ অস্ত্রাগার হ'তে আকর্ষিলা
নিশাচর। রবিকরে জ্বলিল অসির
তেজঃ কালানল-সম। ঊর্দ্ধবাহু, অসি
ল'য়ে ধাইলা অমনি অসিভৃৎ। গর্জ্জি'
ভীমনাদে বেগে ছুটিলা রাক্ষস, যথা'
অশোককাননে বিরাজেন শোকাকুলা
জনকনন্দিনী। বার্ত্তা শুনি শঙ্কা-আর্ত্ত
লঙ্কা-অধিবাসী, ধাইলা পশ্চাতে ত্রস্ত,
সুপার্শ্ব-অবিন্ধ্য-কুট্ট-আদি মন্ত্রী সহ।
ধাবমান মত্ত করী বাঁধিবার তরে
হস্তিপালদল যথা ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
কতক্ষণে নৈকষেয়-পার্শ্বে আসি সবে
নানামতে নিবারিতে করিলা সাধনা;
কিন্তু বৃথা। অধোমুখ-বারিস্রোতঃ-সম

অনিবার্য্য-বেগে রক্ষ চলিল ধাইয়া।
হাহাকারে আর্ত্তনাদে নিশাচরদল
পূরিল অশোকবন চারিদিক জুড়ি।
"নারীবধ না কর, না কর; সতীদেহে
নাহি কর অস্ত্রাঘাত।" দূর হ'তে বারং-
বার এই রব অম্বর ভেদিয়া, শত-
কণ্ঠে নিনাদিল রক্ষে নিবারিতে। শুনি
সেই কোলাহল, চমকি হেরিলা দেবী
আসিছে ধাইয়া মহাশূর, হেরে যথা
কুরঙ্গিণী, মহাকায় ভীষণ গণ্ডারে।
বুঝিলা সকলি সতী রঘুকুলবধূ,
অসহায়া। "হায় নাথ" বলিয়া অমনি
কাঁদিয়া উঠিলা দেবী মর্ম্মভেদী স্বরে।
ছিন্নগ্রন্থিময় বল্কল দহিয়া, সর্ব্ব
অঙ্গে দীপ্তজ্বালা বাহিরিল ফুটি'। রুক্ষ-
কেশে একবেণী পড়িল খসিয়া। "হায়
নাথ, তব জায়া আমি, রঘুকুলবধূ,
জনকদুহিতা,—অসহায়া-সম মোরে
আসিছে বধিতে নিশাচর। রক্ষ মহা-
বাহু আজি এ বিপত্তিকালে। হা সৌমিত্রি,

কর পরিত্রাণ আশু আসি এ বিজনে।
কণ্টক বিঁধিলে পদে সহিত না তব,
এবে অপমৃত হই রাক্ষসের করে।
কোথায় রহিলে দোঁহে ত্যজি অভাগীরে।
জনম-দুঃখিনী সীতা, জান সীতাপতি ;
আর না হেরিবে দাসী এ ছার জীবনে
ও রাজীব-পদযুগ নয়ন ভরিয়া।
হায় রে মন্থরা দুষ্টা, হা লুব্ধা কেকয়ি,
রাজ্যনাশ, বনবাস, বল্কল-ধারণ,
এতেও কি মনস্কাম পূরিল না তব ?
নিশ্চয় দুর্ম্মতি আজি বধেছে রাঘবে।
ঘনঘন জয়োল্লাস শুনেছি শ্রবণে,—
পড়িয়াছে রঘু রথী আজিকার রণে।
বধিতে আমারে তাই শোণিত-পিপাসী
আসিয়াছে ধাই এবে অসহায়া গণি।
কিংবা বুঝি নিশাচর পুত্র-ইন্দ্রজিতে
হারা'য়েছে আজিকার নিশার সমরে।
তাই রুষি' আসিয়াছে বিনাশিতে মোরে,
অমঙ্গলহেতুভূতা ! হায় রে, কুক্ষণে
না শুনিনু, হনুমান, তোমার সাধনা।

কতই সাধিলা বৎস লইতে তখন
পৃষ্ঠে করি বহি মোরে রাঘবসকাশে।
মূঢ় আমি, না শুনিনু সে সাধনা তব ;
তা' হ'লে ত হইত না, এ হেন দুর্গতি
আজি অভাগীর ভালে। হায় মাতঃ সর্ব্ব-
সহা, কত দুঃখ, কতই যাতনা আর
সহিবে নীরবে তুমি নিজ দুহিতার।
লও, দ্বিধা খণ্ড হ'য়ে এখনি জননি,
লও অঙ্কে তনয়ারে করুণা করিয়া।
রক্ষ পরিতাপ মাতঃ, এ রক্ষের করে।"
হেরিয়া রাবণে, এইরূপে বিলপিলা
[illegible] ; কুগ্রহ-পীড়িত হ'লে
বিলপে রোহিণী যথা শশাঙ্করহিত।
হেনকালে ধাই বেগে সতীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা রক্ষপতি। মুহূর্ত্ত যেন বা
রহিলা সে মন্ত্রমুগ্ধ হেরি তনুছটা।
যাতনা-কর্শিত এত, তবুও যেন বা
নিদাঘের স্রোতস্বিনী-সম তনু দেহ
ফুটি বাহিরিছে জ্যোতি বিমল, তরল।
অল্পে অল্পে নিজ কল্প ছাড়িছে যেন বা

নৈকষেয়। তখনি আবার, দৃঢ় চেষ্টা
করি যেন সঙ্কল্প সংগ্রহি, মহাক্রোধ-
ভরে রক্ষ ঘোরতর নাদে উচ্চারিলা
ছেদমন্ত্র, উচ্চারয়ে নির্দ্দয় ঋত্বিক্
যথা বলিচ্ছেদকালে। "এখন কে তোরে
রক্ষে অভাগিনী আজি? গ্রাসিলি এ রক্ষ-
পুরী বিশাল উদরে। বিদারি উদর
তোর করিব বাহির এইমাত্র। স্মর
ইষ্টদেবে।" এত বলি বৈদেহীর শির
লক্ষ্য করি, উঠাইলা ভীম অসি মহা-
বেগভরে। কিন্তু কোথা হ'তে, সকরুণ
কল্লোল করিয়া, আইলা পশ্চাৎ হ'তে
রাণী মন্দোদরী, সেইকালে। অকস্মাৎ
সাপটি ধরিলা রাণী উত্থিত কৃপাণে;
আঘাতি সবেগে, দূরে ফেলি দিলা ছুড়ি
বজ্রমুষ্টি হ'তে, বলহীন এবে শিশু-
মুষ্টিসম। চমকিয়া ফিরি রক্ষপতি
হেরিলা রাণীর মূর্ত্তি। বিষম আঘাতে
নিক্ষেপি ধরণীতলে সে কোমল দেহ,
ছুটিলা তুলিতে অসি ভূতল হইতে।

অমনি সচিবশ্রেষ্ঠ অবিন্ধ্য সুমতি
দাঁড়াইলা বাহু মেলি সমক্ষে রক্ষের ;—
কহিলা গর্জ্জিয়া সুধী কৌশল বিস্তারি—
"এ হেন মূর্খতা কভু সাজে কি তোমারে
হে ধনদানুজ ? সংবর নিস্ত্রিংশবরে,
সংবর সংবর। আজি চতুর্দ্দশী, কর
আদেশ এখনি, সাজুক সৈনিকবৃন্দ
আজিকার দিনে। কালি বাহিরিবে তুমি
রণযাত্রা করি। নিশ্চয় পড়িবে রণে
ও নরযুগল ; হ'বে তুমি রণজয়ী,
সিদ্ধকাম। রূপবতী এ বিধবা নারী,
তখনি তোমারে সঁপিবে আপন মন,
অনন্য-উপায়। এই সার কথা, প্রভু,
কহিনু তোমারে সত্য। চল ফিরি যাই
সভাগৃহে।" এত বলি তুলিলা অবিন্ধ্য
খড়্গ ভূমিতল হ'তে, অতর্কিতে। যূপ
যথা নিবদ্ধ শ্মশানে, গতিহীন ক্ষণ
যেন রহিলা রাক্ষস। মন্দোদরী-দিকে
হেরি, হেরি জানকীরে, অজ্ঞাত-পরুষ-
ভাবে নির্লক্ষ্যে কহিলা—"আর একদিন

বহ দেহভার তুমি। নিবাইব শোক-
বহ্নি তব লোহধারে।” ফিরিলা তখনি
সভাগৃহ-অভিমুখে রঘুবর-রিপু,
শশাঙ্কে ছাড়িয়া যথা রাহু বায়ুপথে।
অনুচর নিশাচর সহর্ষ অন্তরে
ফিরিলা, গজেন্দ্রসহ গজযূথ যথা।
চেড়ীদল কতিপয় রক্ষচর সহ
যত্নে তুলি মহিষীরে, ধরাধরি করি
লইলা পল্বল-তীরে মূর্চ্ছিত বিবশ।
কতক্ষণে রক্ষোদল আসি উপজিলা
সভাতলে। সিংহাসনে বসিলেন রাজা,
আর আর সভাসদ্ যে যার আসনে।
হেনকালে ঘোররোলে আলোড়ি সে দেশ
চেড়ীসহ আসিলেন নিকষা মহিষী।
সম্ভ্রমে উঠিলা পুত্র, পারিষদ যত,
নমিলেন নৈকষেয় নিকষার পদে।
ক্ষুধার্ত্ত-ফণিনী-সম বিকট স্বননে
কহিলা কৌণপী লক্ষি’ রক্ষেন্দ্র লঙ্কেশে—
“অসংখ্য-সমর-জয়ী ভুজ আজি বুঝি
হইয়াছে হতবল পরের নিধনে?

যে সায়ক বিঁধে মহাদ্রুমে, হইল কি
বিফল মৃণালদণ্ডে সে আয়ুধ আজি ?
মন্দভাগ্যা মন্দোদরী, কুগ্রহ যেমতি,
পীড়িছে তোমার ভাগ্য বিফল করিয়া ;
নিয়ত নিষ্ফল তুমি সে গ্রহের ফলে।
দানব-নন্দিনী স্বভাবে অমিত তেজ,
প্রতাপের খনি, তাই বধূ বলি আমি
গৌরব করিনু সেইকালে, কিন্তু আশা
বিফল হইল মোর চিরদিন-তরে।
বৃথা ভাবিলাম আমি, নীহারকণিকা
হেরি সূর্য্যকান্তমণি। কতই সহিবে
তুমি, বিখ্যাত ভুবনে রক্ষোরাজ ? ছায়া-
দেহে পদাঘাত করিলে তখনি, সে-ও
পদাঘাত করে আঘাতক জনে। তুমি
দেবদৈত্যজয়ী শূর লঙ্কা-অধিপতি,
কেমনে নীরবে, কহ, সহিছ তাড়না ;
রিপুপ্রহরণ, হায়, সহিছ কেমনে ?
দুর্দ্ধর্ষ রজনীচর-সেনাদল যত
চিত্র-পুত্তলিকা-সম কি হেতু শিবিরে
রহিয়াছে হীনবল ? সম্পদে শূরতা,

সাহস, গৌরব, বীর্য্য, সহজ জগতে।
বিপদে স্থিরতা, ধৈর্য্য, অচঞ্চল-মতি,
অখণ্ড-প্রতাপ, তেজ, সুদুর্ল্লভ সদা।
এই ত প্রভেদ, বৎস, মহামতি জনে
হীনমতি সহ। আদেশ' এখনি সাজি'
মত্ত বীরমদে বাহিরুক রক্ষচমূ
অদম্য বিক্রমে। তুমি মৃত্যুজয়ী বীর,
হেন অগৌরব তব নরযুগ-করে ?
কেমনে সহিবে সুতগতপ্রাণা, বীর,
তোমার জননী ? অথবা যদ্যপি তুমি
বুদ্ধিবলে কার্য্যসিদ্ধি করিবে, রাবণ,—
তব মন্ত্রিদলসম বুধ ত্রিজগতে
কোথা পাবে কোন্ রাজা ? ভুজবল, জ্ঞান-
বল সহ, সংযোজিত তব সিংহাসনে ;
বায়ুসহ সংযোজিত কৃষ্ণবর্ত্মা যথা।
জানেন সচিববৃন্দ, রসাতলপুরে
বিরাজেন পুত্র তব মহীগর্ব্ভজাত ;
পরম কৌশলী, জ্ঞানী। বাহুবলে সদা
অসিদ্ধ যে ক্রিয়া, স্বীয় প্রভাবলে সুধী
সাধেন সতত সুনিশ্চিত। বিন্দুমাত্র,

নাহি জানে মহী এই রণের বারতা।
পিতৃ-আজ্ঞা শুনি এখনি আসিবে মহী
পিতৃভক্ত সদা। প্রের বার্ত্তা এইমাত্র
তাহার গোচরে। নিরাপদ হবে লঙ্কা
মোর আশীর্ব্বাদে।" মজ্জমান জন যথা
দৃঢ়মুষ্টি বাঁধি ধরে তৃণখণ্ড করে,
তেমতি এ যুক্তি রক্ষ গ্রহিলা আগ্রহে।
বিগ্রহে বিগতস্পৃহ সচিবপ্রধান
সুমন্ত্র, সারণ, শুক, সুপার্শ্ব, সকলে
যোগ দিলা মহিষীর আশিষবচনে।
চক্রগতি নামে চর অতি বিচক্ষণ
অমনি চলিলা নমি পাতালপ্রদেশে
কুমার মহীর পার্শ্বে মনোরথগতি।
চলি গেলা নিজকক্ষে নিকষা মহিষী।

দ্বারে নিনাদিল ঘোর-ভৈরব-নিনাদে
"জয় রক্ষপতি" ধ্বনি কাঁপাইয়া পুরী;
অস্ত্রের ঝঙ্কার সহ ঝঙ্কারিল দিশি।
ফণীন্দ্র বিবর হ'তে বাহিরায় যথা
শুনি শিঙ্গাধ্বনি মত্ত মধুর সঙ্গীতে,
সে মহানির্ঘোষ শুনি কর্ব্বুরাধিপতি

বাহিরিলা বীরমদে মত্ত আত্মহারা।
হেরিলা সম্মুখে বীর মহার্ণবসম
ব্যূহে ব্যূহে রক্ষচমূ নানা-অস্ত্র-ধারী
রয়েছে দাঁড়া'য়ে প্রভু-আজ্ঞা লভিবারে।
সে মহা-অর্ণব-তট মাতঙ্গ-স্যন্দন ;
স্রোতঃ দর্প, বিশ্বজয়ী অমিত প্রতাপ ;
রণোল্লাস মহোর্ম্মি-নিনাদ ; অগণিত
রক্ষচমূ ঊর্ম্মিদলসম ; শর, শূল,
গদা, শক্তি, চক্র, হল, অসি, ভিন্দিপাল,
মৃদঙ্গ, পটহ, চর্ম্ম, কুম্ভীর-মকর-
নক্র-মীনরাজ-সম করিয়াছে ভয়ং-
কর সে সেনা-সাগরে। সেনাপতি আজি
বিরূপাক্ষ মহারক্ষ শতসূর্য্যসম
জ্বলিছেন সর্ব্বগাত্রে। তাম্রবর্ণ অক্ষি-
যুগ হ'তে, বাহিরিছে কালান্ত অনল
যেন, তীব্র জ্যোতির্ম্ময়। হেরিয়া রাবণে,
যূথপতি হেরি নাদে গজযূথ যথা,
বিকট ভীষণ নাদে উল্লাসিল সেনা।
কাঁপিল গগন, ক্ষিতি, জলদলপতি।
সহস্র বাহু উঠিল গগনে, সম্ভ্রমে

পুনঃ স্পর্শিল ললাটে, কররুহ-অগ্র-
ভাগে। বিদলিত-ফণ ফণাধর যথা
স্বননে বিষম ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাভরে,
কহিলা রাক্ষসাধিপ সম্বোধি সৈনিকে
ক্ষোভে, রোষে, রুষ্টভাষা—"জান, হে সৈনিক-
বৃন্দ, কঠোর তপস্যা করি পুরাকালে,
লভিনু স্বয়ম্ভূ হ'তে দিব্য-অস্ত্র-সহ
অব্যর্থ, অমোঘ বর। দেব, দৈত্য, যক্ষ,
কিবা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,—নাহি সাধ্য, তিল-
মাত্র সহে সে অস্ত্রের তেজঃ, সদা-সিদ্ধ-
কাম। সেই অস্ত্র ল'য়ে পূরাইব রণ-
সাধ রাঘবের আজি। মুহূর্ত্তমাঝারে
শতধা করিয়া খণ্ড দেহ অভাগার
বিতরিব কাক, গৃধ্র, শৃগাল, কুক্কুরে,
আর মাংসাহারী জীবে। পড়িলা সমরে
রক্ষ বীরর্ষভ যত, তা সবার তরে
করিব তর্পণ আজি নরের শোণিতে।
পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, হারাইলা যা'রা,
নিবাইব শোকবহ্নি সেই সবাকার
বধিয়া রাঘবে, বধি' সৌমিত্রি দুর্ম্মতি।

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে, সহায় যাহারা
দুর্ম্মতির, সেই সবে পূর্ণাহুতি দিব
আজি রণ-হোমানলে। নাহি সাধ্য, কাল-
রণে রক্ষিবে আজিকে নরযুগে। খণ্ড
খণ্ড করি, উড়াইব হরি-ঋক্ষ-নর-
সেনাদলে বিপক্ষের; প্রভঞ্জন যথা
উড়ায় তূলার রাশি মুহূর্ত্তে ফুৎকারে।
তোমরা সকলে দেবদৈত্যজয়ী বীর,
অখণ্ডপ্রতাপ, একদণ্ডে বিনাশিবে
কোটি অনীকিনী! শোভিছে সু-উচ্চ শিরে
বিজয়-পতাকা-সম অর্ঘ্য মাঙ্গলিক,
শোভিয়াছে বরবপুঃ উজ্জ্বল কবচে,
মহাশর, শরাসন, ত্রিশূল, ফলক,
ভীষণ ভীষণতর রণ-প্রহরণ
করিয়াছে তোমা-সবে তেজস্বী অমোঘ;—
স্বভাবে তেজস্বী বহ্নি, দ্বিগুণ ইন্ধনে।
কার সাধ্য অগ্রসর হইবারে আজি
এ বিগ্রহে, বীরবৃন্দ, তব সন্নিধানে?
নিমেষে সমরে নাশি এ তুচ্ছ অরিরে
ফিরি যাও মহোল্লাসে আপন আবাসে;

মাতা-পত্নী-সুতা-ভগ্নী-মত্ত-আলিঙ্গনে
জুড়াও সমরশ্রান্তি বিজয়ী সমরে।
নগরতোরণে রিপু, কেমনে তোমরা
নীরবে রহিবে গৃহে, না মথি তাহারে।
কভু কি সম্ভবে তাহা? তব ভুজবলে
উন্নত এ রক্ষকুল বিশ্ব-চরাচরে
বিখ্যাত বিমল যশে। এ লঙ্কার কীর্ত্তি-
স্তম্ভ তোমরা সকলে। প্রবেশিলে রিপু
আজি এ পুরমাঝারে, জর্জ্জরিত হবে
লঙ্কা মাতৃভূমি তব। হায়, শিশুকুল,
রাক্ষস-সুন্দরী অসহায়া,—একে একে
বিঁধিবে ত্রিশূলে; কিংবা প্রচণ্ড আঘাতে
চূর্ণচূর্ণ করি মুণ্ড ফেলিবে প্রাঙ্গণে।
অথবা সতীত্বরত্ন রক্ষসুন্দরীর
হরিবে সে অত্যাচারী বানরের দলে।
রক্ষোবংশ, রক্ষকীর্ত্তি সহ, চিরদিন-
তরে ডুবিবে অতল জলে; কে তুলিবে
কহ? কিন্তু বৃথা এ জল্পনা। জানি আমি
সুনিশ্চিত, যার ভুজাসনে যম নিত্য
বিরাজিত, নিশ্বাসে যাহার প্রলয়ের

ঝড় ছুটে উজাড়িয়া ধরা, বীতিহোত্র
সর্ব্বত্র কটাক্ষে যার জ্বলে অবিরত,—
সেই রক্ষ বীরবৃন্দ তোমরা সকলে
অবিধ্বংসী, চিরজয়ী অনন্ত সমরে,
এ লঙ্কার চির-আশা। আমি পূজি' অস্ত্র-
বরে বরদত্ত, বাহিরিব স্বস্ত্যয়ন
করি' যথাবিধি। তোমরা সকলে বীর-
দর্পে হও অগ্রসর ;—তপনের অগ্রে
ধাই রবিকররাশি বিনাশে আঁধার
ঘোর এই ধরাতলে ; প্রতিকূল-বায়ু-
অভিমুখে ধায় অগ্রে ধ্বজদণ্ড, ধ্বজ
অবশেষে। তেঁই কহি, বিরূপাক্ষ রক্ষ-
সেনাপতি শূর বিদিত জগতে,—যাও
চলি তাঁর সহ, উড়ায়ে বিজয়-চিহ্ন-
অঙ্কিত পতাকা ; আমি এখনি আসিব
রণস্থলে। অনায়াসে নাশ অঙ্গ-সহ
ইন্দ্রিয়সকলে, আমি নাশিব জীবন
আসি নিমেষমাঝারে।" নীরবিলে রক্ষো-
রাজ, লক্ষকণ্ঠ ভেদি উঠিল গভীর
নাদ। "কি হেতু আপনি এই তুচ্ছ রণে

স্বয়ং যাইবে আজি লঙ্কা-অধিপতি ?
থাকিতে শকতি এই ভুজমূলে, যদি
আপনি রক্ষেন্দ্র বলী, যাও রণস্থলে,—
বৃথায় ধরিল অস্ত্র রক্ষোরাজচমূ,
বৃথা জনমিল এই পবিত্র প্রদেশে
রক্ষকুল। এ কলঙ্ক রহিবে জগতে!
হাসিবে ত্রিদশালয়ে দেবদল যত।
নর সহ রণ, এ ত রণ-ক্রীড়া শুধু।
তিলেক অপেক্ষা কর, রক্ষচূড়ামণি ;
বিনাশি কটকে আশু, বাঁধি আনি রাজ-
পদে এখনি অর্পিব, বল্কল-আবৃত
সেই বৃথাগর্ব্বী যুগে।" সহর্ষে আশিষি
দশানন, উত্তরিলা মাতা'য়ে সকলে—
"সিদ্ধ হ'ক বাক্য তব শম্ভুর প্রসাদে।
বিজয়গৌরব আশু বাঁধিয়া শিখরে
দেখা দেও, বীরবৃন্দ, মহানন্দভরে।"
তূর্ণরবে বাজিল দুন্দুভি, রণবাদ্য
উঠিল বাজিয়া ; উর্দ্ধে নাচিল পতাকা।
"জয় শূরসিংহ, জয় লঙ্কা-অধিপতি"
ধ্বনি উঠিল গগনে। বীরপদভরে

কাঁপিল বিশাল লঙ্কা টলটলটলে।
উচ্ছ্বসিল মহাসিন্ধু ভাঙ্গি বেলাভূমি।
ভূধরকন্দরভেদি-বারিস্রোতঃ-সম
পশ্চিম-তোরণ-মুখে ধাইল কটক
অগণিত। মহাশব্দে দ্বার উদ্ঘাটিল।
পড়িল রাক্ষসসৈন্য রঘুসৈন্য'পরে।

চতুর্থ সর্গ।

সময়—মধ্যাহ্ন।

বিশ্রামাগারে রাবণ ও শুক্রাচার্য্য। উভয়ের কথোপকথন; পূজা-স্বস্ত্যয়ন। রণবার্ত্তা,—রাবণের যুদ্ধে গমন; যুদ্ধ,—লক্ষ্মণের শক্তিশেল। রাম-রাবণের সংগ্রাম। রাবণের মূর্চ্ছা ও লঙ্কাপ্রবেশ।

বিশ্রাম-আগারে বসি বিশ্বশ্রবা-সুত;
সম্মুখে আচার্য্য রক্ষ-কুলপুরোহিত;
কপালে ত্রিপুণ্ড্র-রেখা রক্তচন্দনের,
গলে রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে পট্ট-
বস্ত্র, পট্টবস্ত্র-উত্তরীয় শোভে স্কন্ধ-
দেশে। শুক্রাচার্য্য নীতিবিশারদ, মহা-
সুকৌশলী স্বকার্য্যসাধনে; তেজঃপূর্ণ
প্রশান্ত মূরতি।

কহিলা রাক্ষসপতি;—
"অসম্ভব, এত অলসের কূট তর্ক।
অদৃষ্ট সত্যই যদি বিধাতা ফলের,
বৃথা তবে অনুষ্ঠান। কি হেতু স্বতই

ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক-বৃত্তি চিত্তক্ষেত্রে জাগি'
আকর্ষে উদ্দিষ্ট ফল সাধিবার তরে ?
নিষ্ফল সে বৃত্তি ধাতা দিলা কি অন্তরে ?"
ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন কুলগুরু
মৃদুমন্দভাষে—"সত্য এ সন্দেহ। কোনো
বৃত্তি নহেক নিষ্ফল ; অকারণ দত্ত
নহে তৃণমাত্র ভবে। তুমি মহাযোগী,
সর্ব্বশাস্ত্র-সুপারগ, জান সে সকলি।
অদৃষ্ট-সংযোগে সতত পুরুষকার
শুভফলপ্রদ। অনুষ্ঠানমাত্র যদি
সর্ব্বত্র সফল চেষ্টাবলে, কি কারণে
সম-অনুষ্ঠানে তবে সফল কেহ বা
হয়, বিফল অপরে ? অদৃষ্ট স্বীকার্য্য
সেইহেতু। কিন্তু কার্য্য নানপথগামী।
কোন্ পথ পরিহার্য্য, গন্তব্য কি পথ,
সতত অন্তরে দ্বিধা উদয় জীবের।
লক্ষ্যহীন সাগরের বক্ষে তরী-সম
হইত জীবের দশা এ ভবসাগরে ;—
তাই দয়াময় প্রভু দয়া করি জীবে
হন অবতীর্ণ ভবে আদর্শ রাখিতে

পথ দেখাইতে লক্ষ্য তিনিই কেবল।
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতার,
সত্যযুগে তাই আবির্ভাব-চতুষ্টয়।
বামন, পরশুরাম, অবতারদ্বয়-
আবির্ভাব এই যুগে। যে মহাপুরুষ
অরিরূপে উপনীত এ পুরতোরণে,—
এ যুগের শেষ অবতার তিনি, বুঝ
সে যদ্যপি ভক্তিভাবে। নর-নারায়ণ
বিষ্ণু নরদেহধারী। ভগবান বার-
ত্রয় আরো, আসিবেন ধরাধামে ধর্ম্ম-
রক্ষাহেতু। সর্ব্বশাস্ত্র তারস্বরে কহে
এ ভারতী। কিন্তু ধরাধামে হেন শান্ত
নির্ম্মল মূরতি, হেরে নাই জীব কভু,
হেরিবে না পুনঃ। জান তুমি সবই, শৈব,
কি আর কহিব।” “কুলগুরো,” উত্তরিলা
শিষ্যবর, “জানি আমি, ভগবান যুগে
যুগে অবতীর্ণ হ’য়ে, পবিত্রেন দয়া
করি পাপপূর্ণ ধরা। স্বীকার্য্য সে কথা।
নতুবা নির্লক্ষ্য সিন্ধুবক্ষে তরীসম
হইত জীবের দশা, সত্য সে ভারতী।

কিন্তু অনন্ত-সাগর-বক্ষে, সমুজ্জ্বল-
আভাময়-দীপভাতি-সম, দেখাইতে
জীবকুলে পথ নিরাপদ, কার্য্য তাঁর
একমাত্র আদর্শ যদ্যপি ;—আর যদি
ইক্ষাকু-কুল-সম্ভব ওই ক্ষুদ্র নর
সে উজ্জ্বল দীপশিখা ;—বালীবধ, সূর্পে
অস্ত্রাঘাত, কোন্ নীতি,—কোন্ শাস্ত্র,—কোন্
বিধি—সুসঙ্গত আদর্শ জীবের ? কহ
তা' বিবরি মোরে দয়া করি, প্রভু। কিন্তু
এই আলোচনে, বৃথায় সময়ক্ষয়
হইতেছে এবে। আশু আয়োজন কর
স্বস্ত্যয়ন, যথাবিধি। অপেক্ষা করিছে
রক্ষসেনাদল মোরে সমরপ্রাঙ্গণে।
এই আলাপের প্রভু এ নহে সময়।
বিনাশি রিপুরে আমি এখনি, শুনিব
তব পূতকণ্ঠে ভাষা অবসরমত।"
"হইয়াছে আয়োজন যথাশাস্ত্রবিধি"
কহিলেন শুক্রাচার্য্য। চলিলা উভয়ে
যজ্ঞাগার-অভিমুখে। কতক্ষণে পূজা
সাঙ্গ করি লঙ্কাপতি, যথাবিধি সাধি

স্বস্ত্যয়ন, আসিছেন অস্ত্রাগারে ফিরি
দ্রুতপদে ; হেনকালে মহাবেগে রণ-
ভূমি হ'তে, বক্রগ্রীব মহারক্ষ, আসি
নিবেদিলা ত্রস্ত। "বিমুখি' সম্মুখরণে
পশ্চিমতোরণে বায়ুসুতে, অগণিত
অনুচর সহ, পড়িল বীরেন্দ্রবৃন্দ
রাঘবশিবিরে, রণমত্ত। নর, ঋক্ষ,
বানরের শরবিদ্ধ শির, স্তূপাকারে
পড়িয়াছে রণভূমি'পরে। লোহস্রোতঃ
মহাস্রোতস্বিনী-রয়ে চলেছে বহিয়া।
শরজালে অন্ধকার গগনমণ্ডল,
কিছুই না হয় লক্ষ্য। কোদণ্ডটঙ্কার
বধিরিল ব্যোমকর্ণ অবিচ্ছেদ নাদে।
অগ্নি-অস্ত্র রহি রহি ক্ষণপ্রভা-সম
নাচিল ভীষণ রঙ্গে সমরপ্রাঙ্গণে।
পলাইল ব্যূহ ছাড়ি হরিসৈন্য যত।
অমনি বীরেন্দ্রবৃন্দ বিকট উল্লাসে
পড়িল উত্তরদ্বারে রঘুরথি'পরে।
মুহূর্ত্তে রাঘব আসি ভৈরব-নিনাদে
সম্বোধিলা রক্ষচমূ—"যাও ফিরি গৃহে

গৃহে। এ অন্যায় রণে কেন মাতিয়াছ
সবে মতিহীন-সম ? বিষম আঘাত
রক্ষঃ পাইয়াছে হৃদে ; যাও ফিরি তোষ
নিশাচরে।" বিরূপাক্ষ ক্ষণমাত্র ব্যাজ
নাহি করি, অসংখ্য ধানুষ্ক লয়ে ভীম-
গরজনে আক্রমিলা রঘুবরে। বর্ষি
শরজাল ছাইল গগনতল, ধরা-
তল সহ। অবহেলে রঘুপতি বায়ু-
অস্ত্র ছাড়ি উড়াইলা বাণরাশি মহা-
সুকৌশলে। ফিরি সেই শর, (কি আশ্চর্য্য
শিক্ষা, প্রভু!) বিঁধিল রক্ষের বক্ষ, একে
একে ধরাশায়ী করি সে কটকে। মুষ্টি-
মেয় রক্ষচমূ অতি কষ্ট করি শিব-
শৃঙ্গ নামে উচ্চ শিখর হইতে ক্ষণে
ক্ষণে নানা অস্ত্র এখনো বর্ষিছে। কিন্তু
দীর্ঘকাল, আর নাহি পারিবে রহিতে
সে প্রদেশে। বিলম্ব না কর, নাথ ; আশু
আসি রক্ষ রণভূমে রক্ষে, বিনাশিয়া
অরি।" নিবেদিলে দূতবর, ধাইলেন
অস্ত্রাগারে নিশাচরপতি ; সাজিলেন

নানাবিধ অলঙ্কারে লঙ্কেশ নিমেষে ;
গ্রহিলেন নানাবিধ আয়ুধনিকরে।
ঘোরনাদে নিনাদিল তূরী ভয়ঙ্কর,
যেমতি বিশাল শৃঙ্গ প্রলয়ের কালে।
মুহূর্ত্তে আইল রথ ; একলম্ফে বলী
উঠিলা স্যন্দন'পরে মত্ত রণমদে।
ঝঙ্কারিল বর্ম্ম, অসি, তূণ, শরাসন।
নানা-অস্ত্রধর রক্ষ আইল কাতারে,
আগ্নেয়ভূধর ভেদি' ধূমপুঞ্জ যথা :
বিদারি বিশাল শূন্য ঘর্ঘর-নিনাদে,
চালাইলা রথবর সারথিপ্রধান
দীর্ঘবাহু। উদ্ঘাটিল উত্তরতোরণ ;
ভীমরবে রক্ষসেনা পশিল সমরে।
ভীষণ আঁধারে ডুবিলেন দেব ত্বিষা-
ম্পতি। টলটলি কাঁপিলা বসুধা। বারি-
পতি ঘোর গরজনে উদ্গারিলা ধূম-
পুঞ্জ গগনমণ্ডলে। শ্যেন, গৃধ্র, কাক,
কঙ্ক, শৃগাল, কুক্কুর দল কোলাহল
করি, চমকিল দশদিশ। রাঘবের
বাম নেত্র স্পন্দিল সহসা নিরাতঙ্কে,

বাম বাহু স্পন্দিল আপনি। সিংহ যথা
শুনি মত্ত করীর বৃংহিত, বায়ুসুত
শুনি সে রথঘর্ঘর, আইলা ধাইয়া
নিজ সেনাদল সহ বিষম হুঙ্কারি।
প্রকাণ্ড পাদপকাণ্ড, শৈলশৃঙ্গ ল'য়ে
বেড়িলা পশ্চিমপার্শ্বে প্রসারিয়া ব্যূহ।
উড়িল শর স্বন্‌স্বন্‌-রবে; মুষল,
মুদ্গর, হল, চক্র রাশিরাশি, বর্ষিল
রাক্ষসচমূ বনচরদলে। বিকট
জ্বালা জ্বলিল অনলে। ভগ্ন-উরু, দগ্ধ-
বাহু, কেহ খণ্ড-শির, পড়িল বানর-
সেনা নিমেষমাঝারে। হেনকালে শৈল-
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভীমকরে, পবননন্দন
শূর আইলা ধাইয়া। বিরূপাক্ষ গজ-
পৃষ্ঠে যুঝিছে যে স্থলে,— একলম্ফে আসি
সেথা, দৃঢ়মুষ্টে ধরি, আঘাতিলা শৈল-
চূড়া গজশির'পরে। গভীর বিকট
নাদি, শোণিত উগারি, পড়িল গজেন্দ্র
চাপি শত রক্ষচমূ। বিরূপাক্ষ, পড়ি
ভূমিতলে, তুলিয়া ভয়াল ভল্ল মহা-

রোষভরে, নিক্ষেপিলা হনুবক্ষ লক্ষি
বজ্রসম। মহাবীর বায়ুপুত্র, বায়ু-
অস্ত্রে উড়াইলা অমনি আয়ুধে। দ্রুত
সমাগম-গতি আইলা ধাইয়া মহা-
রক্ষ ; বারিস্রোতঃ-সম, অজস্র বিশিখ-
ধারা, নিক্ষেপিলা দেহে। অমনি কপীন্দ্র
বলী অপন্যাস-বেগে, ছাড়িলা শরের
পথ ; মণ্ডল-গতিতে বেড়িলা রাক্ষস-
বীরে মুহূর্ত্তমাঝারে। মহোদর, রক্ষো-
দলে ভীষণ সংহারী, তখনি আইলা
অগ্রে বিকট হুঙ্কারি'। মুষল-আঘাতে
আঘাতিলে বলী, উঠি শূন্য ভেদি', ঊর্দ্ধ
হ'তে দ্রুমরাজি ছাড়িলা পাবনি, ক্রোশ
জুড়ি বিষম সঙ্ঘাতে। মহোদর, শর-
জালে ছাইলা অম্বরতল, খণ্ড খণ্ড
করি কাটিলা পাদপকাণ্ড দণ্ডেকের
মাঝে। আইলা সুগ্রীব, রণে ঊর্দ্ধগ্রীব
সদা। বর্ষি শর মহেষ্বাস, নিমেষের
রণে, নিপাতিলা বিরূপাক্ষে রণভূমি-
'পরে। পদভরে কাঁপা'য়ে মেদিনী, ঘন-

ঘোর রবে আক্রমিলা সুগ্রীব-সুষেণে
মহোদর, মহোল্লাসে বিমুখি হনুরে।
দুই করে বরষিলা নারাচ, পরিঘ,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নাদি বিকট গর্জ্জনে।
কোদণ্ড টঙ্কারি, বর্ষি সহস্র শায়ক,
সুগ্রীব কাটিলা অস্ত্রে ক্ষিপ্রহস্ত হ'য়ে।
নারাচ, পরিঘ, কাটি প'ড়িল ভূতলে।
অমনি ভীষণ নাদে অগ্রসর হ'য়ে
সুগ্রীব এড়িলা শূল, ধূমকেতু-সম
তেজোময়। মহাবেগে বিঁধিল ললাট-
দেশে শূল ভয়ঙ্কর; বেগে উপাড়িলা
করে রাক্ষস মায়াবী; অমনি শুখা'ল
ক্ষত নিমেষের মাঝে, রুধির শুষিল।
বিষধর অহি যথা আঘাতিলে শিরে
ভীষণ স্বননে ধায় লক্ষি আঘাতকে,
ধাইলেন মহারক্ষ সুগ্রীব-সম্মুখে
ঘোরনাদে। অসি, যষ্টি, ভিন্দিপাল, গদা,
হলাঘাতে, অধীরিলা মহোদর, যুগ-
পৎ যুঝি, সুগ্রীব-সুষেণ সহ মহা-
দম্ভভরে। ক্ষণে অগ্রে, ক্ষণে পার্শ্বে, ক্ষণে

ব্যবধানে, সুগ্রীব, সুষেণ, রক্ষে চক্র-
সম বেগে, বেড়িলেন চারিদিকে সেনা-
দল সহ। কাটি অস্ত্র আসুর আয়ুধে
কভু, রৌদ্রাস্ত্রে কভু বা, কঙ্কমুখ তীক্ষ্ণ
শরে বিঁধিলা সুষেণ মহোদরে। হৃৎ-
মর্ম্মে বিঁধি সে শায়ক, নিপাতিলা নিশা-
চরে সমরপ্রাঙ্গণে। অঙ্গদের সহ,
মহাপার্শ্ব রক্ষশূর যুঝিছে দক্ষিণে,
আঁধারিয়া নভস্তল বিবিধ আয়ুধে।
উড়িল আসুর অস্ত্র গরজি ভৈরবে,
ক্ষুব্ধ করি ব্যোমতল বিকট নিনাদে।
অঙ্গদের অস্ত্র হেরি অঙ্গ থরথর,
কাঁপিল রাক্ষসকুল শুষ্কপত্র-সম।
মহারুদ্রতেজোময় অস্ত্র সুবিশাল,
অগ্রে যম কালান্তক, বজ্র মূলদেশে।
মুহূর্ত্তে রাক্ষসচমূ চাপি দেহভারে
মহাপার্শ্ব মহাশূর পড়িলা ভূতলে,
না পারি সহিতে অস্ত্র অব্যর্থ সমরে।
ধাঁধিল বিষম জ্বালা দহি নিশাচরে।
তীব্র কোলাহলরব, আর্ত্তনাদ সহ

উঠিল রাক্ষসদলে গগন বিদারি।
রাঘবীয় বীরবৃন্দ নাদিল উল্লাসে।
ভাবিলা বৈদেহী-হর—"গত মহোদর,
মহাপার্শ্ব, বিরূপাক্ষ; আর না সময়-
ক্ষয় করিব এ ভাবে।" এত চিন্তি রঘু-
রিপু, আহ্বানিলা রঘুবরে বজ্রসম
নাদে। উড়িল কলম্বরাশি অন্তরিক্ষ
ভেদি, মহোরগ-ব্রজ যথা ধায় মহা-
বেগে, স্বন্‌স্বনি। ঘোর অন্ধকাররাশি
ছাইল গগনতল ঘন আবরণে।
প্রভঞ্জনবলে পড়ে বৃক্ষপত্র যথা,
দশানন-শরজালে পড়িল নিমেষে
নর-ঋক্ষ-প্লবঙ্গম অসংখ্য সমরে।
ধূলারাশি উড়ায়ে গগনে, পলাইল
কত সৈন্য রণক্ষেত্র ছাড়ি। মৃদু হাসি
ওষ্ঠপ্রান্তে, কৃতান্তের সম, আইলেন
রামচন্দ্র রণক্রীড়াস্থলে। হেরি শূরে
রাঘবারি, ক্ষণকাল যেন ভুলিলেন
রণোন্মাদ। অচল, অটল, দূরস্থিত-
গিরি-সম গগনের পটে, দাঁড়াইলা

দশানন রণভূমি'পরে। কতক্ষণে
রক্ষপতি ভীম গরজনে, আক্রমিলা
রামচন্দ্রে বিক্রমকেশরী। সে ভৈরব-
রবে কাঁপিল নক্ষত্র, তারা, গ্রহ, উপ-
গ্রহ ; বিকট চীৎকারি' বারিপতি বেলা-
ভূমে পড়িল মূর্চ্ছিয়া। কাঁপিলা বসুধা ;
বনরাজি কাঁপিল সভয়ে ; বনচর
সিংহ, খড়্গী, মাতঙ্গ, শার্দ্দূল, পলাইল
চারিদিকে অরণ্য উজাড়ি। বিহঙ্গম-
দল কোলাহলে পূরিল মেদিনী। রৌদ্র-
অস্ত্রে রঘুনাথ বিমুখিলা গতি। শর
শরাঘাতে, গদা নিস্ত্রিংশপ্রহারে, ক্ষিপ্র-
হস্তে কাটিলেন আশ্চর্য্য কৌশলে। ক্ষণ
রক্ষপতি, নিশ্চল হইলা কিছু চক্ষে
নাহি হেরি। তুলি নীলোৎপল-সম শূল,
শেল, নারাচ, পরশু, একে একে রঘু-
বীরে নিক্ষেপিলা বেগে। ছাইলা গগন-
তল বিবিধ আয়ুধে। বিকট আঁধার
ঘেরিল চৌদিক জুড়ি। রহিয়া রহিয়া
ভীষণ হুঙ্কারে নভঃ অধীর করিলা।

হেনকালে মহাবেগে রক্তাক্তশরীর,
সৌমিত্রি আইলা ধাই' লক্ষি নিশাচরে।
আইলেন বিভীষণ ভীষণ-মূরতি।
রথ-অশ্ব গদাঘাতে পাড়ি ভূমিতলে,
ফেলিলেন মুহূর্ত্তেকে লক্ষ্মণ তখনি।
কাটিলা রথের চক্র চক্র-প্রহরণে
বিক্রমকেশরী বিভীষণ। রথ ত্যজি
একলম্ফে পড়ি ভূমিতলে, আক্রমিলা
দশানন দাশরথি শূরে। গরজিল
দুর্জ্জয় শতঘ্নী, দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ উগারি
রক্ষোহস্তে ; অবিরল বাণস্রোতঃ, বান-
স্রোতঃ-সম, বাহিরিল মহাবেগে শরা-
সন হ'তে। উল্কা-বাণে সুধন্বী লক্ষণ
কাটিলা সে শরজাল ; বরুণাস্ত্র ছাড়ি
মুহূর্ত্তে নাশিলা তেজ শতঘ্নী-অনলে ;
যথা দাবানল নাশে গগন-প্লাবনে।
অধীর হইল রক্ষ-অনীকিনী যত ;
লোহস্রোতঃ বারিস্রোতঃ-সম, কর্দ্দমিত
করি রণস্থলী, বহিল প্রবল রয়ে
ভাসাইয়া চমূ। মৃতদেহে, অর্দ্ধমৃতে

জড়াজড়ি করি, কপি-ঋক্ষ-পশুকুল
রক্ষ-কুল সহ, পড়িল সমরে ভয়ং-
কর। যথা ভূকম্পনে পড়িলে শিখরী,
ব্যাধসহ মৃগদল পড়ে ভূমিতলে।
নিষ্ফল আয়ুধ হেরি, রোষে দশানন,
তাম্রবর্ণ ধূমপূর্ণ লোচন বিস্ফারি'
চাহিলা সৌমিত্রি'পরে, দন্তে ওষ্ঠ কাটি
কহিলা দুন্দুভিনাদে—"আর এক পল
তুমি জীব ধরাতলে। দেখি এইবার
রক্ষকুলাঙ্গার ওই পরসেবী বীরে।"
এত কহি বিভীষণে আক্রমিলা রুষি।
গৃধ্রপক্ষযুত শরে বিঁধিলা তাঁহারে
আপাদমস্তক জুড়ি। পৌলস্ত্য কাটিল
পৌলস্ত্যের দেহত্রুম নিস্ত্রিংশ-আঘাতে।
বাধিল বিষম রণ উভয় রাক্ষসে;
কভু বা রাবণ ক্ষত, কভু বিভীষণ।
হেনকালে ঘোরদর্পে সৌমিত্রি হানিলা
মণ্ডল-আকারে চক্র পৌলস্ত্যের শিরে।
দারুণ আঘাতে চক্র আঘাতি রাক্ষসে
ফিরিল লক্ষ্মণকরে মুহূর্ত্তমাঝারে।

রাহু যথা ধায় রবি হেরি, কিংবা যথা
বিরাট জলদ ধায় হেরিয়া ভাস্করে,
লক্ষ্মণে হেরিয়া রক্ষ ধাইলা সম্মুখে।
তীরভূমি ভগ্ন হ'লে প্রচণ্ড তাড়নে,
দুই পার্শ্বে দুই সিন্ধু উথলি যেমন
উত্তাল তরঙ্গ তুলি আক্রমে উভয়ে,
সেইমত দশানন-লক্ষ্মণের সহ
বাজিল ভীষণ রণ প্রচণ্ড বিক্রমে।
লোলজিহ্ব-অজগর-সম শররাশি
ছুটিল কার্ম্মুক হ'তে বেগে উভয়ের ;—
টঙ্কারধ্বনিতে বিশ্ব পূরিল অমনি।
গদা, শূল, কূট পাশ, কি কূট মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, যত কর্ব্বুরাধিপতি
হানিলা লক্ষ্মণদেহে, গন্ধর্ব্ব-আয়ুধে
মুহূর্ত্তে কাটিলা বলী আশ্চর্য্য কৌশলে
তখন আরক্তচক্ষু রক্ষেন্দ্র অমনি
বজ্রনাদে শক্তিশেল ছাড়িলা হুঙ্কারি।
জ্বলন্ত মহোল্কা যথা গগনমণ্ডলে,
ছুটিল পবনপথে ব্রহ্মদত্ত শূল,
ঘোরঘন-ঘটারোলে শ্রবণ বিদারি।

চমকিলা রঘুনাথ হেরি শক্তিশেলে।
সভয়ে সম্ভ্রমে শূর হেরি অস্ত্রবরে
নমস্কারি দূর হ'তে সাধিলা মানসে—
"হে শক্তি, মঙ্গল কর, লক্ষ্মণে আমার,"—
কথা না হইতে শেষ, বজ্রসম বেগে
পড়িল সে মহাশক্তি লক্ষ্মণের বুকে ;
বক্ষ-পৃষ্ঠ এক করি বিঁধিল অমনি।
গিরিদেহে উর্দ্ধধার প্রস্রবণ যথা,
ছুটিল শোণিত-স্রোতঃ বক্ষ ভেদ করি
লক্ষ্মণের। সপন্নগ গিরীন্দ্র যেমতি
ঘোর ভূকম্পনে ভাঙ্গি পড়ে ধরাতলে,
অথবা অরণ্যমাঝে প্রভঞ্জনবলে
সপুষ্প কিংশুকতরু উপড়ি সমূলে
পড়ে যথা বন জুড়ি ঘোর মড়মড়ে,
পড়িলা উর্ম্মিলা-নাথ স্থমিত্রা-নন্দন,
রঘুজ-অনুজ শূর, সে শক্তি-আঘাতে
রণভূমে। হাহাকার উঠিল চকিতে
নর-ঋক্ষ-প্লবঙ্গম-অনীকিনী-দলে।
প্রচণ্ড ভাস্কর-মূর্ত্তি ছাইল আঁধারে,
উচ্ছ্বাসিলা বায়ুপতি গভীর স্বননে,

কাঁদিলেন সর্ব্বসহা মহাসিন্ধুনাদে।
লক্ষ্মণে পতিত হেরি রঘুনাথ ক্ষণ,
শিহরি উঠিলা শূর ঘোর মর্ম্মাহত।
সিংহসম একলম্ফে অগ্রসর হ'য়ে
বক্ষ হ'তে শক্তিশেল লইলা উপাড়ি,
দ্বিধাখণ্ড। দণ্ডমাত্র ভ্রাতৃদেহ করি
আলিঙ্গন, বিভীষণ, সুগ্রীব, সুষেণ,
অঙ্গদ, অঞ্জনাসুতে কহিলা সম্বোধি—
"রক্ষ লক্ষ্মণের দেহ মুহূর্ত্ত এখন
বীরবৃন্দ ; নিরানন্দ হয়ো না তোমরা।
এ নহে সময় আক্ষেপের। এতদিনে
পূরাইব চিরসাধ বধি দুর্ম্মতিরে।
যার তরে এত করি সাগর বাঁধিনু,
আজি পাইয়াছি তা'রে এ ঘোর সমরে ;
প্রতিজ্ঞাপালন আজি করিব এখনি ;
রামের রামত্ব আজি করিব সফল।"
এত কহি কলধৌত-ভূষিত শায়ক
বজ্রসম নিক্ষেপিলা পৌলস্ত্যের হৃদে,
মর্ম্মাহত জর্জ্জরিত করি দুর্ম্মতিরে।
ছাড়িলা রাবণ, নারাচ, মুষল, হল,

বারিধারাসম, রাঘবের দেহ লক্ষি
নিমেষমাঝারে। ঘোর শরঘর্ষরব,
বিকট হুঙ্কার ঘন, ঘাতপ্রতিঘাত,
বিক্ষোভিত রণস্থলী করিয়া তুলিল।
প্রতিদ্বন্দ্বি-পদাঘাতে কাঁপিলা মেদিনী।
কভু গদা, কভু ভল্ল, শূল, ভিন্দিপাল,
ছাড়িলা কৌণপাধিপ রাঘবের দেহে;
কিন্তু বৃথা। সুকৌশলে স্তম্ভি' বায়ুপথে,
প্রতিকূল সৌর-অস্ত্রে কাটিলা নিমেষে
রঘুবর। দশানন বিস্ময় গণিলা;
মহাতঙ্কে হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল।
হেনকালে দীর্ঘবাহু ঘর্ঘর-নিনাদে
নরশিরোঙ্কিত রথ আনিলা সম্মুখে;
একলম্ফে নৈকষেয় উঠিলা স্যন্দনে।
কোদণ্ড টঙ্কারি' ঘন এড়িলা রাঘব
শরস্রোতঃ, কণ্টকিত করি নভস্থলী।
অবিরল জ্যা-নির্ঘোষে বধির শ্রবণ,—
হইল নীরব যেন সেই রণস্থলী।
মণ্ডলে কখনো, মহামণ্ডলে কভু বা,
অপদ্রুত, সমাগম, বিচিত্র গতিতে

সর্ব্বত্র আলোড়ি যেন ক্ষিপ্রপাদক্ষেপে,
রামময় রণভূমি হইয়া উঠিল।
যেথায় রাবণ হেরে, রামময় শুধু,
তিলেক না অন্য যোধ নেহারে লোচনে।
পড়িছে অসংখ্য চমূ রাক্ষসের দলে;
হাহাকার-কোলাহল উঠিছে গগনে;
না হেরে ঘাতকে রক্ষ, হেরে সেনাক্ষয়;
নিদাঘের সরোবরে বারিক্ষয় যথা।
সহসা বিমল শক্তি সৌরকর-সম,—
তেজঃপূর্ণ, জ্বালাময়, অব্যর্থ আয়ুধ,—
পড়িল রক্ষের মুণ্ডে ভৈরব-নিনাদে।
পড়ে যথা শৃঙ্গবর শৃঙ্গধরদেহে,
বজ্র তা'রে কাটি যবে পাড়ে ঘোর-রবে;
কিংবা যথা উপগ্রহ কক্ষচ্যুত হ'লে
পড়ে তেজোহীন কভু গ্রহের উপরে;
অচেতন রথ'পরে পড়িলা তেমনি
দশানন, হতবল সে অস্ত্রপীড়নে,
ভিন্ন চর্ম্ম, ছিন্ন বর্ম্ম, গতজীব-সম।
অমনি সারথি রথ রণভূমি হ'তে
চালাইলা দ্রুতগতি রক্ষোরাজে লয়ে।

সংবরিলা রঘুনাথ অস্ত্রবরিষণ।
মুহূর্ত্তে স্যন্দন আসি পশিল নগরে।
পড়িল উত্তরদ্বার মহাশব্দ করি
লোহিত কেতন-চূড়া শির নোয়াইল

পঞ্চম সর্গ।

সময়—সন্ধ্যা।

পাতালপুরী, ভূগর্ভ-বর্ণন। রক্ষচরের পাতালপ্রবেশ। জীবের দুঃখভোগ। রক্ষচরের মহীরাবণপুরে প্রবেশ ও মহীরাবণসহ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন।

চক্রগতি নামে চর অতি বিচক্ষণ
বিখ্যাত মায়াবী রক্ষ, ক্ষিতিপৃষ্ঠ ভেদি'
নামিতে লাগিলা ক্রমে রসাতলপুরে।
স্তরে স্তরে ক্রমে অধঃ-অধোগামী হ'য়ে
যতই নামিলা দূত, হেরিলা আঁধারে,—
সজ্জিত প্রথম স্তরে বালুময় ক্ষিতি,
কোথা চূর্ণ, কোথা পূর্ণ, কোথা কর্দ্দমিত,
গাঢ়কৃষ্ণ, কঠিন, পিচ্ছিল। ইতস্ততঃ
নরশির, উরু, বাহু, কঙ্কাল ভীষণ,
গজ, অশ্ব, শূন্যচর বিহগের হাড়
পুঞ্জীকৃত স্থানে স্থানে। কোথা সরীসৃপ,
মহাকায়, ক্ষুদ্রকায় মীনরাজি কোথা ;—

সে স্তরের শেষভাগে জীবিছে ধরায়
জীব যত, কেহ বা গলিত, কেহ অর্দ্ধ-
বিগলিত, কেহ চূর্ণ ধূলিরাশি যথা,
কালের পদাঙ্ক-সম রয়েছে পড়িয়া।
মৃদু তেজঃ অনুভব করিলা রাক্ষস
সে ঘোর আঁধারদেশে। মহাদ্রুমরাজি-
পূর্ণ কোথাও নিবিড় বন রহিয়াছে
পড়ি; কোথাও বা তাপদগ্ধ অঙ্গারের
স্তূপ স্তরে স্তরে। কোথা ভস্মীভূত তরু;
কোথা দাঁড়াইয়া ফলপত্রযুত বৃক্ষ
পুরাকালে যথা, দেহে বদ্ধ ক্ষুদ্র নীড়ে
নানাবর্ণ বিহঙ্গম সদ্য মৃত যেন;
রতনখচিত যথা শৃঙ্গধরদেহ।
কোথাও বা শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তর
প্রস্তরের। অন্যত্র ধরিত্রীগর্ব্ভে খনি
খনিজের;—মরকত, হীরা, পদ্মরাগ,
কলধৌত, অধৌত মলিন, মহাহর্ষে
হেরিলা নয়নে রক্ষ স্বর্ণপুরবাসী।
হেরিলা কর্ব্বুর-দূত পর্ব্বতপ্রমাণ
করিযূথ কোথা, দন্তে দন্ত জুড়ি, পড়ি

রহিয়াছে মৃত, কৃতান্তের ক্রীড়াকীট-
সম। কোথা উষ্ট্র দীর্ঘগ্রীব, হয়শ্রেণী
কোথা সুবিশাল, বিহঙ্গ যোজনব্যাপি-
পক্ষ-বিভূষিত, উচ্চ-পদযষ্টি-ভরে
রয়েছে দাঁড়া'য়ে, গতজীব যেন সবে
কোনো কালরণে। ভেদি সেই মহাস্তর
মুহূর্ত্তে অমনি, নামিলা রজনীচর
আরো অধোদেশে। উত্তাপ প্রখরতর
বহিল চৌদিকে। তা'র নিম্নে অন্ধদেশে,
ভিন্নরূপ জীবব্রজ, উদ্ভিদের শ্রেণী,
হেরিতে লাগিলা বলী পুঞ্জিত সে দেশে।
গাঢ়কৃষ্ণশিলাময় ধরিত্রী-জঠর
সেই স্তরে। নিম্নস্তরে শিলাতল দ্রব
মহাতেজে। কল্‌কল্ ঝম্‌ঝম্ নাদে
কোথা বহিতেছে বারি ধরাগর্ভ লেহি';
সৃজিয়াছে উষ্ণতোয় সরোবর কোথা।
উষ্ণপ্রস্রবণ, কোন স্থানে উথলিছে
ধরা-অঙ্গ ভেদি'। নিম্নচক্রে চক্রগতি
হেরিলা চমকি, মহাকায় জীবব্রজ
রহিয়াছে পড়ি;—কেহ ভস্মীভূত, কেহ

কায়ামাত্র-ছায়াসম প্রস্তরে অঙ্কিত।
চিনিলা কৌশলী, গজ, উষ্ট্র, সিংহ, ব্যাঘ্র,
ভয়াল ভল্লুক, খড়্গী, তিমি, তিমিঙ্গিলে।
নারিলা চিনিতে চর শালবৃক্ষ-সম
দীর্ঘপদ, দীর্ঘচঞ্চু বিহঙ্গমবরে,
উষ্ট্রসম সরীসৃপে, গজপৃষ্ঠ-সম
কূর্ম্মরাজে। নারিলা চিনিতে বংশবৃক্ষ-
সম তৃণরাজি, ক্রোশযুগ-সমুন্নত
মহাদ্রুমেশ্বরে। যুগের আদিতে যেন
স্থাবর-জঙ্গম-কুল ছিল মহাকায়,
ভয়ঙ্কর। আরো অধোদেশে পরিচিত
জীবচয় লুপ্তপ্রায় যেন। কোনস্থলে
রহিয়াছে পড়ি, অবিজ্ঞাত জীবদেহ,
চূর্ণ কঙ্কালের ; কোথাও আবার, ক্ষুদ্র
শম্বুকের অস্থি, শঙ্খ সুচিত্রিত, অতি
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম, পুঞ্জপুঞ্জ কীটদেহ
রয়েছে পড়িয়া ; অথবা কালের অঙ্কে
অঙ্কিত করিতে নিজ ক্ষুদ্র ইতিহাস,
নিজমূর্ত্তি আঁকিয়াছে প্রস্তরের দেহে।
আরো অধোদেশে, জীব কি উদ্ভিদ, রক্ষ

নারিলা বুঝিতে, ক্ষিতি সহ মিশিয়াছে
অভেদ্য মিলনে। নিম্নে তার, সুকঠিন
দৃঢ় শিলাময় স্তর, জীবচিহ্নহীন।
আরো নিম্নে, ঘোর জ্বালাময় তেজঃপুঞ্জ
উথলে চৌদিকে। অকঠিন আর্দ্র-ক্ষিতি
হেথা। পদতলে, নিশাচরাধিপ-চর
চমকি বুঝিলা, ঘুরিছে যেন বা ধরা
চক্রাকারগতি। আরো নিম্নদেশে, লঘু
হ'তে লঘুতর ক্ষিতি, তরল-কঠিন,
বিভাতিছে চারিদিক। কঠোর অসহ্য
জ্বালা বেড়িল চৌদিকে। ঘুরিতে লাগিল
ব্যোমময় কেন্দ্রদেশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
গম্ভীর নিনাদ ঘন, শ্রবণ বিদারি,
ধরিত্রীর হৃৎপিণ্ড করি আন্দোলিত,
ভ্রমিতে লাগিল যেন চৌদিক জুড়িয়া।
ঝরঝর ঝরিতেছে সে উষ্ণ প্রদেশে
ভোগবতী-স্রোতস্বিনী-সুশীতল-বারি
শান্তিপূর্ণ; ধরাপৃষ্ঠে যথা মরুতলে
স্থানে স্থানে স্রোতস্বিনী সুশীতলনীরা।
হেরিলা চমকি চর, কেন্দ্রদেশ জুড়ি

বিশাল তোরণ এক, অগ্নিময় লোল-
জিহ্বা সঙ্কোচি প্রসারি, ক্ষণে এক, ক্ষণে
দ্বিধ খণ্ড হ'য়ে, প্রবেশের ভয়ঙ্কর
পথ দেখাইছে। সুবিশাল পুরী এক
পশ্চাতে তাহার, যোজন ব্যাপিয়া যেন
লাগিল ভাতিতে, আভাময়। পরিখার
রূপে, বেষ্টিয়াছে স্রোতস্বিনী প্রসারিয়া
বাহু ; তরঙ্গতাড়নে নিত্য আন্দোলিত।
ঘন কিন্তু স্বচ্ছ ধূমে আবৃত সে পুরী।
সে পবিত্র নীরে, সিদ্ধ সাধুকুল, উচ্চে
উচ্চারিয়া মন্ত্র সুললিত স্বরে, সন্ধ্যা-
বন্দনার স্তুতি গাইছে বসিয়া। রক্ষ-
চর সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল সেই দ্বার-
দেশে ; শুনিতে লাগিল স্তব্ধ, বন্দনার
সে মহাসঙ্গীত। ক্ষণপরে সিদ্ধ এক
স্তব সাঙ্গ করি, উন্মীলি লোচন, দূরে
হেরিলা দাঁড়া'য়ে, ভিন্নরূপদেহধারী
রক্ষ-অনুচরে সশস্ত্র। আসিয়া অগ্রে
শান্তমূর্ত্তি সাধু, শুধিলেন বিদেশীরে।
প্রণমি রক্ষ যেন বা অজ্ঞাতে, সাধুর

সম্মুখে ভক্তিভাবে আসি দাঁড়াইল। "হে
বিদেশি, কে তুমি কহ এ পাতালপুরে
স্বশরীরে? কেন বা আগত? যেই হও,
স্বাগত সদা এ বিজন দেশে। নিষেধ
যদ্যপি নাহি থাকে, বিবরিয়া প্রকাশ
আমারে।" মধুর হাসি খেলিল অধরে,
সুধামাখা হাসি যথা সন্ধ্যার বদনে।
লঙ্কা-অধিবাসী সিদ্ধে কহিলা প্রকাশি
তথ্য-কথা। জিহ্বা যেন বাধ্য হ'য়ে অন্য
ভাষা নাহি উচ্চারিল। "খ্যাত ত্রিভুবনে
লঙ্কাপুরী, সেই লঙ্কাবাসী আমি, লঙ্কা-
নাথ দূতপদে বরি, পাঠাইলা মোরে
কুমার মহীর পার্শ্বে পাতালপ্রদেশে।
কোথায় কুমার, কোথা পুরী তাঁ'র, কহ
দয়া করি মোরে, বিলম্ব না সহে। হায়
বিষমসঙ্কটাপন্ন লঙ্কা-অধিপতি।
এসেছি লইতে সুতে পিতার সহায়ে।"
এত কহি নীরবিলা নিশাচরদূত।
উত্তরিলা নাগ-ঋষি—"পিতৃ-সন্নিধানে
লইতে তনয়ে, আগমন তব হেথা;—

পূরুক কামনা। সুখে থাকে রসাতল
বিলম্ব যদ্যপি পুরে প্রতি-আগমনে।
নিঃশঙ্কে প্রবেশ কর লঙ্কা-অধিবাসি ;
এই মায়াময় দ্বার।" "কিন্তু কি প্রকারে
প্রবেশ করিব ? এ যে অদ্ভুত তোরণ।"
ঋষিবর কহিলা আশ্বাসি—"মহীরাজ
পরম-মায়াকৌশলী। মায়াময় দ্বার ;
অধিষ্ঠাত্রী চণ্ডী মহেশ্বরী, ভীমরূপা
মায়াময়ী। কত যে অদ্ভুত খেলা হয়
এই পুরে, মায়াবশে, নাহিক ইয়ত্তা
তার। হে বিদেশি, ভক্তিভাবে স্তব' চণ্ডী-
দেবী, পাতালপুরবাসিনী। অনায়াসে
প্রবেশিবা পুরে।" এত কহি, চলি গেলা
ঋষিবর আপন আশ্রমে। ভক্তিভাবে
স্তুতিলা রাক্ষসচর চণ্ডবিনাশিনী
খর্পরধারিণী চণ্ডিকারে। হুতাশন
লোলজিহ্বা দ্বিধা খণ্ড করি, প্রকাশিলা
দ্বারদেশে সুপ্রশস্ত রাজপথ, মণি-
মুক্তা-রতনে খচিত। সে পথ বাহিয়া
চলিলা নির্ভয়ে দূত, সিংহ যথা চলে

অরণ্যমাঝারে, নির্ভয়ে। হেরিলা রক্ষঃ
স্বর্ণময়ী পুরী, নানা বর্ণে ঝলসিত
উজ্জ্বল বিভায়। কতক্ষণে রক্ষচর
হেরিলা সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণা স্রোতস্বিনী
অচঞ্চলনীরা, যতদূর ধায় দৃষ্টি
রয়েছে পড়িয়া। কূলে তরুরাজি, ম্লান,
অধোমুখ শাখা, পত্রপল্লব মুদ্রিত।
নীরব বিহগকুল নিদ্রিত কুলায়ে।
হাঙ্গর, কুম্ভীর, নক্র, ভাসিছে সলিলে
সুষুপ্ত। মুদিল আঁখি অলসে যেন বা
নিশাচর; সর্ব্ব অঙ্গে শ্লথভাব যেন
সহসা ছাইল এবে সে বিকল দেশে।
স্মরিলা চণ্ডীরে চর; সুমন্দ পবন
বহিল অমনি রঙ্গে জাগাইয়া দূতে।
চাহিয়া দেখিলা দূত মায়াময় সেতু
ক্ষণে ক্ষণে ভয়ঙ্কর জ্বলিছে নিবিছে;
আবার প্রসারি বক্ষ আহ্বানিছে যেন
আগন্তুকে, অনায়াসে ঐ পথে পশিতে
সে পুরে। সাহসে দূত, আঁধার ভেদিয়া
ক্রমে ক্রমে সেতুপথে পর-পার-ভূমে

উপজিলা অতর্কিতে। "জয় চণ্ডী, মহা-
মায়া চণ্ডবিনাশিনী," উচ্চে উচ্চারিলা
রক্ষঃ। সম্মুখে শোভিল হিরণ্ময় রাজ-
পুরী, হেম-কমলিনী যথা মানসের
সরে, মনোহর। উঠিয়াছে উচ্চ চূড়া
কেন্দ্রদেশ ভেদি'; নানাবর্ণ স্তম্ভরাজি,
সারি সারি সবে, ধরিয়াছে উচ্চছাদ
বিশাল মস্তকে। উজ্জ্বল সুবর্ণদ্বার
উন্মুক্ত হৃদয়ে, দেখাইছে নানা কক্ষ
বিচিত্র, সজ্জিত। কক্ষে কক্ষে হেরে রক্ষ
নাগ, নাগবধূ অগণিত,—লীলাময়ী,
নিবিড়-নীরদ-কেশী, আয়ত-লোচনা,
তন্বী। ঢলিয়া পড়িছে চৌদিকে রূপের
শোভা। কিন্তু না হেরিলা দ্বারী কি প্রহরী
কিংবা অনুচর। বিস্ময় গণিলা দূত।
সুগন্ধি ধূপের ধূম বাহিরিছে এক
কক্ষ হ'তে, শঙ্খঘণ্টারোল সহ মিশি।
উচ্চে উচ্চারিত মন্ত্রে মুখরিত সেই
কক্ষ। বুঝিলা কৌশলী রক্ষ,—এই চণ্ডী-
পূজালয়। দাঁড়াইলা দ্বারে। পূজা সাঙ্গ

করি, বাহিরিলে পূজক, বুঝিলা দূত
মূর্ত্তি হেরি, নিজ অনুমানে, 'এই তিনি,
যাঁর অন্বেষণে এসেছি পাতালদেশে।'
করজোড়ে বন্দিয়া কুমারে, জিজ্ঞাসিলা
পরিচয়, আত্মবার্ত্তা নিবেদি সম্ভ্রমে—
"রক্ষশ্রেষ্ঠ, লঙ্কা-অধিবাসী আমি ; লঙ্কা-
নাথ দূতপদে বরি, পাঠাইলা মোরে
কুমার মহীর পাশে পাতালপ্রদেশে।
এই সেই দেশ ? এই সেই পুরী ? কহ
দয়া করি মোরে। বিষমসঙ্কটাপন্ন
লঙ্কা-অধিপতি স্মরণ করিলা তাঁরে
এ দীন সময়ে। এসেছি লইতে তাঁরে
লঙ্কেশসকাশে। চক্রগতি নাম মোর,
রক্ষকুলোদ্ভব। বজ্রমুষ্টি-রক্ষ-সুত,
বাস লঙ্কাপুরে।" কহিলা মহীরাবণ—
"এই সেই পুরী। মহী এ-অধম-নাম।
ধন্য বলি মানিলাম মোর ভাগ্য আজি ;
স্মরিলেন পিতা মোরে স্বকার্য্যসাধনে,—
বড়ই সৌভাগ্য মোর। ত্রিভুবনজয়ী, দেব-
দৈত্য-নরাতঙ্ক লঙ্কা-অধিপতি, কহ

কি সঙ্কট সম্ভবে তাঁহারে ? অথবা সে,
কি কার্য্য আমার, শুনিবারে সে বারতা।
পিতৃ-আজ্ঞা, হইবে যাইতে অবিলম্বে ;
আদেশ যথেষ্ট। অন্য বার্ত্তা অণুমাত্র
নাহি প্রয়োজন। তিষ্ঠ দূতবর ক্ষণ-
মাত্র, আশু আসি ভেটিব তোমারে।" এ
কহি মহীসুত অদৃশ্য হইলা ধরা-
গর্ভে, তিলমাত্র বিলম্ব না করি। কত-
ক্ষণে, মধুর সঙ্গীতে চৌদিক পূরিল ;
বহিল সুবাস রঙ্গে সুগন্ধ বিতরি।
শুনিতে শুনিতে রক্ষোদূত, শিহরিল
সর্ব্ব-অঙ্গ জুড়ি। শিরায় শিরায়, মর্ম্মে
মর্ম্মে পশি সেই রব, সেই মধু শ্বাস,
অবশ করিল চরে নিমেষমাঝারে।
মৃদুল তরঙ্গে ধরা লাগিল নাচিতে।
স্বনিলেন ভোগবতী মধুর ঝঙ্কারে
পূরি দেশ। মুদিল নয়ন রক্ষ বাহ্য-
জ্ঞানহত, কর্ণ বধির হইল। চিত্র-
পুত্তলিকা-সম রহিল দাঁড়ায়ে, স্তম্ভ-
অঙ্গে নিজ অঙ্গ রাখিয়া অজ্ঞাতে। তবে

ধরাগর্ত্ত হ'তে, অবিলম্বে ছায়াসম
কায়া বাহিরিল ; হিম-ঋতু-সমাগমে
ধূম যথা বাহিরায় ধরাপৃষ্ঠ ভেদি'।
অমনি সে ধূম সহ নিশাচরদেহ
ধূমে পরিণত হ'ল নিমেষমাঝারে।
মেঘ যথা মেঘ সহ মিশায় আকাশে,
তেমতি উভয় দেহ মিশিল আঁধারে।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর হইল তখনি
সেই ধূমরাশি। যেমতি সুদূর উচ্চে
অনন্ত-আকাশে শোভে শ্যেনরাজ উড়ি
মসীবিন্দুসম।
যেই পথে ধরাবাসী
ডুবে রসাতলে, সহজ সে পথ অতি।
কিন্তু দেহধারী স্বশরীরে নাহি পারে
পশিতে সে পথে। তাই দেহহীন মহী
রক্ষচর সহ, শীঘ্র যাইবার তরে
পিতৃসন্নিধানে, চলিলা সে পথ বাহি
লঙ্কা-অভিমুখে। বিস্তৃত, পিচ্ছিল, ঋজু,
মনোহর সেই পথ, স্নিগ্ধজ্বালাময়,
ধাঁধিছে আঁধার পুরী শীতল দহনে।

সে পথের ঊর্দ্ধ-অধোদেশে, নিশ্বসিছে
মহাশূন্য, ঘনীভূত-বায়ু-বিক্ষোভিত ;
অন্তরিত-তেজোভরে সতত ঘূর্ণিত
সমভাবে। দুই পার্শ্বদেশে, গরজিছে
নিঃশব্দ গর্জ্জনে, উত্তালতরঙ্গাকুল
অগ্নিময় বারিরাশি আদিকাল হ'তে।
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরি বায়ু, শূন্য, বারি-
রাশি, ভীষণ কম্পনে কাঁপাইছে সেই
পুরী পুরবাসী সহ। আঁধার সে দেশ,—
কিন্তু সে বারি-সাগরে, রাশিরাশি ছায়া-
দেহ ভাতিছে নয়নে। চমকি হেরিলা
মহী, কাতারে কাতারে ছায়াবীর, নানা
অস্ত্র ল'য়ে, বিঁধিছে আপন দেহ ; কভু
বা অভাগা, শতধা-খণ্ডিত নিজ-মুণ্ড
করে ধরি, তাণ্ডবিছে হতজ্ঞান। স্কন্ধ
ভেদি' উঠিছে যে লোহস্রোতঃ, মহোল্লাসে
তাহে, আপনি করিছে পান মুখরন্ধ্র-
পথে। উদর ছিঁড়িয়া অন্ত্র বাহিরিছে
টানি ; সে রজ্জুবন্ধনে বাঁধি গলদেশ
দৃঢ়রূপে, যেন আত্মঘাতী হইতেছে

কেহ। ফুটিয়া পড়িছে চক্ষু, গহ্বরের
সম নাসাছিদ্র উঠিছে ফুলিয়া। কোন
স্থানে ভীষণ সংগ্রামে, উন্মাদের সম
আক্রমিছে পরস্পরে বিঘোর বিগ্রহে।
শত্রু-মিত্র অভেদ সে রণে; যে যাহারে
পায় অগ্রে, প্রহারে সে অমনি তাহারে
বজ্রমুষ্টি। যোধ যত এই ধরাধামে
অজস্র লোহের স্রোতঃ প্রবাহিলা বৃথা,
জীব হ'য়ে জীবদেহ কাটিলা বিঁধিলা,
জ্ঞাতি, ভ্রাতা, বন্ধু, মিত্র, কিবা প্রতিবাসী,
নিরস্ত্র, সশস্ত্র কিবা, দহিলা সকলে
সদা বিগ্রহ-অনলে,—তা'-সবার এই
গতি; রসাতলপুরে আসি, এই ভাবে
কাটে কাল বিধির বিধানে। যে কলঙ্ক-
ছবি, রণব্যবসায়ি-আত্মা মসীময়
করে, জীবনান্তে না মুছে সে মসীচিহ্ন।
দেহ সহ চিত্তবৃত্তি নাহি হয় গত,—
অলঙ্ঘ্য নিয়ম। হেরি শিহরিলা মহী;
চিন্তিলা অন্তরে ভ্রান্ত নিশাচরসুত—
"বিখ্যাত সমরক্ষেত্রে লোহবিনিময়ে,

লভিলা যে যশোরাশি দিগন্তবিস্তৃত ;
তূরী, ভেরী, মহানাদে নিনাদিত করি
ঘোষিলা যে বীরকীর্ত্তি স্বদেশে বিদেশে,
এই পরিণাম তার ? এই কি হে ফল
ফলিয়াছে যশোবৃক্ষে এতদিন পরে ?
অবিরাম প্রেতপুরে রণক্রীড়া করি
নিষ্ফল যাতনা শুধু ভুগিছে অভাগা,
ভাগ্যদোষে। অনায়াসে সুকৌশল করি
সাধিতে পারিত যাহা, কেন অকারণ
পশুসম দ্বন্দ্ব করি, নির্জীব করিল
ধরা মরুভূমিসম, আপনি হইল
ক্ষত-বিক্ষত-শরীর ? এ বৃথা আয়াস,
হায়, কবে ভব নিবৃত্ত হইবে ? হবে
কি কখনো আর ? মহী, হায়, হেন মূর্খ-
বৃন্দসম, দ্বন্দ্বযুদ্ধে কভু না যাইবে।
যাইবে বা কেন ? বাহুবল পশুধর্ম্ম,
উন্নত জীবেরে ধাতা ধীশক্তি কিহেতু
দিয়াছেন অযাচিত, অসীম, অগাধ।”
এইভাবে নিশাচর ভাবিতে ভাবিতে
চলিল সে পথ বাহি অনুচর সহ।

বিবিধ কুদৃশ্য, অপার যাতনা, ভয়া-
বহ রসাতলে হেরিলা কুমার ইত-
স্ততঃ। হেরিতে হেরিতে, ক্রমে উর্দ্ধে, উর্দ্ধ-
তর দেশে, লাগিলা উঠিতে সুকৌশলী,
স্তরে স্তরে ধরণীর গর্ত্ত ভেদ করি,
স্তরে স্তরে ধরণীর স্তর অতিক্রমি।
ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নস্তর লভিয়া কুমার
হেরিলা সুড়ঙ্গ এক, রবিকরে অর্দ্ধ
আলোকিত, অন্ধকারময় অর্দ্ধ। পশি
সেই দ্বারে, একলম্ফে ধরাপৃষ্ঠে উঠি
নিশাচর, ক্ষণমাত্র নেত্র মেলি চাহি
লঙ্কাপানে, গ্রহিলা আপন কায়া; মন্ত্র-
বলে জাগা'য়ে দূতেরে, দিলা ফিরি রূপ
তা'র মুহূর্ত্তমাঝারে। পদতলে ধরা-
তল কঠিন বাজিল, কষ্টকর। রবি-
করজাল, প্রভাহীন দীপশিখাসম,
ভাতিল নয়নে। শীতল সমীর আশু
তুষারের সম বহিল মহীর অঙ্গে।
নিশ্বাস বহিল ঘন। নিশাচরসুত
অবিলম্বে লভি জ্ঞান, মন্ত্রীর গোচরে

বিজ্ঞাপিল কুমারের শুভাগমকথা।
অচিরে ঘোষিল বার্ত্তা লঙ্কার মাঝারে;
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি ধ্বনিল চৌদিকে।
হেমন্ত-পীড়িত দুঃখী বনস্থলীমাঝে
বিহঙ্গম জয়ধ্বনি ঘোষেরে যেমতি
বসন্তের সমাগমে, কলকণ্ঠ তুলি;
অথবা যেমতি শুষ্ককণ্ঠ যাত্রিদল
দগ্ধ-মরুদেশে, নিনাদে উল্লাসে লভি
জলদের বারি, বিন্দুমাত্র; সেইমত
"জয় কুমারের জয়" ধ্বনিল চৌদিকে।
কিন্তু, হায়, এ সময়ে অকস্মাৎ যেন
বিস্ফারিত নেত্রে হেরি বারেক মহীরে,
শিরে করাঘাত করি ভাসি লোহস্রোতে,
তারাদলে সমর্পিয়া বিশ্বরাজ্যভার,
ডুবিলেন দিনমণি পশ্চিমগগনে।
মুহূর্ত্তে পশিল ধ্বনি রাবণগোচরে।

ষষ্ঠ সর্গ

সময়—রাত্রি।

রাবণের ভোজনগৃহ—রাবণ, মহীরাবণ ও সারণ।
কথোপকথন ও মন্ত্রণা-নির্দ্ধারণ। নিকষার
আগমন ও উত্তেজনা।

অস্তে গেলা দিনদেব, আইলা রজনী,
আঁধার অঞ্চলে মুখ আবরি মানিনী
নিশানাথ-অদর্শনে। তারা-সখীদলে
জিজ্ঞাসেন মৌনভাবে—"কোথা এই কালে
রহিলা কলঙ্কী শশী? বিলম্ব কেন বা?"
আঁখির পলকে সখী, হাসিয়া যেন বা,
উত্তরেন—নিরুত্তর। গভীর নিশ্বসি,
ধীরে ধীরে বারিধিরে শুধান রূপসী—
"তুমি কি দেখেছ তাঁরে? তোমারো হৃদয়
মথিছে কি তাঁহার বিহনে? ঊর্ম্মিচয়
তব, ভালবাসে হেরিতে তাঁহারে, ফুলি
উঠে গরবের ভরে। আজি সব ভুলি
বিলম্বেন কোথা তিনি কহিব কেমনে?

হৃদয় আঁধার, সখি, তাঁহার বিহনে।
হায় নাথ"—বলিতে বলিতে সতী, নিশা-
নাথ, অপরাধি-সম, ধীরে ধীরে আসি
দূরে দাঁড়াইলা ত্রস্ত। আপনা ভুলিয়া,
ভুলিলা মানিনী রোষ; হাসিয়া হাসিয়া
চাহিলা তাঁহার পানে অঞ্চল তুলিয়া।
তারা-সখীদল, তখনো তেমনি, আঁখি
মিটিমিটি, পরস্পরে আবেশে নিরখি,
কহিলা যেন বা রজনীরে—"ছিছি ধিক্
তোরে, নাম ডুবাইলি; একদণ্ড ঠিক
হ'য়ে নারিলি রহিতে? তা' না হ'লে, এই-
মাত্র সাধিত চরণে ধরি। এবে কই,
কোথা সে আদর?" নিশার সে হাসি হেরে,
ফুলিয়া উঠিল ঊর্ম্মি গুমরে গুমরে
বিষাদিনী। নিশা, নিশানাথ, তারাদল
সহ, বিহরিলা সুখে উন্মত্ত, বিহ্বল।
ক্রমে ক্লান্ত নিশাকান্ত পড়িলা ঢলিয়া,
অলস রজনী ক্ষীণ রহিল চাহিয়া।

বহিল নিশীথবায়ু ভোজন-আলয়ে
সাগর-আলয় হ'তে। রজত-কৌমুদী

পশি বাতায়নপথে স্বচ্ছ, সুতরল,
খেলিছে সে কক্ষমাঝে অপূর্ব্ব উল্লাসে ।
বসিয়া রাক্ষসপতি স্বর্ণসিংহাসনে,
সম্মুখে উন্নত দীর্ঘ সুবর্ণ-আধার
অণ্ডাকৃতি । বামে বসি মহী সুকৌশলী,
দক্ষিণে সারণ মন্ত্রী বসিয়া নীরবে ।
রহিয়াছে স্তূপাকারে সে উচ্চ আধারে
বিবিধপ্রকার রাক্ষস-আহার যত ।
অপক্ক গৃধিনীমাংস, গলিত শ্বাপদ,
দগ্ধ কচ্ছপের অন্ত্র, প্লীহা বিড়ালের,
অর্দ্ধদগ্ধ কীটপূর্ণ পূতিগন্ধময়
পর্য্যুষিত স্বর্ণভেক, জলৌকা সধূম,
মহিষের ছিন্ন মুণ্ড, অণ্ড বায়সের,
পেচকের অক্ষিযুগ গলিত শীতল,
অর্দ্ধদগ্ধ কৃমিমাংস, জিহ্বা ঘোটকের,
শম্বুকের শ্লেষ্মারাশি ঈষৎ তরল,
স্বর্ণপাত্রে স্থানে স্থানে রয়েছে পড়িয়া ।
সুরাপাত্রে রক্তবর্ণ মদিরা ধূমিছে
তীব্রবিষ-জ্বালাময়ী । পিতা, পুত্রে, উভে
ক্ষিপ্রহস্তে ভয়ঙ্কর দশন-নিনাদে

ভাঙ্গিছে, গিলিছে খাদ্য উদর পূরিয়া।
কখনো বা সুরারাশি জলরাশিসম
উভয়ে করিছে পান ঘূর্ণিত নয়নে।
কতক্ষণে রক্ষপতি ধূমিত লোচনে
চাহিয়া পুত্রের মুখে কহিলা কৌশলী—
"এইমাত্র যে বারতা কহিলা তোমারে
রাণী মন্দোদরী, সে কেবল বাতুলের
অলীক জল্পনা। শতজিহ্ব কিংবদন্তী
ভ্রান্তিময় সদা ; অবহেলে পরকুৎসা
ঘোষে এইরূপে। সহজে বিচারহীন
অবলা সতত, অতর্কিতে অনায়াসে
বিশ্বাসে তাহারে। কিন্তু সত্য তথ্য, বৎস,
শুন অন্যরূপ। দণ্ডক-অরণ্য পিতৃ-
রাজ্য তব, বিরাজে সাগরপারে বিন্ধ্য-
পদতলে। রক্ষোযোগিসিদ্ধকুল, সুখে
নিবসেন তথা গোদাবরীতীরে, পঞ্চ-
বটীবনমাঝে স্বধর্ম্ম আচরি, বহু-
দিন। আশ্রমে আশ্রমে বিরাজেন শান্তি-
দেবী। ফুল, ফল, তরু, লতা, বনচর,
শূন্যচর জীব—নিবসে পরমসুখে

সে শান্তি-আলয়ে। তব পিতৃষ্বসা স্থর্প
অকাল-বিধবা, জুড়াইতে মনস্তাপ
রাখিনু তাহারে সেই পবিত্র কাননে
সানুচর। অবলার কুল সহজেই
নিরাশ্রয়। শৈশবে জনক সুরক্ষক,
যৌবনে স্বপতি; বয়সে তনয় রক্ষা
করে অবলারে। সতত আশ্রয় তার
বিধেয় জগতে। তাই পিতৃসম ভ্রাতা
সুধন্বী খর-দূষণ, রক্ষাহেতু সেই
বনে নিবসেন বলী। নিবসেন স্থর্প-
ণখা সে মহা-আশ্রয়ে, বিধবার ধর্ম্ম-
কর্ম্ম পালি বিধিমত। হেনকালে, হায়,
ডুবাইতে সেই শান্তি অতল অর্ণবে,
আইল এ নরযুগ ভণ্ড-যোগি-বেশে,
এক নারী সহ। কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপ, মহা-
শত্রু মোর দুষ্ট, তার সহ মিত্রভাব
স্থাপিল মায়াবী। চণ্ডাল বানর যত,
কিংবা ঋক্ষজাতি, একে একে নীচ সহ
স্থাপিল মিত্রতা। পিতৃনির্ব্বাসিত নর,
স্বদেশতাড়িত, দণ্ডকে স্বদেশসম

লাগিল করিতে বাস প্রভুত্ব বিস্তারি।
রক্ষসাধু সিদ্ধকুলে সহসা আক্রমি'
আশ্রমের মহাবিঘ্ন লাগিল সাধিতে।
সে শান্তিকাননে ঢালি কলহ-গরল,
অহরহ পঞ্চবটী মলিন করিল।
ক্রমে প্রগল্‌ভতা, ক্রমে রাজদ্রোহি-ভাব,
অত্যাচার, দাম্ভিকতা ; দারুণ অসহ্য
সবে হইয়া উঠিল। তার পর, হায়,—
কেমনে কহিব, বৎস, তোমার গোচরে—
রক্ষোবংশে সে কলঙ্ক ঘুচিবে কি কভু ?
সমগ্র অম্বুধি হায় ধুইবে কখনো
সে কালিমা রক্ষকুলে ? রক্ষোবংশভাতি
আর কি উজ্জ্বল পুনঃ হইবে জীবনে ?—
তার পর একদিন সেই নারী আসি
স্থর্পের পূজার পুষ্প লইবার তরে
নিরর্থ কলহ করি ব্যর্থমনোরথ,
বিসর্জ্জি কপট-অশ্রু ফিরি গেল চলি।
শুনিয়াছি স্থর্প-মুখে, অমনি ধাইয়া
সেই কাপুরুষ-যুগ আইল সেখানে
দেখাতে বীরত্বদর্প অবলার দেহে।

বিদরিবে হিয়া তব শুনিলে সে কথা,—
শাণিত অসির ধারে প্রহার বালারে
ছেদিল তাহার নাসা মুহূর্ত্তমাঝারে।
শুনি আর্ত্তনাদ, খর, সুধন্বী দূষণ,
অমনি আইলা ধাই' রক্ষাহেতু তারে।
কিন্তু বৃথা। কপটসমরা যুগ, একে
একে বিনাশিল দোঁহে। বিনাশিল রক্ষ-
সৈন্য, মায়াবী মানবদ্বয় কি কৌশল
করি, অগণিত। অবশেষে, শিলাময়-
সেতুরূপ কঠিন নিগড়ে, বারিধির
বক্ষ বাঁধি ইন্দ্রজালবলে, আক্রমিলা
এই পুরী অঙ্গদের সহ, সসৈন্যে। এ
কলঙ্ক, হায়, বৎস, রাখিব কেমনে?
এই স্বর্ণলঙ্কাপুরী শত্রুর লাঞ্ছিত?
বেষ্টিয়াছে, হায়, নর-ঋক্ষ-কপিকুল
এই মহাপুরী, ত্রিলোক-বিখ্যাত যা'র
বীর-কীর্ত্তি-যশঃ? কিন্তু কি বিষম মায়া
জানে নরদ্বয়ে, বীরশূন্য লঙ্কা প্রায়
করিয়া তুলিল। কতবার বাঁধিলাম,
বধিলাম কতবার; মরিয়া বাঁচিল!

এইমাত্র এক নরে বধেছি সংগ্রামে ;
কিন্তু বুঝি এই নিশা প্রভাত না হ'তে,”-
অসত্যভাষীর কণ্ঠে না হইতে শেষ
সে কাহিনী, ঘনঘন “জয় রাম” নাদে
বিদীর্ণ হইল ব্যোমতল। মহোল্লাস-
ধ্বনি, মুহুর্ম্মুহু বজ্রসম-নাদে ছুটি,
সন্ত্রাসিত লঙ্কা করিয়া তুলিল। দূরে
দেবগণ, জ্যোতির্ম্ময় দেহে, দেখা দিলা
বায়ুপথে সহর্ষ-আননে। বীরপদ-
ভরে লঙ্কা কাঁপিয়া উঠিল। অকস্মাৎ
শুনি সে নিনাদ ঘোর, কম্পিত-বচনে
কহিলা রাক্ষসপতি আক্ষেপি কুমারে—
“হায় পুত্র, যে আশঙ্কা উদিছে অন্তরে,
সত্য বুঝি হ'ল তা'ই। এখনো নহেক
অস্ত ক্ষুদ্র বিভাবরী ; ক্ষণমাত্র গত
হায় ;—বধিনু মানবে এইমাত্র ;—ঐ
শুন কি উল্লাসধ্বনি। বাঁচিল বুঝি বা
মায়াবী মানব, হায়, কি কৌশল করি।
বিখ্যাত রাক্ষসকুল অস্ত্রের চালনে,
দেবদৈত্যজয়ী সবে দুর্ম্মদ সমরে।

মায়াবল, ইন্দ্রজাল, কপট কুহক,
ভীরুর চির-সম্বল, শিখে নাই কভু।
এ রোগের প্রতিকার, কহ, কি ঔষধে ?
যেইমত ব্যাধি, বিধি হ'লে সেইমত,
সতত সুফল তাহে হয় এ জগতে।
দেখ বৎস, বিচারিয়া এ সঙ্কট দিনে।
রক্ষোবংশ-অবতংস সুধীশ্রেষ্ঠ তুমি,
তব মাতৃভূমি বেড়ে বর্ব্বরের দলে ?
মণ্ডূকে বেষ্টিত কালসর্পের বিবর ?
বেষ্টিয়াছে কাকোদর গরুড়ের নীড়ে ?
কেমনে সহিবে তুমি, কহ, বীরমণি ?
সঁপিনু তোমার করে লঙ্কা অভাগিনী ;—
এ বংশের কীর্ত্তিভাতি, মহিমা, প্রতাপ,
জাগাও ত্রিলোকমাঝে বিজয়গৌরবে।
বধ অরি, অরিত্রাস, পার যে কৌশলে।"
কহিতে কহিতে রক্ষ, গুহাবদ্ধ-বায়ু-
বেগে শৃঙ্গধর যথা, আপাদমস্তকে
যেন লাগিলা কাঁপিতে। নীরব হইলা
অকস্মাৎ, ছিন্নচর্ম্ম পটহ যেমতি।
ঝরে জ্বালাময়ী উল্কা আকাশে যেমন,

তপ্ত অশ্রুবিন্দুধারা ঝরিল লোচনে।
গভীর নিশ্বাস ছাড়ি, কুঞ্চিত ললাটে,
জিজ্ঞাসিলা বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ পিতৃভক্ত মহী,
করজোড়ে—"হায় পিতঃ, এ কি অসম্ভব,
এ কি অসম্ভব কথা শুনিনু শ্রবণে ;
স্বপ্নসম যেন। দেবদৈত্যরণজয়ী
রক্ষকুলরথী, যাহার প্রতাপে, দূর-
বাসী নাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, ত্রাসে
লঙ্কামুখে কেহ নাহি চাহে কভু ; বীর-
যোনি এই পুরী, মহাগর্ব্বে শৈলচূড়ে
বক্ষ বিস্ফারিয়া, জগতের রাজ্ঞী-সম
উচ্চ-সিংহাসনে বিরাজে অতুল দর্পে
আদিকাল হ'তে ; এ হেন দুর্দ্দশা তার
নর সহ রণে ? বনবাসী জ্ঞানহীন
অসভ্য বর্ব্বর ; তার সহ রণে, হায়,
এ হেন দুর্গতি ? শশী গ্রাসে রাহুবর ?
দিনদেবে গ্রাসে খদ্যোতিকা ? চিরভক্ষ্য
নরকুল গ্রাসিল ভোক্তারে ? হায়, বাহু-
বলেশ্বর, ত্রিকালজ্ঞ সুপণ্ডিত তুমি ;
হেন মতিভ্রম তব ? না পারি বুঝিতে

পিতৃদেব। সাগরের উত্তর-পারেতে
ছিল যবে এ কটক, কিহেতু আমারে
না কহিলা সে বারতা, না দিলা সংবাদ
তিলমাত্র। মোর সন্নিধানে, কি সাধ্য যে
বধ্যকুল হয় অগ্রসর, একপাদ ?
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, একপাদ ভূমি
কভু অতিক্রম রিপু নারিত করিতে।
তা'র পর স্নেহময়, প্রিয়তম রক্ষো-
রথী যত, একে একে নিহত হইল।
বড় অসময়ে, হায়, আহ্বানিলা মোরে।
কিন্তু,"—মৌনভাবে ক্ষণকাল চিন্তিলেন
বলী—"কিন্তু, মায়াবলে বলী নর। বাহু-
বলে সাধ্য যা' জগতে, সকলি হ'য়েছে
সিদ্ধ এ ভীষণ রণে। সবংশ রাবণ
বিশ্বজয়ী, অপারগ যে মহাসংগ্রামে,
নহে সে বিক্রমসাধ্য। পরাক্রম সদা,
পরাভূত মায়াচক্রবলে। মহামায়া,
রক্ষ রক্ষকুলে।" কহিলা প্রকাশি—"কিন্তু
অসময়-সুসময় নাহি গণে মহী।
বাহুবল বাহুবলে, মায়াবল কাটি

মায়াবলে, মায়াময়ী চণ্ডীর প্রসাদে।
পিতৃ-আজ্ঞা, এই করে অবশ্য সাধিব।
থাকে যদি শচী সহ ইন্দ্র একাসনে,—
তব আজ্ঞা হ'লে, তুচ্ছ ত্রিলোক আমার,—
এখনি আনিব বাঁধি তোমার গোচরে।
নাহি খেদ কর, তাত ; অনন্ত-উল্লাস-
ময় আননে তোমার, নাহি সাজে খেদ
কভু, না পারি সহিতে। কটাক্ষে নাশিব
যারে, দিবাকর আঁধারে যেমতি, তার
সহ রণ, সে ত তুচ্ছ কথা পিতঃ। ছিল
সাধ বহুদিন, মহামায়া-পীঠতলে
পাতালপ্রদেশে, দিব নরবলি ; নর-
মুণ্ড-শোণিতখর্পরে, ষোড়শ-'করণে
পূজা করিব চণ্ডীরে ভক্তিভাবে। আজি
বিধি পূরাইল মনস্কাম মম। ধন্য
ভাগ্য মোর, মাতঃ, চণ্ডবিনাশিনি মহা-
মায়া, সফল জনম মোর বুঝি এত-
দিনে!" এত কহি কৌশিকীরে স্মরিলেন
মন্ত্রী, পরম মায়াকৌশলী ত্রিলোকের
মাঝে। আশিষিলা সুতে পিতা অতি স্নেহ-

ভরে ; বামকরে শির স্পর্শি, শিরোঘ্রাণ
লইলা সাদরে। দক্ষিণে সারণ রক্ষ-
শ্রেষ্ঠ, পিতা-পুত্রে কহিলা সম্বোধি—"মহা-
রাজ, নিশাচরেশ্বর, ক্ষম এ দাসেরে।
তুমিও সুধন্বি বিজ্ঞ হে কুমার মহী,
ক্ষম এ বৃদ্ধেরে। সামান্য একটি বার্ত্তা
দেখো বিচারিয়া প্রভু, অবসরকালে।
লঙ্কেশ ত্রিলোকজয়ী, বিখ্যাত ভুবনে
বীরর্ষভ। নরকুল তুচ্ছ তৃণসম।
উগ্র পরাক্রম, বাহুবল, অস্ত্রবল,
রণনীতি, সেনাস্থিতি, চালনকৌশল,
যাহা কিছু সম্ভব সমরে, এই রণে
বাকী কি রয়েছে তা'র ? তবে কোন্ হেতু
পরাভূত পর-পরাক্রমে, পুঞ্জপুঞ্জ
রক্ষোবীর দুর্ম্মদ সমরে ? রথ, অশ্ব,
গজ অগণিত, পদাতি, ধানুষ্ক, কৃত-
হস্ত, অসিহস্ত, গদা-শূল-ধারী,—কহ,
কিহেতু বিফল সবে নরের সমরে
এতদিন ? 'বীরযোনি' লঙ্কাপুরী, জীব-
হীন কেন ? গণিয়াছ সার কিছু ? তথ্য

কথা ভাবিয়াছ মনে ? নর সহ রণ,
নরের সমর প্রভু কহ কি ইহারে ?
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপারগ পিতা-পুত্রে উভে ;
দেখ নিরখিয়া চক্ষু বিস্তারি চৌদিকে।
কোথা রাজ্য তব, ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী, ক্ষুদ্র
এক দ্বীপভূমি অনন্ত-সাগরে ? সুখে
ছিল ধরাবাসী ;—নহে কি, নহে কি প্রভু,
কহ দেখি মোরে ? কাননে কুসুমরাজি,
আপনার রূপে মুগ্ধ হইয়া আপনি,
আপন সুবাসে হ'য়ে আপনি বিভোর,
সুখে থাকে যেইমত ; হায়, সেইরূপ
সুখে ছিল ধরাবাসী। ভূধর, অর্ণব,
বনরাজি, মহাদেশ, খণ্ডদেশ যত,
আপনার শান্তিময় শুভ্র নিকেতনে
সুখে ছিল ভূমণ্ডল। কে বাহিল লোহ-
স্রোতঃ, রক্তবর্ণে কে রঞ্জিয়া দিল, কহ
নাথ, কে রঞ্জিয়া দিল সেই শুভ্র ধরা-
ধাম ? কে তুলিল বনসুশোভন ফুল
কাননকুন্তল হ'তে, দেখ বিচারিয়া।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলপুরী, কা'র ত্রাসে

কহ, ত্রস্তে সদা কাঁপে থরথরি ? দেব-
গণ, দিক্‌পাল, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ,—
কা'র অস্ত্রাঘাতে ত্রস্ত তাড়িত সুদূরে,
অনন্ত কালের বক্ষে গিয়াছে ভাসিয়া
কা'র শূলাঘাতে হত ? দেখ চিন্তা করি।
কি আর কহিবে দাস ? ক্ষমা কর শত
অপরাধ, প্রভু, পারি না সহিতে। বারি-
স্রোতঃ, বরিষার বারিস্রোতঃসম, ওষ্ঠ-
তীর-যুগ ভেদি' বাহিরিছে কথা। মিথ্যা
যদি, কাটিয়া রসনা, কাটি ওষ্ঠযুগ,
কর সমুচিত দণ্ড, প্রভু, নাহি খেদ
তাহে অণুমাত্র। যে দিন অর্ণবপারে,
কুমারিকাতটে, হায়, করি পদার্পণ,
দিগ্বিজয়ে মত্ত হ'য়ে বিঁধিলা পতাকা ;
আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, সমগ্র ভারত-
বর্ষ, সহর্ষে অমনি, করতলগত-
ক্ষুদ্র-আমলকী-সম গণিলা অন্তরে ;
দেবঋষি-রাজঋষি-মুনি-ব্রহ্ম-কুলে
বধিলা মহাসমরে ঘাট-গিরিদেশে ;
একলক্ষে বিন্ধ্যশিরে বিঁধিয়া কেতন

বিকট হুঙ্কারে নভ অধীর করিলা ;—
স্মর, মহারাজ, স্মর আজি সে-দিনের
কথা। তখনি কহিনু, এই মহাদেশ,
বিস্তীর্ণ এ ধরাতল, বিখ্যাত ত্রিলোক-
মাঝে পুণ্যময়, শান্তিময় সদা। দেব-
ঋষি-সিদ্ধ-কুল পবিত্র পর্ব্বতচূড়ে,
পূত নদীতটে, কাননে, নির্ঝরে, কিবা
গিরিগুহামূলে, আশ্রমে আশ্রমে, চতু-
র্বেদধ্বনি সদা করেন উল্লাসে। শ্রুতি-
স্মৃতি-নিনাদিত এই মহাপুরী। এই
দেশে, আশ্রমে আশ্রমে, প্রতি ধূলিকণা-
দেহে, বিরাজে পবিত্র সত্তা। রক্তস্রোতঃ,
রণনাদ বহিল এ দেশে যেই দিন,
যেই দিন, হায়, প্রভু, বহিল প্রথমে,—
সেই দিন, দেখ বিচারিয়া, সেই দিন
কহিয়াছি তোমা',—'জ্বলন্ত তড়িৎ দেহে
মাখিলা আপনি, তীব্রজ্বালাময় অগ্নি
ঢালিলা শরীরে। আজি হ'তে তব, নাথ,
ত্রিলোকবিখ্যাত বংশ ধ্বংসের কুপথে
হবে ক্রমে অগ্রসর।' অবশেষে, হায়,—

জানেন ধূর্জটি এর পরিণাম কোথা ;
শিহরে শরীর মম ভাবিতে সে কথা
লঙ্কেশ্বর। স্মর মহারাজ, সেই ঘোর
ভবিষ্যৎ-বাণী স্মর এইকালে। সেই
পুণ্যদেশ,—বিধির এ বিধি, নাথ,—দূর
হ'তে হেরি লোভী, যাইবে চলিয়া ঊর্দ্ধে
প্রণিপাত করি। বক্ষে পদাঘাত এর
করিবে যে অন্ধ হ'য়ে বীরত্বগৌরবে,
নিশ্চয় জানিও, প্রভু, তা'র অমঙ্গল
অনিবার্য্য এই ভবে, কহিনু তোমারে।
সেই মহাজন উপনীত দ্বারদেশে
শত্রুভাবে আজি, তিনি কি সামান্য নর ?
নর-নারায়ণ তিনি ; নররূপে শুধু
অবতীর্ণ ধরাভার মোচন করিতে,
নিবাইতে মেদিনীর অসহ-সন্তাপ,
স্থাপিতে বিমল শান্তি পবিত্র জগতে।
বিচার', কুমার, মনে বিচার' বিশেষ ;
শেষে কর, সুধী, কার্য্য যে হয় সঙ্গত।"
নীরবিলে মন্ত্রিবর কহিলা রাবণ
ধীরভাবে—"সত্য যা কহিলা সুধী :—কিন্তু

বিজ্ঞ তুমি দেখ মনে গণি; ভবিষ্যৎ-
বাণী সদা নিরর্থ, নির্ম্মূল। তবে যদি
ফলে কভু-কভু, কুবিশ্বাসবশে দেহী
আস্থা করে তাহে। বীরশূন্য স্বর্ণলঙ্কা
হয় নি এখনো। কুমার সুধন্বী মহী
আঁধার গগনে, শুভ্র-শশধর-সম।
উদিবে বিমল জ্যোতি গগনে আবার;
এ-বংশ-অক্ষয়-কীর্ত্তি আবার জাগিবে,
মুছিবে কলঙ্ককালী বিমল সলিলে।
বিশ্বাসস্থাপন কর, কর আস্থা, বলি;
প্রতিভা জগৎ-জয়ী বাহুবল হ'তে।"
শুনিয়া লঙ্কেশ-সুত কহিলা আশ্বাসি—
"মন্ত্রিবর, বুঝিয়াছি আমি। চাহ শান্তি
পাও সে অচিরে যদি বিনা রক্তপাতে;
তা' সহ আমার জীবনের মহা-আশা,
দেবীর অর্চ্চনা, পূর্ণ যদি বিধিমত
হয় এতকালে; এক কার্য্যে একাধিক
ফল সম্ভবিলে, চেষ্টা কি উচিত নহে
এ শুভসময়ে? কত মায়া জানে, কহ,
মায়াবিযুগল? প্রতীক্ষা, হে রক্ষোবর,

ক্ষণকাল কর। গগনে মলিন শশী
আবরিবে যবে নিবিড় জলদজাল
ওই ঊর্দ্ধদেশে; জানিবে নিশ্চয় তুমি
সে সঙ্কেত হেরি, পরাভূত নরযুগ
সুমায়া-কৌশলে। তখনি লইব উভে
ধরণী-জঠর-পথে রসাতলপুরে।
আর যবে মুক্ত হ'য়ে প্রাতঃসমাগমে
হাসিবেন দিগঙ্গনা গগনপ্রাঙ্গণে,
জানিবে চণ্ডীর পূত-পাদপীঠ-তলে
হইয়াছে মহাবলি ষোড়শ-বিধানে,
পবিত্র করিয়া এই দাসের জীবন।
নাহি কর শঙ্কা তাহে, সন্দেহ না কর।
বিলম্বে সময়ক্ষয়। এখনি যাইব,
একাকী শিবিরে পশি ছলিয়া কটকে,
লইব যুগলে, তৃণসম।" উত্তরিলা
পিতা—"ধন্য পুত্র, রক্ষোবংশপ্রভা পুনঃ
হইবে উজ্জ্বল তোমা হ'তে, বিন্দুমাত্র
নাহিক সংশয় তাহে আমার অন্তরে।
যাও চলি ভাগ্যধর। কিন্তু এ সময়ে,
কিবা এক দ্বন্দ্বভাব উদিছে হৃদয়ে

মোর, কহিব কেমনে? সমর্পিনু লঙ্কা
আজি তোমার সুকরে। হও বিশ্বজয়ী;
এই আশীর্ব্বাদ পিতা করে তোমা আজ।”
সমরে বিগতস্পৃহ সচিব তখন
অসমর্থ হ’য়ে যেন, রহি মৌনভাবে,
চাহিলা মহীর মুখে সতৃষ্ণ-লোচনে।
অমনি সে কক্ষমাঝে বিদ্যুতের সম
পশিলা নিকষা আসি চঞ্চল-চরণে।
দাঁড়াইলা পিতা-পুত্র, সচিবপ্রধান
সসম্ভ্রমে, গ্রহিলেন আসন মহিষী।
“কি জল্পনা, কি মন্ত্রণা”—শুধিলা কৌণপী-
“হইতেছে পিতা-পুত্রে মন্ত্রী সহ আজি?
শুনিতে পারে কি কহ, জননী তোমার?
শরতের নিশা প্রায় হইয়াছে গত,
ওই দেখ পাণ্ডুবর্ণ দীপশিখা এবে,—
ততোধিক পাণ্ডুবর্ণ ইন্দ্রজিৎ আজি
দলিত-কুসুম-সম রয়েছে পড়িয়া।
প্রেত-আত্মা তা’র উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
দেখাইছে এ পুরীর উত্তরতোরণ;
প্রতিহিংসা মাগিতেছে পিতার গোচরে,

যাচিতেছে প্রতিশোধ ভ্রাতৃ-করতলে।
রাবণের সুতে বধি, বধি ইন্দ্রজিতে,
এখনো জীবিছে হায় নর বনবাসী ?
তব পিতৃষ্বসাদেহে, হে কুমার মহী,
করি অস্ত্রাঘাত, হায়, নিদ্রা যায় সুখে
বনচর নরকীট অনুচর সহ ?
কি কহিব, পরত্রাস, সহিতে যদি৹
পার পিতা-পুত্রে দোঁহে, নিকষা কখনো
ভুলিবে না কোনমতে এ হেন লাঞ্ছনা।
তিলমাত্র ব্যাজ কভু করিত না আর!
একাকিনী অসিকরে ভীমা-ভীমাসম
নাশি রিপুচয়ে রণে দেখাত জগতে
রক্ষোবংশে কি প্রতাপ অবলার ভুজে।
কিন্তু সংবরিছি সেই তৃষা অন্তরের—
কিহেতু ? শুনিবে তুমি ? পিতা, পুত্র, উভে
দেবদৈত্যরণজয়ী, পরবীরনাশী,
অমর বিধির বরে, থাকিতে অক্ষত,
যদি যাই রণস্থলে,—ঘোষিবে জগৎ
এ কলঙ্ক উভয়ের চিরদিনতরে।
নীরব নিকষা তাই রয়েছে এখনো।

কিন্তু কি বিকল ভাব হেরিছি কুমার ?
যার ভুজবলে, নাগ-যক্ষ-সিদ্ধকুল
রসাতলপুরে কাঁপে থরথরি সবে
শুষ্কপত্র-সম, আপনি বাসুকি শেষ
ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্পে কম্পিত শরীর,
সে-ও কি নিশ্চেষ্ট আজি রক্ষশ্রেষ্ঠ রথী ?
কি মন্ত্রণা কহ শুনি হইতেছে বসি
নিভৃত এ কক্ষমাঝে, রক্ষকুলপতি ?
কহ মোরে বাধা তাহে নাহি থাকে যদি।'
উত্তরিলা নৈকষেয়—"তোমার আদেশে,
মাতঃ, আনিয়াছি কুমার মহীরে। যথা
ইচ্ছা, কর অনুমতি। বিকল হৃদয়
মোর হইয়াছে আজি। এ জনমে, হেন
অনির্দ্দিষ্ট ভাব জানি না কখনো, মাতঃ,
কহিনু তোমারে। এইমাত্র বধিলাম
নরে, আবার বাঁচিল বুঝি কি কুহক
করি। শুনিনু শ্রবণে দারুণ উল্লাস-
ধ্বনি রিপুর শিবিরে।"

"আপনা-বিস্মৃত,
আত্মপ্রতারিত তুমি, শুন নৈকষেয়"—

আশ্বাসি নিকষা সুতে কহিলা গম্ভীরে—
"তুমি মৃত্যুজয়ী বীর, ত্রিলোকবিজয়ী,
স্মর সেই ব্রহ্মদত্ত বরে। নিজ মৃত্যু-
অস্ত্র যার করতলগত, হেন ভ্রান্তি
হে কৃতান্তজয়ি, শোভে কি তাহারে কভু
দেখ মনে গণি? নিঃশঙ্ক এ লঙ্কাপুরী
এখনি করিবে মহী মুহূর্ত্তমাঝারে।
পরমকৌশলী বলী মহীগর্ব্ভজাত
পুত্র তব, রক্ষপতি; জানি আমি তা'রে
সবিশেষ; তাই তারে আহ্বানিনু হেথা।
বধিয়া সম্মুখরণে পুত্রহা-শত্রুরে,
এ হেন বিষণ্ণভাব অতি অসম্ভব!
বধেছ অনুজে, এবে জ্যেষ্ঠে তার, রক্ষ-
শ্রেষ্ঠ, বধ অনায়াসে।" ধীরে ধীরে কর-
জোড়ে, কহিলা সারণ তথ্য-কথা—"হায়
মাতঃ, কি আর কহিব। জীবন, মরণ,
সদা নিশ্বাসে যাঁহার; যাঁহার বিভূতি
চরাচর-বিশ্বধামে প্রকৃতিস্বরূপে
প্রকটিত ইতস্ততঃ; তাঁর সহ রণে
কেহ নহে মৃত্যুঞ্জয়ী, দেখ বিচারিয়া।

তাঁর অনুগ্রহে আয়ু, নিগ্রহে বিলয়,
কহিনু তোমারে সার, কহিনু নিশ্চয়।
সর্ব্বশাস্ত্র তারস্বরে ঘোষিছে এ কথা।
কেমনে ভুলিলা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ
লঙ্কা-অধিপতি, কেমনে ভুলিলা মাতঃ,
এ মহাভারতী ? অন্তহীন আয়ু, সে-ও
নিজকর্ম্মবশে সান্ত হয় এ জগতে।
নিজকর্ম্মায়ত্ত ফল। জানেন সকলি
পিতা-পুত্র সুপণ্ডিত। দৈবশক্তি সহ
পরাভূত পরাক্রম, স্বতই দুর্ব্বল।
তাই কহিতেছে দাস বিনীতবচনে,
এখনো সময় আছে ; অনুতাপ-নীরে
প্রক্ষাল এ রক্ষোবংশ-নিবিড়-কালিমা।
প্রতিদ্বন্দ্বী বৈরিভাব বধ' মিত্রভাবে।"
রহিলা রাবণ চাহি সারণ-বদনে
অনিমেষচক্ষে ক্ষণ, স্তিমিতহৃদয়ে।
তখন কুমার মহী প্রশান্তবচনে
আরম্ভিলা সুকৌশলী পরমমায়াবী
লক্ষি' পিতা, পিতামহী, বৃদ্ধ মন্ত্রিবরে—
"মন্ত্রিবর, বৃদ্ধ তুমি ; সহজে বিকল

চিত্ত তেজোহীন তব ; তাই নানা শঙ্কা
মনে হয় সমুদিত। কিন্তু জ্ঞানজ্যেষ্ঠ,
সুধী, এই রক্ষপুরে বহুদর্শী তুমি।
তব পরামর্শ তাই আদর্শ সতত।
কিন্তু, কোথা দৈবশক্তি এবে ? দেবগণ
সহ দেহিগণ স্বতই কি পরাভূত
জীবনসংগ্রামে ? দেবগণ মন্ত্রাধীন,
সর্ব্বশাস্ত্র তারস্বরে কহে না কি ইহা ?
কি সে মন্ত্র ? যোগবল ব্যর্থ কি জগতে ?
বাহুবলে, হে ধীমান্, নিষ্ফল যে ক্রিয়া,
হয় না কি যোগে সিদ্ধ ? মায়াবল, কহ,
নহে কি অমোঘ বল ? নতুবা কেমনে,
ভুবনবিজয়ী বীর এই বংশে যত
একে একে নররণে নিহত সকলে ?
প্রত্যক্ষ, হে রক্ষশ্রেষ্ঠ চক্ষে দেখিতেছ
মায়াবল, বাহুবল পরাভূত তাহে।
মানি আমি কর্ম্মায়ত্ত ফল সে দেহীর।
কিন্তু সে কি ইহজন্মজাত ? এ জীবন,
অনন্ত জীবনরাজ্যে এই কি প্রথম,
এই কি হইল শেষ ? তাই কহি তোমা,

এখনি দেখিবে তুমি নিমেষমাঝারে,
মায়াবী মানব হত উচ্চ মায়াবলে।
দেবীপীঠতলে,—বড়ই সৌভাগ্য নরে,
কহিনু তোমারে,—দেবীপীঠতলে, এই-
মাত্র ভ্রাতৃযুগে লইব হরিয়া। পরে
বিবরিয়া সব পারিবে জানিতে। ত্যজ
অমূলক চিন্তা এ দ্বন্দ্বসময়ে। গত
দীননেত্রা নিশা। বিলম্ব না করি, হের,
বাহিরিনু আমি নমি পিতৃদেবে, বন্দি
পিতামহী-পূত-চরণযুগলে। দূর
কর বৃথা চিন্তা।" এত কহি বাহিরিলা
কুমার কৌশলী। আশিষি নিকষা বৃদ্ধা
কহিলা উচ্চারি—"সিদ্ধ হ'ক মনোরথ
তব। এ বংশের অবতংস তুমি বীর-
মণি।" এত কহি নিশাচরেশ্বর-মাতা
চলি গেলা দ্রুত। বন্দি লঙ্কেশ্বরে, চলি
গেলা মন্ত্রিবর পীড়িত-অন্তরে।

ক্ষণ

দশানন মৌনভাবে রহিলেন বসি।
হেনকালে দৌবারিক দুর্বোধ-নিনাদে

ধ্বনিল,—"লঙ্কেশ জয়, জয় রক্ষপতি ।"
বন্দি করজোড়ে আসি কহিল প্রকাশি—
"মরিল যে আজিকার রণে, বাঁচিয়াছে
পুনঃ, মহারাজ ।" অকস্মাৎ সিংহাসন
ছাড়ি উঠিলা রাঘবরিপু ; ক্ষোভে, রোষে
অগ্রসরি কহিলা গর্জ্জিয়া—"কে কহিল
এ শুভ সংবাদ ? কেন বা আইলি তুই
এই নিশাকালে ? বাঁচিয়াছে, মরিয়াছে—
তোর কিবা তাহে ? যা' চলি এখনি, রক্ষো-
বংশে কীটাধম । আমি কি ডরাই তাহে ?
দূর হ' এখনি ।" মহাতঙ্কে দৌবারিক
চলি গেল দূরে । পুনঃ সিংহাসনে বসি
ভাবিলা ধনদানুজ অধীর-অন্তরে—
"এই ক্ষুদ্র রক্ষকীট, কোন্ দোষে দোষী ?
যেমত আদেশ, নিবেদিতে সেইমত
আসিয়াছে পুরে । কিন্তু কিহেতু শিহরে
প্রাণ শুনি এ বারতা ? এ কি ত্রাস ?—মহা-
অসম্ভব । ত্রাস কভু জানি না জীবনে !
এ কি বিভীষিকা ?—নিশাচরকুলে সে ত
সদা অসম্ভব । পূর্ব্বস্মৃতি যেন কিবা

উদিছে অন্তরে। এ যেন কাহার দেশ?
আমি কি অতিথি? কেন আমি হেথা? কোথা
দেহি-পরিত্রাণ? লবণ-সমুদ্র ওই ;
হেথা পুরীমাঝে—শোণিত-সমুদ্র এই,
মহোর্ম্মিতাড়িত। লক্ষলক্ষ রক্ষশিরঃ,
গ্রীবা, উরু, বাহু, যোজনবিস্তৃত দেহ,
উঠিছে, পড়িছে, ভাসিছে সে উর্ম্মিচূড়ে।
কিহেতু এ সব? সত্যই কি বনচর-
যুগ, দৈববল ল'য়ে, অবতীর্ণ ধরা-
তলে ভূভার হরিতে ; স্থাপিতে শান্তির
রাজ্য, প্রেমময় সদা? কিন্তু অসম্ভব,—
নাহি তা'র সর্ব্বগাত্রে, আচারে, বিচারে,
কোনো নিদর্শন। পিতৃ-নির্ব্বাসিত নর,
স্বদেশতাড়িত ; নির্লজ্জ কামান্ধ সদা,
নারী বিনা তিলমাত্র নারে রহিবারে।
ত্যজিল সকলি, তবু রমণীর মুখ
পারিল না ত্যজিবারে ভণ্ড-যোগি-যুগ।
অসম্ভব, অসম্ভব, কভু না সম্ভবে।
কিন্তু মায়াবলে মহাবলীয়ান্ পাপী।
কত দীর্ঘ তপঃ করি কঠোর-বিধানে

অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, বিভূতিসকল
করিলাম করায়ত্ত। অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, ধ্বংস-
হীন, নাশহীন, ইচ্ছা-পরিবর্ত্ত-শীল
এ দেহ আমার। যোগবলে ইচ্ছামৃত্যু
লভিয়াছি আমি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নর-
যুগ,—কি কঠোর মায়াজাল শিখিয়াছে
উভে! কোনমতে পারি না বুঝিতে ভাব।
যে উপায় করি, ব্যর্থ করে অনায়াসে।
আরো দৃঢ়তর, অষ্টপদসম আমি
বদ্ধ হই জালে। কেমনে বাঁচিল? কোন্
ছলে ছলিল যমেরে? এই ঘোর রণে
কতবার বধিলাম, বাঁধিলাম কত-
বার অভেদ্য-বন্ধনে। ভীরু নরযুগ,
কূটযোধী, কিন্তু বাহুবলে পরাভূত
সদা। কুচক্র, কুনীতি, মায়া, ইন্দ্রজাল,
কুহক, সম্বলমাত্র এ মহাসমরে।
এইবার মহীপুত্র বিফল যদ্যপি,
জানিব মায়াবি-সনে মায়া নিরর্থক।
অমনি শাণিত তীক্ষ্ণ ব্রহ্মদত্ত অসি,
শঙ্করের মহাশূল, শক্তিদত্ত শেল,

একত্র হানিব রণে সর্ব্বগাত্র জুড়ি।
কোনো মায়া-ইন্দ্রজাল সে মহা-আয়ুধে
পারিবে না বিমুখিতে সে ঘোর সংগ্রামে।
অবশ্য হইবে হত মুহূর্ত্তে দুর্ম্মতি।
করিব তর্পণ তাঁ'র তপ্ত-লোহধারে।
আর যদি ব্যর্থ সেই মহা-অস্ত্রবল,
দেবদত্ত অস্ত্র যদি নিরস্ত নিধনে,
তবে নিশ্চয় বুঝিব, রাণী মন্দোদরী,
কুলগুরু শুক্রাচার্য্য, সুপার্শ্ব, সারণ,
বুঝিয়াছে সার-কথা নাহিক সংশয়।
কিন্তু তা হইলে,—কি দশা হইবে মোর?
কিসে পরিত্রাণ? সর্ব্বগাত্রে বাহিরিছে
জালা। দূরে যা'ক্ সেই চিন্তা। মন্দোদরী
আহ্বানিলা মোরে। নাহি অবসর তিল-
মাত্র। এই অবসরে ভেটিব তাহারে
ক্ষণকাল।" এত কহি চলিলা নিশীথে
রাক্ষসকুল-শার্দ্দূল, যথায় মহিষী,
রক্ষোবরাঙ্গনা, সতীকুল-অলঙ্কার,
যাপিছেন মহানিশা শয়ন-আলয়ে।

সপ্তম সর্গ

সময়—শেষরাত্রি।

রাঘবশিবির,—রাঘব প্রভৃতি সমাসীন ; বিভীষণের আগমন ; মহীরাবণের
সেনাপতিপদে অভিষেকের বার্ত্তাকথন। সেনা-পরিদর্শন,
শিবিরে প্রত্যাগমন, পরস্পরের বিদায়।
রামলক্ষ্মণের নিদ্রাগম।

নিবসি সুদীর্ঘকাল নিশাচরালয়ে,
কল্মনে, পঙ্কিল দেহ হইয়াছে তব ;
তাই চল যাই দোঁহে দেব রঘুমণি
বিরাজেন যথা এবে সাগর-সৈকতে,
অগণিত সেনা সহ এ মহানিশীথে।
সে দেবমূরতি হেরি পবিত্র হইবে
নেত্র তব, লো সুন্দরি, বহুদিন পরে।
গতপ্রায় বিভাবরী। অনন্ত গগনে
শুভ্র-তূলারাশি-সম ছিন্ন মেঘরাশি
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে। ভেদি সে অঞ্চল,
মিটিমিটি তারাদল চাহিছে কৌতুকে
সুদূর ধরার মুখে রহিয়া রহিয়া।

রজতকিরণমালী প্রশান্ত-নয়নে
হেরিছেন সে সুষমা বসিয়া নীরবে।
ঢলিয়া পড়িছে শোভা ভুবন ভরিয়া।
সাগর-আলয় হ'তে মৃদুল মৃদুল
বহিতেছে সমীরণ লঙ্কা-অভিমুখে।
গভীর মর্ম্মর-রব সাগরের মুখে
উঠিতেছে রহি রহি আকাশ ভেদিয়া।
শারদপ্রকৃতি সতী কুসুম-কুন্তলা
সাজিয়াছে নানা সাজে ভুবনমোহিনী।
হেনকালে রঘুসেনা মণ্ডল-আকারে
থানা দিয়া বসিয়াছে লঙ্কার চৌদিকে।
কেহ পটগৃহতলে রত হাস্যরসে,
কেহ মহীরুহমূলে ব্যাপৃত ভোজনে
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়। কোথা নৃত্যগীতে
প্রমত্ত সৈনিকবৃন্দ, আনন্দকৌতুকে।
কেহ বা ভূধর-কক্ষে পরীক্ষা করিছে
শেল, শূল, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অসি, ভিন্দিপাল।
কেহ বা গড়িছে বিবিধ আয়ুধরাশি
আয়ুধ-আগারে। কোথাও বা বসি, হরি-
ঋক্ষ-সেনাদল, রাক্ষসকুলের ধ্বংস

গাইছে হরষে। কোন যোধ বসি এবে,
কল্পনার বলে, গল্পচ্ছলে হত-অরি
বধিছে আবার, মহোল্লাসে। কেহ স্থানে
স্থানে আনি, প্রকাণ্ড পাদপকাণ্ড রাখে
স্তূপাকারে; কেহ বা পর্ব্বতচূড়া রাখে
অগণিত, মহাদর্পে গগনপরশী।
অনিদ্র চঞ্চল চক্ষে কেহ দ্বারদেশে
ভ্রমিছে বিশালবক্ষা দৃঢ় পাদক্ষেপে,
সশস্ত্র। জ্বলিছে দীপ উচ্চ দীপদানে;
দীপকুপী হ'তে শিখা উঠিছে গগনে
ধূম সহ, ভূপতিত-ধূমকেতু-সম
সংখ্যাহীন; অথবা যেমতি, কর্দ্দমিত-
বারিপূর্ণ বিলদেশ হ'তে, ধূম সহ
জ্বলে বহ্নি ঘোর নিশাকালে।

মহোল্লাসে,

বসিয়া পটমণ্ডপে রঘুকুলরবি
অনুজ লক্ষ্মণ সহ; সুমিত্রানন্দন
শোভিছেন মেঘমুক্ত শশাঙ্ক যেমতি;
দীর্ঘ, সমুজ্জ্বলকান্তি, বিশালললাট,
আজানুলম্বিতভুজ,—ভ্রাতৃযুগ যেন

ধরণীর সিংহাসনে স্বতঃ-প্রতিষ্ঠিত।
কিন্তু বিধাতার লীলা ;—অজিন-আসনে
উভে, সাগর-সৈকতে, বসিয়া চঞ্চল-
চক্ষে এ রাক্ষসপুরে। সুষেণ সুমতি,
নল, নীল, জাম্ববান্, পবননন্দন,
আনন্দে সম্মুখে সবে রয়েছে বসিয়া ;
শশীর সম্মুখে বসি তারাদল যথা।

চাহি ঋক্ষপতিমুখে ইক্ষ্বাকু-গৌরব
জিজ্ঞাসিলা কতক্ষণে বিজ্ঞ জাম্ববানে—
"বহুক্ষণ রক্ষশ্রেষ্ঠে হেরি নি আমরা ;—
কিহেতু বিলম্ব তিনি করেন কোথায়,
জানিতে ব্যাকুল চিত্ত হইয়াছে মম।
তোমরাই সবে, এ আহবে একমাত্র
সম্বল আমার। কত যে আয়াস দিনু
তোমা-সবে আমি, কহিব কেমনে তাহা ?
জানে অন্তর্যামী। ফিরি যে পাইনু পুনঃ
লক্ষ্মণে এ শুভক্ষণে, সে কেবল তব
আশীর্ব্বাদে। বায়ুসুত, ত্বরায় আহ্বানো
মিত্রবরে একবার আমার গোচরে।"
উত্তরিলা ঋক্ষপতি—"হে কৃতান্তজয়ি,

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব আজ্ঞাবহ সদা ;
কি ছার এ তুচ্ছ দল ? চিরদাস মোরা,
তব কার্য্যে উৎসৃষ্ট জীবন। অনুগ্রহ
কর এ দাসেরে, তেঁই সে সফল জন্ম
আমা-সবাকারে। রক্ষোরাজানুজ, এই-
মাত্র গিয়াছেন চলি, সন্ধানিতে বার্ত্তা
রক্ষপুরে। অবিলম্বে আসিবেন ফিরি।”
কথা না হইতে শেষ, “জয় রঘুরথী,”
নিনাদিল ঘোরনাদে শিবিরসম্মুখে।
দেখিতে দেখিতে, আইলেন বিভীষণ
বীরপাদক্ষেপে। প্রণমি উভয়ে, কর-
জোড়ে আরম্ভিলা বলী—“এইমাত্র, অরি-
-ন্দম, কর্ব্বুর-আলয় হ’তে আইলাম
ফিরি। পিতা সহ পুত্রবর, মহী-নামে
খ্যাত চরাচরে, আসি মিশিয়াছে আজি
রসাতল হ’তে। বায়ু সহ বায়ু-সখা
যথা, কিংবা ঘৃত বহ্নি সহ, সেইমত
সুত সহ মিলিয়াছে নৈকষেয় আজি।
নির্ব্বীর কর্ব্বুরালয়। মহাগর্ব্বী মহী,
সর্ব্বকার্য্যে সুকৌশলী। তাই তারে ক্ষিতি-

গর্ব্ভ হ'তে, রক্ষা হেতু এইক্ষণে আনি
রক্ষপুরে, বরিয়াছে আজি রণে সেনা-
পতিপদে। সাবধানে উচিত রহিতে।
বাহু-বল, মায়া-বল, উভ বলে বলী,
পরম মায়াকৌশলী বৈশ্রবণসুত।
অকার্য্য, সুকার্য্য, তাঁর সম ধরাতলে।
সাবধানে আজি নিশা উচিত যাপিতে;
কখন্ কি করে মূঢ় কহিব কেমনে?
দেহ আজ্ঞা, নরদেব, রহুক জাগ্রত,
ব্যূহ রচি সেনাচয়, যে অবধি ভানু
পূরব-আকাশে নাহি দেখা দেন হাসি।"
উত্তরিলা নল, তেজে অনলের সম—
"কি কহিলা, নৈকষেয়? শত পুত্র-পৌত্র
রণে বধিনু যাহার, এক-পুত্র-তরে
শঙ্কা কেন কর তুমি, অরিন্দম? হ'ক
সে কৌশলী, হ'ক মহাপরাক্রম, আশু
ভস্মরাশি হ'বে মুহূর্ত্তমাঝারে। বাহু-
বল, মায়াবল, বিফল সকলি, হেন
রণমত্ত রঘু-অনীকিনী সহ। ছায়া
যথা ভানুকরজালে,

মহী ইহার সম্মুখে। আসুক এখনি,
ফিরি না যাইবে সুত, পিতার নিকটে
আর। এই সার-কথা কহিনু তোমারে।
আনন্দে মগন সবে সেনাবৃন্দ এবে;
কেহ নৃত্যগীতে, পান-ভোজনে ব্যাপৃত;
এ-হেন সময়ে রণসাজ, প্রীতিকর
হইবে না সবার গোচরে। তাই কহি,
নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কে রহ, অণুমাত্র দ্বিধা
নাহি করি। অগ্নিস্পর্শে শতঘ্নী যেমন,
হেরিলে রাক্ষসসেনা হরি-ঋক্ষ-বল
গর্জ্জিয়া উঠিবে জাগ' সেইমত সবে।
সংশয় না কর সুধী। তখনি শুইবে
অনন্ত রণশয়নে রক্ষোদল যত।"
কতক্ষণে ইক্ষ্বাকু-কুল-শেখর, দয়া-
পয়োনিধি, বিভীষণে কহিলা সম্বোধি
স্নিগ্ধভাষে—"হায়, মিত্রবর, বংশনাশ
রাবণের হ'ল আমা হ'তে? প্রেতকার্য্য,
শ্রাদ্ধ কি তর্পণ, সকলি হইল লোপ
হতভাগ্য জনে? এমন সুন্দর পুরী
দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত, হ'ল ভস্মময় এবে

আমার দহনে। অবিরত বারিধারা,
পুরবাসি-বক্ষঃ প্রবাহিয়া, হইতেছে
বিগলিত; উষ্ণশ্বাস বহিতেছে সদা
লঙ্কার আকাশ জুড়ি শত নাসাপুটে।
মর্ম্মভেদী রোদনের ধ্বনি, আকুলিত
করিয়াছে দিগন্তের সীমা। হবে না কি—
তবু হবে না কি বোধ, মূঢ় কৌণপের?
পাপের কি এত মোহ? শুনিয়াছি সর্ব্ব-
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশ্রবা-তনয়, জ্ঞানী,
তবে হেন আচরণ, কিহেতু তাহার,
পারি না বুঝিতে কিছু। অধর্ম্মে সতত
হেন রুচি? অন্যায় সমরে এ আসক্তি!
কোন্ যুক্তি হেতু তা'র কহিব কেমনে?
কেহই কি নাহি রক্ষপুরে, বুঝাইতে
নিশাচরে সার তথা-কথা; দিতে হিত-
উপদেশ বারেকের তরে? সকলি ত
গিয়াছে তাহার; অযশঃ অকীর্ত্তি, শুধু
রহিবে জগতে চিরদিন। একমাত্র
পুত্র অভাগার জীবে আজি, মহী-নামে
খ্যাত রক্ষপুরে; মিলিত হ'য়েছে সে-ও

অন্যায় সমরে? দেখিয়াছ তুমি তা'রে
নেত্রে আপনার, মিত্রবর? আহা, তা'র
সনে নাহি প্রয়োজন রণ। মদমত্ত
হ'য়ে, আসিবে যখন রণহেতু, কহ
তা'রে, কহ বুঝাইয়া, সুধী, ভ্রাতুষ্পুত্রে
তব, তা'র সনে নহে এ সংগ্রাম। কেন
বৃথা আত্মঘাতী হইবে সে শিশু? আদি
হ'তে সমস্ত, পৌলস্ত্য, তারে বিবরিয়া
কহিও কাহিনী। অন্যায় সমরে, নাহি
যশঃ, নাহি ধর্ম্ম, নাহি দেহপাতে মুক্তি;
এই যুক্তি কহিও তাহারে, শক্তিধর।
পিতা যদি রত পাপাচারে, কভু নহে
উচিত পুত্রের, তাহারে প্রশ্রয় দিতে,
কিংবা সহায়িতে। পিতৃ-দুরাচার সদা
শোধন বিধেয় সুকৌশলে। ভ্রাতৃসুতে
বুঝাও এমতে, মিত্রবর! বৃথা লোহ-
ক্ষয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে হিয়া; সহিবারে
নাহি পারি আর। নিতান্ত যদ্যপি রণে
আহ্বানে তথাপি, অবশ্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম
পালিব তখন, মিটাইব রণসাধ

সম্মুখসমরে। কিন্তু অগ্রে শান্তভাবে
ক্ষান্ত কর তা'রে।" কহিলেন ঋক্ষপতি—
"দয়াময়, ত্রিকালজ্ঞ তুমি, রক্ষোবংশ-
ভবিষ্যৎ-লিপি, অবিদিত নহে কিছু
তোমার গোচরে। কিহেতু বিস্মৃত তবে
হইছ আপনি, স্মৃতিমান্? কে খণ্ডাবে
প্রাক্তনের গতি অখণ্ডিত? মৃত্যুকালে
দুর্ম্মতির বিপরীত মতি। রাবণের
সবংশে নিধন, বিধিকৃত, অনিবার্য্য,
হে বীর্য্যকেশরি। নিবার মহীরে শত-
বার, সেই কার্য্য অবশ্য করিবে। তবে
যদি, ইচ্ছ বুঝাইতে তারে, ক্ষতি নাই
তাহে। কিন্তু যা' কহিলা বিভীষণ সুধী
রক্ষচূড়ামণি, উপেক্ষা না কর কভু,—
এ মম মন্ত্রণা। সতর্কতা সুসঙ্গত;
সসর্প-গৃহ-নিবাসী সতর্ক সতত।
তাই কহি আমি, সূচীমুখ ব্যূহ রচি
রক্ষ এ উত্তরদ্বার। নীল, মৈন্দ, হনু,
অনুচর সহ দুই পার্শ্ব হ'তে, অশ্ব-
পদ-লৌহ-সম রচিয়া অভেদ্য ব্যূহ

রক্ষুক এক্ষণে। শিবিরে শিবিরে, মত্ত
যদি আনন্দে সৈনিকবৃন্দ সবে এই-
কালে, তথাপি আদেশে তব, অনায়াসে
মহোল্লাসে সাজিবে সমর-মল্ল রণ-
প্রহরণে, সাজে যথা উত্তাল তরঙ্গ-
দল পবন-স্বননে।" "অবশ্য পালিবে,"—
কহিলা তখন নল,—"অবশ্য পালিবে,
মহোল্লাসে যোধগণ প্রভুর আদেশ
এইমাত্র; কি সন্দেহ তাহে? কিন্তু"—"না, না,
রক্ষ কথা মোর বলী,"—কহিলা কৌশলী
বিভীষণ—"জানি আমি লক্ষ্মণের মোহ-
অপগমে, আনন্দিত যোধগণ, মহা-
হর্ষে যাপিছে যামিনী। কিন্তু সাগরের
নীরে ডুবি নিমজ্জক, রত্ন লভিবার
কালে, অবহেলি উঠে কি তেয়াগি? নাহি
কালব্যাজ আর। তাই কহি, সাজি রণ-
সাজে, ব্যূহ রচি সেনাচয়, এ যামিনী
রহুক জাগ্রত।" তখন মৈথিলীপতি,
নল, নীল, জাম্ববান, মিত্র বিভীষণে
কহিলা সম্বোধি ধীর বিনীত-বচনে—

"নল মতিমান্, মিত্রবর বিভীষণ,—সার
কথা কহিলা উভয়ে। ত্যজি নিজসুখ,
অনিদ্রায় অনাহারে যেই যোধকুল
নিয়ত সাধিছে, হায়, কার্য্য অভাগার,—
তিলেক আনন্দে মগ্ন হইলে তাহারা,
কেমনে অপ্রীতিকর আদেশ এখন
করিব সে বীরগণে, তা'ও কি সম্ভবে ?
কত না আয়াস আমি দিয়াছি সকলে।
কিন্তু যেই বনবাসী ভিখারীর তরে
তপ্ত-লোহ-স্রোতঃ সবে অজস্র বর্ষিলা,
অপ্রিয় তাহার তরে হইবে কি আজি
এ আদেশ ? চল যাই, সুধীবৃন্দ, সুধি
বীরগণে। একে একে প্রদক্ষিণ করি
দ্বারে দ্বারে, স্বচক্ষে নিরখি সব, সৎ
যেবা করি সবে মিলি। রক্ষিয়াছ এত-
দিন যে মন্ত্রণাবলে, রক্ষিবে এখনো
সেই সাধু উপদেশে।" এত বলি নীল,
হনু, বিভীষণ সহ, চলিলা মানব-
মণি শিবিরে শিবিরে। চিত্র-অশ্ব-পৃষ্ঠ-
'পরে, মহাহৃষ্ট-মনে, চলিলা বীরেন্দ্র

সবে মন্দ আস্কন্দিতে। কটিতটে কোষে
অসি ঝঙ্কারিল ত্রাসি। নল, জাম্ববান,
কম্বুকণ্ঠ লক্ষ্মণের সহ, সদালাপে
হরি কাল, অপেক্ষা করিলা বসি পট-
গৃহদ্বারে। দীর্ঘরব দীর্ঘতূরী ল'য়ে
নিনাদিলা সুসঙ্কেতে প্রভুর ইঙ্গিতে।
মুহূর্ত্তে অমনি, শিষ্টভাবে বীরশ্রেষ্ঠ
রঘু-অনীকিনী, যে যাহার পদে সবে
সশস্ত্র হইলা। জ্বলিছে দীপ শিখরে
শিখরে, বৃক্ষশাখে, ভূমিতলে, সাগর-
সৈকতে। উড়িছে পতাকা শুভ্র, সুমন্দ
অনিলে। প্রফুল্ল উৎসাহ-পূর্ণ-উজ্জ্বল-
আনন, হেরিলা নীলের সেনা ; ঝনন্
ঝঙ্কারে, আঘাতি কৌতুকভরে কৃপাণে
কৃপাণে, যুঝিছে পদগ-যুগ। কোথাও
আবার, মল্লযুদ্ধে রত বীর ক্রীড়ার
উদ্দেশে। কোথা লক্ষ্য ভেদি', সুদূর উচ্চ-
শিখরে, বিঁধিছে শায়ক ধনুর্দ্ধর। এ
ভাবে রণ-উল্লাস দেখাইছে রাঘবে
কৌশলী। প্রফুল্ল হৃদে, সহাস বদনে

নিকটিলা চতুষ্টয়। "জয়রাম"নাদে
দাঁড়াইল দীর্ঘকায় যোধগণ যত
রেখা-ব্যূহ-সজ্জা করি অশ্বের সম্মুখে।
কহিলা সম্বোধি নীল ;—"মহীনামে পুত্র
রাবণের, আসি মিশিয়াছে এবে পিতা
সহ পুরে। বরিয়াছে রণে তারে সেনা-
পতিপদে নিশাচরাধিপ আজি। কোন্
ক্ষণে আসি আক্রমিবে অতর্কিতে, নাহি
স্থির অণুমাত্র। সতত প্রস্তুত হ'য়ে
ভেটিবে তাহারে। সশস্ত্র জাগ্রত তাই
রহিবে তোমরা, যতক্ষণ ভানু উদি'
পূরবগগনে না শোভেন শির তব
সুবর্ণকিরণে। বহু ক্লেশ সহিয়াছ
এই রক্ষপুরে, নাশ এই নিশাচরে
রণ-অবসানে। ঘোষুক অক্ষয় কীর্ত্তি
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া।" যুগপৎ বাহু তুলি
ঊর্দ্ধে বায়ুপথে, হুঙ্কারিলা বীরবৃন্দ
মত্ত বীরমদে। "যে আদেশ, এই দণ্ডে
এখনি পালিব ; মুহূর্ত্তে কুমুণ্ড তা'র
স্পর্শিবে ধরণী"—উঠিল নিনাদ ঘোর

গগনমণ্ডলে। "আসুক রাক্ষসাধম,
এই দণ্ডে পাঠাইব কৃতান্তসদনে।"
উঠিল আবার ধ্বনি গগন ভেদিয়া।
"জয়োঽস্তু, সফল বাক্য হউক তোমার"
আশীর্ব্বাদি চলি গেলা অশ্বারোহিগণ,
দক্ষিণে প্রসারি যথা অঙ্গদের সেনা
মণ্ডল-আকারে বসি শূলি-সম জাগে।
সতর্ক করিয়া তর্ক কহিলা কুমার,
স্বীয়-সঙ্গী সেনাযূথ মহারথিগণে।
ভেটিয়া সুগ্রীবে, (সদা ঊর্দ্ধগ্রীব রণে)
বিবরি বারতা, সেনাবৃন্দে সাবধানে
রহিতে আদেশি, সুসজ্জিত,—সু-আনন্দে
চলি গেলা যোধচতুষ্টয়, পঞ্চনখ-
সেনা যথা প্রপঞ্চ-সংহারী, ভীম দর্পে
থানা দিয়া পশ্চিমতোরণে। শুনি অশ্ব-
পদধ্বনি হরিসৈন্য যত, কেহ বৃক্ষ-
মূল ল'য়ে, কেহ শৈলচূড়া, দাঁড়াইলা
ভীমকায় ক্রোশযুগ জুড়ি। বায়ুগর্জ্জ
শুনিয়া যেমতি, দাঁড়ায় জলদরাজি
অন্তরীক্ষ-পটে। "কে তোমরা নিশাকালে"-

মহা-কোলাহল-ধ্বনি উঠিল গৰ্জ্জিয়া,—
"কে তোমরা নিশাকালে আগত এ পুরে ?
রোধ' গতি, রে দুর্ম্মতি, নতুবা এখনি
দেহ রণ অবিলম্বে কুহক তেয়াগি।
বিনা রণে অগ্রসর হইতে নারিবি।
এই দণ্ডে মুণ্ড তব চূর্ণচূর্ণ করি
ফেলিব অর্ণবনীরে। কে তোমরা কহ ?"
"পবনকুমার জয়, জয় রঘুপতি,"
উচ্চে উচ্চারিত হ'ল চতুর্ম্মুখ ভেদি'।
বিস্ময় মানিলা রাম ; নীল, বিভীষণ,
বাখানিলা বীরপনা। হাসিয়া গৌরবে,
চাহিলা প্রভুর মুখে পঞ্চনখ-পতি।
সে রব শুনিবামাত্র নীরব অমনি
সে বিচিত্র কোলাহল। শত শির তবে
নত হ'ল ভক্তিভরে ব্রীড়া-বিমিশ্রিত।
পাশীর আদেশে, মুহূর্ত্তে নীরব যথা
উত্তাল জলধি, নতশির। কহিলেন
আঞ্জনেয় সম্বোধি সৈনিকে—"অরিন্দম,
চিরজয়ী প্লবঙ্গমকুল, শুনিয়াছ
এ বারতা ? যার ভুজবলে বিকম্পিত

রসাতলে বাসুকি আপনি, সেই বীর-
বৃন্দ সনে, রসাতল হ'তে আসিয়াছে
নব বীর যুঝিবার তরে! মহী নাম,
নিশাচরাধিপ-সুত মহীগর্ব্ভজাত।
যুঝিবে সে তোমাদের সনে, একবার।
একবার ভিন্ন কভু হরিসৈন্য সনে
যুঝিতে হ'বে না তার, জানি সে নিশ্চিত।
সশস্ত্র জাগ্রত তাই রহিবে তোমরা।
তব গৃহে আইলে অতিথি, ফিরি যেন
অনাদরে নাহি যান তিনি।" হুঙ্কারিল
হরিসৈন্য, দশন-স্বননে চমকিল
চারিদিক বিকট নিনাদে। কহিলেন
নরনাথ ধীর মিষ্টভাষে—"বীরবৃন্দ,
এ আনন্দ চিরস্থায়ী হ'ক তোমাদের।
অনিদ্র চঞ্চল চক্ষে নিশিদিন জাগি'
কতই সহিছ সবে এ রাক্ষসদেশে;
তবু অনলস-দেহ, মত্ত রণমদে,
মহোল্লাস-তরঙ্গিত-প্রতি-লোহবহ,
বধিছ সংগ্রামে ক্রমে রক্ষোরথী যত।
পারিব কি শোধিবারে এই ঋণভার

এ জনমে কভু? সফল আয়াস, এত-
দিনে, বুঝি, হইবে, বাহুবলেন্দ্র, তব
বাহুবলে। জ্বলন্ত-পাবক-সম তেজে,
অটবী-মানবগণ বিদিত জগতে।”
অগ্রসরি' শতপতি পিঙ্গল-লোচন
কহিলা বিনীতভাবে বন্দি জোড়করে—
“কি আয়াস, তব কার্য্যে, হে বীর্য্যকেশরি,
কি আয়াস সহিছি আমরা? কিছুই ত
নহে। চির-অনুচর, তোমাগত-প্রাণ
বিশাল কটক এই, কহিনু চরণে।
এই পুণ্য রণক্ষেত্রে তব তরে যেবা
কপিশ্রেষ্ঠ বীরর্ষভ সমর্পিলা দেহ,
বড় ভাগ্যবান্ তাঁ'রা এই ধরাধামে;
তাঁ'রাই অমর, প্রভু, কৃতান্তবিজয়ী।
হবে কি সে ভাগ্য, হায়, এই দাসাধমে?
আপনি শিবিরে যাও সানন্দ-অন্তরে;
আমরা জাগিব নিশি সশস্ত্র, সজ্জিত।
আইলে বিপক্ষদল রণক্ষেত্র'পরে
ফিরি না যাইবে আর আপন আলয়ে।
এই তথ্যকথা ভৃত্য নিবেদে ও পদে।”

বায়ুগতি ছুটি অশ্বারোহী, চলি গেলা
উত্তরতোরণে, যথায় লক্ষ্মণ বসি
প্রতীক্ষা করেন বলী ভ্রাতৃসমাগম।
গ্রহিলে আসন, কহিলেন ঋক্ষরাজ—
"চল মোরা যাই চলি যে যার শিবিরে,
অনুচরগণে লয়ে জাগিব যামিনী।
ক্লান্ত ধনুর্দ্ধর আজি লক্ষ্মণ সুমতি,
ক্ষণেক বিশ্রাম উভে লভুন শয়নে।"
অমনি সে বীরবৃন্দ অরিন্দমযুগে
কহিলা বিনীতভাষে—"নিদ্রা যাও সুখে,
রাক্ষস-কুল-সূদন, ক্লান্ত এ দুরন্ত
রণে সৌমিত্রি-কেশরী। প্রভাতে বন্দিব
পুনঃ ও রাজীব-পদে।" এত কহি সবে,
নল, নীল, বিভীষণ, সুষেণ, পাবনি,
জাম্ববান, বিকচ-পঙ্কজ-পদে নমি
ভক্তিভরে, চলি গেলা বীরবৃন্দ সেই
নিশাকালে। দাশরথি, অনুজ-বৎসল,
অনুজে সম্ভাষি স্নেহে কহিলা প্রকাশি—
"বিরাম লভিয়া ক্ষণ শয়ন-আসনে
দূর কর রণশ্রান্তি, বিগত ত্রিযামা

এবে। তব ক্ষীণ দেহে, নব কলেবরে,
সহিবে না এ আয়াস। প্রভাতে উঠিয়া
যে কর্ত্তব্য, অরিত্রাস, করিও বিচার।"
"যথা অভিরুচি"—বলি নমিলেন শূর
ভ্রাতার চরণে। "কিন্তু ক্লান্ত নহি আমি
অণুমাত্র এবে। সেই মনঃক্লেশ, তাত,
তেয়াগি আপনি, লভুন সুশান্তি ক্ষণ
অস্বপ্ন স্বপনে।" পটগৃহ-অভ্যন্তরে
দর্ভতৃণাসনে বিস্তৃত অজিনশয্যা ;
ভ্রাতৃযুগ তাহে, শুইলা সাবিত্রীমন্ত্র
জপি ভক্তিভরে। কতক্ষণে নিদ্রাদেবী
ভবদুঃখহরা, সেবিলেন সে যুগলে
পদতলে বসি। মুদিল লোচন, শ্বাস
বহিল সঘনে। এক বৃন্তে যথা, শোভে
কুবলয়দ্বয় মানসসরসে, নিশা-
কালে, তেমতি শোভিলা মনোহর কান্ত-
তনু কৃতান্তবিজয়ী। ভাসিছে হিমাংশু
শশী পাণ্ডু নভস্থলে ; প্রকৃতির দীর্ঘ-
শ্বাস-সম, বহিছে মলয় বায় দূর
গিরি হ'তে। ধরণীর বক্ষ ভেদ করি'

উঠিছে মর্ম্মরধ্বনি রহিয়া রহিয়া ;—
পাশি-প্রণয়িনী ধনী বিরহ-বিধুরা
কাঁদিছেন সতী-শোকে সমদুঃখে দুঃখী।
রক্ষ-প্রতিহারি-কুল কঠোর নির্দ্দয়
শাসিতেছে প্রকৃতিরে বিকট নিনাদে ;
নীরব প্রকৃতি সতী অমনি সভয়ে,
নীরব জলদ যথা তড়িৎ-তর্জ্জনে।
দ্বারে দ্বারে রঘুসৈন্য সে ঘোর নিশীথে
জাগিছে নিঃশঙ্কমনে লঙ্কার চৌদিকে।

অষ্টম সর্গ

সময়—উষা।

মহীরাবণের আগমন; হনু সহ সাক্ষাৎ ও কথোপকথন; রাঘবশিবিরে প্রবেশ; রামলক্ষ্মণকে হরণ করিয়া পাতালে গমন; চণ্ডীপূজা ও নরবলির উদ্যোগ; বিভীষণ ও হনুমানের বিবাদ ও মিলন; রাঘবশিবিরে গমন ও রামলক্ষ্মণের অদর্শনে বিলাপ; জাম্ববানের মন্ত্রণা ও হনুমানের পাতালগমন।

হেনকালে সুরপথে অসুর-রাক্ষস
ভাসিতেছে মেঘলোকে কামকলেবর।
কভু মসীবিন্দু-সম গগনের ভালে,
আকাশ-পিঞ্জরে কভু বিরাট-মূরতি
বিহঙ্গের সম উড়ি পক্ষ বিস্তারিয়া
আঁধার করিছে ক্ষণ জ্যোতি চন্দ্রমার।
কভু ব্যোমসাগরের রত্নহারিপ্রায়
ডুবিছে সাগরতলে রত্ন লভিবারে;
কখনো বা ইতস্ততঃ মণ্ডল-আকারে
ভ্রমিতেছে নিশাচর কালকূট-ভরা।

এইরূপে অরিদল-মস্তক-উপরে
ভ্রমি সন্ধানিছে বার্ত্তা মহী সুকৌশলে।
শোভিছে বিচূর্ণ জ্যোতি লবণ-অর্ণবে,
ঝকমকি অনুক্ষণ কোটিরত্নসম।
তীরে তা'র স্বর্ণচূড় মন্দিরের শ্রেণী
শোভিতেছে স্থানে স্থানে শক্রকরোত্থিত।
উজ্জ্বল তারকাবর্ণ ঝলসে যেমন,
তেমতি উজ্জ্বল স্বর্ণ-অক্ষর-মালায়
গৌরবিত সে মন্দির। দেখিলা মায়াবী
কোন উচ্চ চূড়ে এই লিপি চমৎকার—
"ত্যজ অভিমান, দম্ভি ; কুম্ভকর্ণ হত
এই স্থলে। বল-দর্প বৃথা এ সংসারে।"
কোন মন্দিরের দেহে জলন্ত অক্ষরে
পড়িলা কৌণপ-সুত—"তরুণ বয়সে
তরণী কৌণপরবি, কর্ম্মফল হেথা
ভুঞ্জিলা জীবনদানে। স্বদেশবৎসল,
ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবীর, সমরশার্দ্দূল
দেবদৈত্যনরত্রাস,—বধিয়া সংগ্রামে
অসংখ্য অরাতিবৃন্দে নিমেষমাঝারে,
আপনি ত্যজিলা প্রাণ সম্মুখসমরে।

ধর্ম্মবীর পিতা তাঁর বধি পুত্রবরে,
কালের বিচিত্রপটে অমৃত-অক্ষরে
রাখিলা অনন্ত কীর্ত্তি ধর্ম্মরক্ষাহেতু।
বনবাসী রঘুসুত মর্ম্মাহত শোকে,
শোকচিহ্ন রাখিলেন এ মহামন্দিরে।
সাবধানে আইস এ দেশে। সুপবিত্র
রণক্ষেত্র বীরদেহরজে।" কতক্ষণে
মহী, হেরিলা অদূরে পুনঃ ঊর্দ্ধে শির
তুলি যুগল মন্দির যেন হাসিতেছে
সুখে। "দাঁড়াও পথিকবর, হের নেত্রে,
হের এ যুগলমূর্ত্তি নেত্রবিনোদন।
পতি-পত্নী এক-দেহ, একই-পরাণ,
নারীর পতিই ভবে দেবতাপ্রধান ;—
শিখ এই শিক্ষা হেথা রণক্ষেত্র'পরে।
কিংবা যদি মহাপ্রাণ স্নিগ্ধ সরলতা
আকর্ষে তোমার মন, আজি ইন্দ্রজিৎ
শিখাইবে সেই শিক্ষা মৌন-উপদেশে।
রণশিক্ষা চাও যদি, এ হেন দুর্ম্মদ
বিশ্বনাশী রণোন্মাদ কোথায় শিখিবে ?
কোদণ্ডটঙ্কারে যার, গগনপরশী

শৃঙ্গধর-শৃঙ্গরাজি পড়িত খসিয়া ;
পদাঘাতে যা'র, আগ্নেয়-ভূধর-সম
ধরাগর্ভ হ'তে ছুটিত অনলরাশি
সহস্রধারায় ;—সেই বীরর্ষভ আজি,
মায়ের অঞ্চলনিধি, সুপুত্র পিতার,
বনিতার প্রেমময় পতি প্রাণোপম,
বিশ্রামেন এই স্থানে। আশীর্ব্বাদ কর,
সহমৃতা প্রাণপত্নী প্রমীলার সহ
লভুন বিমল শান্ত শান্তিময় দেশে।
এ যাচনা রিপু তাঁর করে তব পাশে।"
এইরূপে হেরিলেন রক্ষেন্দ্রনন্দন
কত স্মৃতিচিহ্ন সেই রণক্ষেত্র'পরে ;
পবিত্র মন্দিরদেহে, ভূধর-চূড়ায়,
অথবা শ্মশানভূমে, সাগর-সৈকতে,—
বীরের পবিত্র-কীর্ত্তি ঘোষিছে জগতে।
ভাবিলা কুমার মৌনে—"সত্য যা' কহিলা
মাতা, আশ্চর্য্য এ রিপু। বীর্য্যবান্ রক্ষো-
দলে বীরকুলেশ্বর, পড়িলা সমর-
ক্ষেত্রে নিশাচর যত ; পূজিয়াছে হের,
শত্রু হ'য়ে পূজিয়াছে এই নরদ্বয়

কেমন পবিত্রহৃদে সেই সবাকারে।
শত্রু-মিত্র নাহি বুঝি ইহার গোচরে।
পবিত্র এ নরদেহ, পবিত্র অন্তর।
মাতঃ চণ্ডি, নৃমুণ্ডমালিনি, এ পবিত্র
মহাবলি, দিবে আজি দাস, তব পূত
পদতলে, দয়া যদি কর গো শঙ্করি,
দাসাধমে। বাঞ্ছা পূর্ণ জনকের, তব
দয়া হ'লে। জর্জ্জরিত বৃদ্ধ, হায়, শোক-
বহ্নিদাহে। ভস্মময় এই পুরী, ভগ্ন
অস্থি, ছিন্ন চর্ম্ম, মুণ্ড বিখণ্ডিত, মৃত-
অমৃতের দেহ সম-ভয়ঙ্কর,—নেত্র-
পথে মাত্র আজি, রহিয়াছে পড়ি, এই
পুরে। দয়া, মাতঃ, কর শুভঙ্করি ; পুনঃ
লঙ্কা হাসুক নয়ন মেলি গগনের
পানে। আর, তব চিরাশ্রিত এই দাস,
সার্থক জীবন হ'ক পূজি তব পদে
ষোড়শ-'করণে, মাতঃ, মহাবলি সহ।"
এইরূপে চিন্তাকুল অনন্ত আকাশে
নরমাংসলোভী ভ্রান্ত চণ্ডিকাসেবক,
অপধর্ম্ম-মোহে আজি প্রমত্তহৃদয়।

অদূর হইতে রক্ষঃ হেরিলা সহসা,
মহাদ্রুতবেগে, ছুটিয়াছে অশ্বারোহী
বীরচতুষ্টয়, পশ্চিমতোরণ হ'তে
উত্তরাভিমুখে । চিনিলা কেমনে মহী—
তা' সবার মাঝে দীপ্ত ইক্ষ্বাকুশেখরে ।
পশিলে শূর আপন শিবিরে, অপেক্ষা
করিলা রক্ষঃ সুসময়-তরে । ক্ষণেক-
অন্তরে, বাহিরিলে বীরগণ বিদায়
লভিয়া, শুনিলা মহী ঊর্দ্ধদেশ হ'তে
যে মন্ত্রণা বীরবৃন্দ করিলা তখন
রক্ষিতে এ মহাবাহু তাঁহার সমরে,
কিংবা তাঁর ইন্দ্রজাল-কুহক হইতে ।
সুস্পষ্ট শুনিলা একে কহিছে অন্যেরে ;-
"আসে যদি পিতা তব দুর্জ্জয় পবন,
কভু না ছাড়িবে দ্বার কহিনু তোমারে ।
পরম মায়াকৌশলী রক্ষেন্দ্রনন্দন ।"
শূন্য হ'তে নিশাচর হেরিল তখনি,
সাবধানে চলি গেলা যে যা'র প্রদেশে ।
কতক্ষণ নর-রিপু মহাশূন্যমাঝে
ভাসিতে লাগিলা ঘন জলদের সম ।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি হানি দুষ্ট ধরাতল-দিকে,
ভ্রমিতে লাগিল উর্দ্ধে মণ্ডলে মণ্ডলে ;
ভীষণ গণ্ডার যথা বধ্য জীবে হেরি
ভ্রমে চারিদিকে তা'র মহাবেগভরে
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর চক্রের আকারে ;
কিংবা যথা মৎস্যভোজী বলাক চতুর,
হেরি মীনে, শিরোদেশে ভ্রমে বৃত্তাকারে।
ক্রমে প্রভাতের বায়ু বহিল চৌদিকে,
ডুবিল তারকারাজি পশ্চিম-গগনে,
উদিল নবীন তারা ধরাতল হ'তে,
সাহসে নির্ভর করি, জাগাতে নিশারে।
মৌনভাবে নিশানাথ বিদায়ের কালে
মলিনবদনে আজি দাঁড়ায়ে পশ্চিমে ;
চলে না চরণ, তবু পারে না রহিতে।
হেথা অবসর গণি নৃশংস ক্রব্যাদ
স্তব্ধ বায়ুপথ ভেদি' বিভীষণ-রূপে
অকস্মাৎ উতরিল যথায় পাবনি
বিরাজে সমরসাজে মহাভয়ঙ্কর।
হেরি আঞ্জনেয় শূর কহিলা গর্জ্জিয়া—
"কে তুমি এ পুরে, শীঘ্র কহ প্রকাশিয়া,

নতুবা মুহূর্ত্তে ভস্ম হইবি এখনি,
নাহিক সংশয় তা'র।" উত্তরিলা মহী—
"জয় রঘুপতি, আয়ুষ্মান্। মিত্রজন;—
হের নেত্র মেলি।" "রক্ষশ্রেষ্ঠ?"—কহিলেন
অটবী-মানব-চূড়া ঈষৎ সুহাসি—
"স্বাগত, শূরেশ। মঙ্গল কটকে?" "শুভ
বিভাবরী, সুমঙ্গল চতুরঙ্গ-বলে"—
নিবেদিলা বিভীষণরূপী—"কিন্তু বহু-
ক্ষণ হেরি নি শ্রীরামচন্দ্রে, অনুজাত
লক্ষ্মণের সহ। তুমি কি দেখেছ দোঁহে?
উচিত বারেক শুভবার্ত্তা লইবারে।
তাই কহি যাও, বলী, ক্ষণেকের তরে,
আইস বারতা ল'য়ে অবিলম্বে পুনঃ,
ততক্ষণ দ্বারদেশে রহিব আপনি।
বিষম মায়াবী মহী কখন্ কি ঘটে?
পলে পলে সতর্কতা সঙ্গত সে-হেতু।"
নীরবিলে নিশাচর কহিলা পাবনি—
"সঙ্গত এ কথা। কিন্তু আমি দ্বারভূমি
ছাড়ি, একপদ কভু না যাইব। হরি-
সৈন্য অনন্য-চালিত, এই সার-কথা,

সুধী, কহিনু তোমারে। তুমি যাও চলি;
মুহূর্ত্তে বারতা ল'য়ে আইস এ স্থলে।
আশ্বস্ত হইব শুনি তোমার গোচরে
সমাচার।" "তথাস্তু" বলিয়া তুষ্ট চলি
গেল রাঘবশিবিরে। উত্তরতোরণে
দৌবারিক, নতশিরে পথ দিলা ছাড়ি।
আপাদমস্তক মহী কাঁপিতে কাঁপিতে
প্রবেশিল সে শিবির; কাঁপে যথা পর-
ধন-হারী চৌর পরগৃহে পশি। পূত
তৈলাধারে, ফুটিছে বিমল জ্যোতি সেই
পটগৃহে। দূর্ব্বাদলশ্যাম শোভা হেরি
নেত্র ভ'রে, আত্মহারা নিশাচর, ক্ষণ
যেন রহিলা স্তম্ভিত। ভাবিলা মানসে—
"এমন সুন্দর শোভা হেরি নি জীবনে।
নর-নারায়ণ-রূপ কহিলেন মাতা,—
সত্যই কি তাই হ'বে? ধ্যানে যেন কভু-
কভু, ছায়াসম হেরিয়াছি হেন। কিন্তু
দূরে যা'ক্ সেই চিন্তা। কৃতান্তবারিণি
নৃমুণ্ডমালিনি চণ্ডি, যাহা ইচ্ছা, কর।
চিরজীবনের সাধ, পূজিব তোমারে।

পাইয়াছি মহাবলি, যা' থাকে কপালে।"
বামনেত্রে পলক পড়িল। বামবাহু
স্পন্দিল অমনি। কিন্তু "জয় মাতঃ, চণ্ড-
বিনাশিনি," বলি শূর অতর্কিতে, ক্ষিপ্র-
হস্তদ্বয়ে, উঠাইলা দেহদ্বয় তূলা-
সম-লঘু। আত্মঘাতী যথা, তৃণ-সম
ভীম অসি তুলে সে নিমেষে। কিংবা যথা
মন্দভাগ্য দিবা, আপন-নিধন-তরে
তুলে সে মস্তকে, দিনহর শশধরে
সন্ধ্যাসমাগমে। মন্ত্রবলে ধরণীর
অন্ত্র-ভেদ হ'য়ে, প্রকটিল ভয়ঙ্কর
সুড়ঙ্গ বিশাল। স্বচ্ছজ্যোতি-বিভাসিত-
রাজপথ-সম, মুহূর্ত্তে মহীর নেত্রে
ভাতিল সে পথ। মায়াবী রাক্ষসাধম,
একলম্ফে প্রবেশিয়া সে সুড়ঙ্গপথে
আসি উপজিলা আশু রসাতলপুরে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী যথায় গোপনে
কহিছেন মর্ম্মকথা তটের শ্রবণে।
ধূমিছে সে বারিরাশি অন্তরিত-তেজে,
জ্বলিছে বাড়বানল আঁধার-দহনে;

মহামেঘ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন পাতাল,
গর্জ্জে রহি রহি ঘোর পূত স্রোতস্বিনী।
আঁধার দেখিলা নেত্রে অপবিত্র দেহী।
কিন্তু সেই ঘোর অন্ধ-ধূমপুঞ্জ-মাঝে
বহি সে পবিত্র ভার ছুটিল রাক্ষস;
একদণ্ডে সে প্রকাণ্ড দেহ প্রসারিয়া
উপজিল পরপারে পুরীর সকাশে।
ঈষৎ সুহাসি হাসি মহীগর্ব্বজাত
রক্ষেন্দ্রনন্দন, ক্ষণ নেহারি চৌদিকে,
নিজ গুরুভার ল'য়ে চলিলা কৌশলী।
অবিলম্বে অম্বিকার পাদপীঠতলে
রাখিলা সেবক সেই নিদ্রিত যুগলে,
সুদীর্ঘ নিশ্বসি ঘন ক্লান্ত-কলেবরে।
প্রণমি চণ্ডিকাপদে মহাভক্তিভরে
স্তুতিলা মায়াবী দুষ্ট-অভীষ্ট-সাধনে।
"সফল জনম মোর, হে জগজননি,
এতদিনে। হে আরাধ্যে, সুনৈবেদ্য আজি
আনিয়াছি তব তরে, গ্রহ যদি দয়া-
ময়ি করুণা বিস্তারি'। এ দুস্তরে তার'
রক্ষকুলে তারা, কি আর কহিব।" নর-

যুগে সম্বোধি কুমার, কহিলা অজ্ঞাতে
যেন—"এবার দেখিব, কেমনে লাঞ্ছনা
তুমি দেও রক্ষোরাজে আর।" পরিচরে
নিশাচর কহিলা অমনি—"যথাশাস্ত্র-
বিধি, শীঘ্র আয়োজন কর, চণ্ডিকার
মহাপূজা ষোড়শ-বিধানে।" মুহূর্ত্তেকে,
বীরাচারে আয়োজন হইল পূজার।

হেথায় বিলম্ব হেরি দ্বারদেশে হনু
ভাবিতে লাগিলা মনে—"কিহেতু এতেক
বিলম্বেন বিভীষণ। কতক্ষণ রক্ষো-
বর গেলেন হেরিতে,—কিভাবে লক্ষ্মণ
সহ বিরাজে নৃমণি। কেন এত ব্যাজ
তাঁ'র?" সেই দণ্ডে বিভীষণ ভ্রমি নানা
দ্বারে, কোদণ্ড টঙ্কারি বীর, দেখা দিলা
আসি, যথায় বিরাজে হনু উৎসুক-
অন্তরে। সুধিলা পাবনি—"কহ, কিহেতু
বিলম্ব এত, রক্ষচূড়ামণি? কেমন
আছেন রঘুনাথ? জাগ্রত কি নিদ্রিত
নৃমণি, লক্ষ্মণ কেমন?" "কেমনে, বলী,
বলিব বারতা আমি, কহ তা' আমারে।

এতক্ষণ ভ্রমি দ্বারে দ্বারে, সাবধান
করি সবে, আইনু ফিরিয়া, আরবার
হেরিবারে তোমা-সবাকারে। প্রভুপার্শ্ব
বহুক্ষণ ত্যজি, ভ্রমিতেছি এইমত;
শিবিরের মর্ম্ম নাহি জানি। নাহি জানি
কেমন মনুজপতি অনুজের সহ।
উচিত হেরিতে কিন্তু বারেক দোঁহারে;
চল যাই নেহারি উভয়ে। শতদন্ত
কপিশ্রেষ্ঠ, ততক্ষণ রক্ষিবে কটকে।"
শুনি বিভীষণ-বাণী বিস্ময় গণিয়া
রহিলা পবনপুত্র, অণুমাত্র নারি
বুঝিবারে। ভাবিলা বিকল মনে—" 'প্রভু-
পার্শ্ব বহুক্ষণ ত্যজি? শিবিরের মর্ম্ম
নাহি জানি?' সে কি কথা! বিষম মায়াবী
রক্ষকুল।" রুষি মহাক্রোধভরে রঘু-
ভক্ত কহিলা প্রকাশি—"তবে রে রাক্ষস,
কুক্ষণে পশিলি হেথা, স্থাপিলি মিত্রতা
রাঘবের সনে তুই। রক্ষোরাজরিপু
সাজি, রক্ষচর হ'য়ে রহিস্ দুর্ম্মতি
তুই, দুই কুল রক্ষি কু-কৌশলে; অণু-

মাত্র নাহিক সংশয়। মায়াবি রাক্ষস,
এখনি পশিলি পটমণ্ডপ-ভিতরে,—
এই দণ্ডে, হেরিবারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ;
কিহেতু কহিস্ তবে 'বহুক্ষণ প্রভু-
পার্শ্ব ত্যজি, শিবিরের মর্ম্ম নাহি জানি ?'
নিশ্চয় সাধিলি বাদ। ভাবিলি কি মূঢ়,
ভাবিলি কি ছলিবি হনুরে ? দণ্ডাঘাতে
মুণ্ড তোর ভাঙ্গিব এখনি, রক্ষাধম,
কে রক্ষিবে তোরে ? এতদিনে চিনিয়াছি
তোরে ; রে কপটি, দন্তপাটি এখনই
চূর্ণিব তোর। বল্ ত্বরা করি, কি মায়া
এ সব আজ ? 'মহী-নামে পুত্র, মিশেছে
আসি রাবণের সহ', কহিলি প্রভুরে
ভণ্ড ; এই বুঝি অর্থ তার ? কহ শীঘ্র
করি। অথবা কি মিত্ররূপধারী মহী
তুই ? না পারি বুঝিতে। ধরা পড়িয়াছ
আজি, যে হও সে হও ; নাহিক নিস্তার
আর।" "এ বৃথা গঞ্জনা মোরে কেন দেও,
বলী। নহে দোষী বিভীষণ। অন্তর্যামী—
জানে অন্তর্যামী, রক্ষ-চর-দাস, কিংবা

রঘুভৃত্য চিরদিনতরে। রঘুভক্ত,
পাপমুখে কেমনে কহিব ? আপনার
স্থতে দিনু বলিদান, হায়, রাঘবের
তরে ; আপন ভ্রাতারে, ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্র-
জিতে, আর আর জ্ঞাতিবর্গে, বন্ধুবর্গে
দিলাম আহুতি, রামের মঙ্গলহোমে
ঘৃতাহুতি-সম, শুনিতে কি এই ভাষা
রঘুভক্তমুখে ? মনোবাক্যে ঐক্য করি
দিবানিশি চিন্তিয়াছি যারে ; সাধিয়াছি,—
যতদূর ক্ষুদ্রশক্তি হ'য়েছে সক্ষম,—
সাধিয়াছি শুভ প্রাণপণে ; সেই পক্ষ
হ'তে শুনিনু এ রুক্ষভাষা ? অদৃষ্টের
ফলে, বীরবর, জীবব্রজ ভোগে ধরা-
তলে, তেঁই নাহি দোষি' তোমা। ইচ্ছ যদি,
স্বচ্ছন্দে আইস পটমণ্ডপ-ভিতরে,
এই দণ্ডে নিজচক্ষে হের, ভক্ত, আসি,
কি ভাবে বিরাজে প্রভু অনুজের সহ ;
ধর্ম্ম রক্ষিবেন মোরে, কি আর কহিব।"
আক্ষেপিলা বিভীষণ। "এ ছলনে, কভু
নাহি ছলিবি হনুরে।" এতেক গর্জ্জিয়া,

মহারোষে পৌলস্ত্যের মস্তক-উপরে
তুলিলা ভীষণ গদা গিরিশৃঙ্গসম।
অমনি সু-ক্ষিপ্র-হস্তে রক্ষোবীরেশ্বর
দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ ক'রে নিবারিলা তাহে
অর্দ্ধপথে। সেই দণ্ডে দূর্ব্বাদলশ্যাম
রূপ অনন্যসমান, ভাসিল হনুর
নেত্রে সহসা যেন বা। পশিল শ্রবণে,
"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, সুভক্ত পাবনি,"—
কলকণ্ঠজাত যেন এই সুধাধ্বনি।
বুঝি ভ্রম মহাভক্ত সলজ্জ-আননে
চাহি রক্ষোবরমুখে, গাঢ় প্রেমভরে
আলিঙ্গন করি মিত্রে, সুমিষ্ট আলাপে,
চলিলা শিবিরে যথা ছিলেন রাঘব
অনুজ সৌমিত্রি সহ। পশি পটগৃহে
হেরিলা সে দর্ভশয্যা তেমতি বিস্তৃত,—
কিন্তু, হায়, শূন্য এবে, শূন্য যথা নীড়-
অঙ্ক, বিহঙ্গম উড়ি গেলে ছাড়ি। কিংবা
যথা ব্যোমতল, ডুবিলে পশ্চিমে দিন-
দেব নভশোভা, দিবা-অবসানে। আভা-
ময় দীপশিখা জ্বলিছে তেমতি; শর,

শরাসন, কুণ্ডলিত-ফণাধর-সম,
শূল, অসি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, ঝুলিছে তেমতি,
হায়, রিপুবিনাশন। কিন্তু কোথা, কোথা
ভ্রাতৃযুগ এবে, ভক্তের নয়নানন্দ,
জীবের আশ্রয়? নিষ্পন্দ-নয়নে দোঁহে
রহিলা ক্ষণেক মন্ত্রমুগ্ধ; রহে যথা
জীবকুল বিঘোর আঁধারে, রাহু যবে
ত্বিষাম্পতি গ্রাসয়ে অম্বরে। সর্ব্ব-অঙ্গ
প্রকম্পিত, হৃৎপিণ্ড ঘন আঘাতিছে
বক্ষ ভেদি', ঘনশ্বাস ফুটিছে চৌদিকে।
ক্ষণপরে স্বপ্নাকুল স্বপ্নভঙ্গে যথা,
গভীর মর্ম্মবেদনে, কাঁদিয়া কহিলা
আঞ্জনেয়—"হায়, বৃথা গঞ্জি তোমা, মন্দ-
ভাগ্য আমি। নিজদোষে সব হারাইনু।
ছলি মোরে মহী রক্ষাধম, প্রবেশিল
এই পুরে তব রূপ ধরি, রক্ষোবর;
অণুমাত্র নাহিক সন্দেহ। বুঝিয়াছি
সব আমি এবে, অসময়ে। হায়, প্রভু
রঘুনাথ, গুণসিন্ধু, করুণানিধান,
ইক্ষ্বাকু-কুল-গৌরব, অস্তমিত আজি

অতল-সাগর-তলে রঘুবংশ-ভাতি ?
হায় মাতঃ জনকনন্দিনি, কোন্ প্রাণে
দেখাব এ মুখ আর তোমার গোচরে ;
হায়, কহ, কেমনে বা নিবেদিব পদে
এই মর্ম্মভেদী বাণী ? কেমনে ধরিব
প্রাণ তোমার বিহনে, হৃদয়েশ। রঘু-
বংশ-কালী, হায় দেব, এখনো রয়েছে
অক্ষালিত ; রঘুবধূ বদ্ধ কারাগারে ;
রক্ষাধম রাবণ দুর্ম্মতি, এখনও
জীবে ধরাতলে ; কেমনে যাইব, প্রভু,
সমুদ্রের পারে ফিরি তোমারে হারায়ে,
সুমিত্রা-মাতার নেত্র হারা'য়ে লক্ষ্মণে ?
কৌশল্যা, সুমিত্রা-মাতা, সুধিবেন যবে
এ অধমে, 'কোথা হনু, কোথা, মোর রাম-
ভদ্র কোথা, কোথা ভাই তার, ছায়াসম-
অনুগামী ?' হায়, আমি কি বলে' বুঝাব
দোঁহে, কহিব কি কথা ? হায়, মাতঃ, মহী-
সুতা অশোকবাসিনি, যে মুখে শুনাব,—
সর্ব্ব-অগ্রে আমি তোমা যে মুখে শুনাব
চিরনিশা-অবসান, সেই মুখে আজি

কেমনে কহিব দেবি এ ঘোর বারতা ?
রহিবে কি তব প্রাণ,—পতিগতপ্রাণা
তুমি বিদিত জগতে,—রহিবে কি তব
প্রাণ দেহের পিঞ্জরে, পাইলে এ মর্ম্ম-
ব্যথা ? নিশ্চয় কহিনু, যে আশা বাঁধিয়া
এ ছার জীবন মোরা রেখেছিনু সবে,
নির্ম্মূল সে আশালতা হইল জীবনে
আমা হ'তে। আমি এই-সর্ব্বনাশ-হেতু।
কভু না রাখিব প্রাণ, এই ছার দেহে
আর। এখনি পশিব অতল-জলধি-
তলে, আত্মঘাতী হ'য়ে। নিবাইব এই
বহ্নি পয়োনিধিনীরে। পিতৃহত্যা, মাতৃ-
হত্যা, সকলই হইল আমা হ'তে। এ
পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিব
এখনি।" সহস্রধারে, উভয়ের নেত্র
হ'তে অজস্র ঝরিল অশ্রুধারা ; ভেদি'
পটগৃহ, উঠিল ঊর্দ্ধে করুণ রোদন-
ধ্বনি। আক্ষেপিলা বিভীষণ—"হা শঙ্কর,
কিঙ্কর তোমার আজি ডুবে সিন্ধুনীরে,
না রক্ষিলে তুমি দয়াময়। এ জগতে

ধর্ম্ম হইল নির্ম্মূল ; পাপ শাখা-পত্র-
ফুলে বাড়িল দিগন্ত ব্যাপি' ; নাহি, নাথ,
নাহিক সন্দেহ আর। যাঁহার চরণে
সর্ব্বস্ব পাশরি সমর্পিনু দেহপ্রাণ,
কে হরিল সেই নিধি, সহিব কেমনে ?
খদ্যোতে হরিল ভানু, তালচঞ্চু শুষি
নিল বিশাল অর্ণবে ! ঘোর বামাচার
মহী, চণ্ডী-পীঠতলে অবশ্য হিংসিবে
বলিরূপে মিত্রে মোর অনুজের সহ।
কটাক্ষে এ বিশ্বে ভস্ম পারেন করিতে
যেই জন, অনায়াসে তাঁহারে হরিল
তুচ্ছ বলহীন শিশু ? অবশ্য নিয়তি,
হায়, বিধানিলা বুঝি, এ লীলার এই
শেষ হইবে এ স্থলে। নতুবা কি সাধ্য,
ক্ষুদ্র রক্ষেশ-কুমার, ছল করি দেব-
দেহ পারে পরশিতে ? হায় বায়ুসুত,
চির রঘুভক্ত তুমি বিখ্যাত জগতে ;
কি কহিব মন্দভাগ্য রক্ষাধম আমি।
আজি পুত্র তরণী আমার, ভ্রাতা কুম্ভ-
কর্ণ, ভ্রাতুষ্পত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, রক্ষোরথী

যত,—আজি সবে হইল নিহত। হায়,
আজি মোর সর্ব্বস্ব ডুবিল। এ বিস্তীর্ণ
ধরাতলে, তিলমাত্র স্থান মোর নাহি
দাঁড়াইতে। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে, বিন্দু-
মাত্র রন্ধ্র মোর নাহিক পশিতে আর।
হা শঙ্কর, এই কি তোমার ইচ্ছা!" এই
ভাবে আক্ষেপিলা রক্ষোরাজানুজ, রঘু-
ভক্ত বায়ুপুত্র সহ। চিন্তি ক্ষণকাল
চলিলেন ভ্রান্ত যুগ, বিজ্ঞ ঋক্ষপতি-
কাছে কহিতে বারতা। সুধী জাম্ববান
অম্বুনিধি-সম স্থির, শুনি সে কাহিনী
অজ্ঞান শিশুর সম রহিলেন ক্ষণ,
নীরব-নিস্পন্দ-ভাবে; উষ্ণ অশ্রু বিন্দু-
বিন্দু পড়িল উরসে, অজ্ঞাতে। মুহূর্ত্তে
পুনঃ লভিয়া চেতনা, গভীর নিশ্বাস
ছাড়ি, হৃদয়ের গুরুভারমুক্ত হ'য়ে
যেন, সম্বোধি উভয়ে, কহিলা ধীমান্
ধীর সারগর্ভ ভাষা—"হায় রক্ষশ্রেষ্ঠ,
পবনকুমার, কিবা নাহি জ্ঞান উভে;
এ বৃথা বিলাপ আজি সাজে কি তোমারে,

জ্ঞানী তুমি। রক্ষোবর সত্যই কহিলা,
'কটাক্ষে এ বিশ্ব ভস্ম পারেন করিতে
যেই জন, অনায়াসে তাঁহারে হরিল
তুচ্ছ বলহীন শিশু?' অবশ্য নিয়তি,
সত্য, বিধানিলা হেন। কিন্তু দেখ ভাবি,
নর-নারায়ণ-রূপে উদিত জগতে
ভূভার-হরণ-তরে রবিকুলরবি;
পাপে মগ্ন রক্ষকুল, অজস্র পঙ্কিল-
স্রোতে ভাসাইছে ধরা। এ স্রোতের নীর-
বিন্দু আছে রসাতলে, মহীরূপে। তাই
প্রভু মুছিতে সে নীরচিহ্ন ধরাবক্ষ
হ'তে, অবশ্য গেলেন চলি সে পাতাল-
পুরে। অন্য ভাষ্য নাহি কিছু এ রহস্য-
মাঝে। মহীর নিয়তি পূর্ণ আজি, রক্ষো-
রাজ। ধরাপৃষ্ঠে নিশা অবসানপ্রায়;
কিন্তু ধরাগর্ভে যেই শেল এতদিন
আছে বিদ্ধ হ'য়ে, প্রভু বিনা কে করিবে
উদ্ধার তাহার? তাই ভাগ্যসূত্র আজি
আকর্ষি লয়েছে নাথে রসাতলপুরে।
মুছ অশ্রুজল আশু। নয়ন উন্মীলি

নেহার প্রকৃতি-মুখ, সুহাসিমণ্ডিত
এবে বিভাবরীশেষে। গতপ্রায় দুঃখ-
নিশা। আক্ষেপ না কর সুধী ; ক্ষান্ত হও
নিরর্থ সঙ্কোচে। বারেক আমরা চল
হেরি গিয়া পটগৃহমাঝে।" এত কহি
চলিলা বিষণ্ণহৃদে অভিন্নহৃদয়
ঋক্ষপতি, রক্ষোবর, বায়ুপতিসুত,
যথায় মলিনমূর্ত্তি রয়েছে দাঁড়ায়ে
শূন্য পটগৃহ আজি। আসি দ্বারদেশে
চমকি কহিলা বৃদ্ধ—"এই পথে বুঝি
লইয়াছে মূঢ়মতি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।"
ক্ষণ মৌনে রহি, কহিলা আবার ঋক্ষ—
"আমার মন্ত্রণা সুধী দেখ বিচারিয়া,
উচিত রাঘবদ্বয়ে অনুসন্ধানিতে
পাতালপ্রদেশে পশি। কিন্তু হরিপতি
ভিন্ন অন্যে না সম্ভবে তাহা। নিজ নিজ
সেনাদলে অক্ষুণ্ণ রাখিতে, রহিবেন
সেনাপতি মহারথী সবে। যেই বীর
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি পশি লঙ্কাপুরে
সন্ধানিলা রঘুবধূ অশোককাননে,

উচিত সে বীরে, সন্ধানেন রঘুপতি
শ্রীরামলক্ষণে, ধরাগর্ভে। এই ধরা-
তলে, কোন্ কার্য্য আছে হেন, বীর্য্যবান্
সুকৌশলী পবনকুমার, যাহে নাহি
উদ্ধারিবে নিমেষমাঝারে, অনায়াসে?
তেঁই কহি প্রের হনুমানে—কটকের
মাঝে রটিবে এ শুভবার্ত্তা, রসাতলে
নাশিতে রাবণসুতে গতি রাঘবের,
অনুজ লক্ষ্মণ সহ, প্রাক্তন বিধানে।
এখনি ফিরিবে দোঁহে বধিয়া মহীরে
বিজয়ী সমরদর্পে কপিশ্রেষ্ঠ সহ।"
শুনি ঋক্ষপতিবাণী রক্ষোরাজানুজ,
অন্ধ নেত্র পায় যথা, চাহিলা উল্লাসে;—
হইল এ যুক্তি স্থির, 'সঙ্গত মন্ত্রণা।'
সহর্ষ অটবীনর বীরর্ষভ এবে
গণিলেন নিজভাগ্য। তাঁ'রি ভুজবলে
উদ্ধার হ'বেন আজ, ব্রহ্মাণ্ড-উদ্ধার
হয় যাঁর পদরজে। দ্রুত বূহপতি-
পদে বরিলা সকলে মিত্রবরে, আজি-
কার রণে; প্রভুর অভাবে, মণ্ডলেশ

বিভীষণ হইলা কল্পিত, ঐকমত্যে।
তখন কৌণপ-অরি কৌণপ-শার্দ্দূল
নৈকষেয়, চাহি ঋক্ষপতিমুখে, দৃঢ়
ভাষা কহিলা সম্বোধি—"কিন্তু আর এক
কথা মোর উদিছে অন্তরে। যে অবধি
ভাগ্যধর আশুগ-আত্মজ, ফিরি নাহি
আসিবেন মিত্রবর সহ, রহিব কি
নীরব বাহিনী সহ আমরা সকলে?
অথবা আক্রমি পুরী বিকট বিক্রমে
জ্বালিব সমরবহ্নি লঙ্কার শ্মশানে?
স্খলিত-নির্ম্মোক ক্ষীণ ফণীন্দ্র যেমতি,
দুর্ব্বল রক্ষেন্দ্র, ইন্দ্রজিতের নিধনে;
হীনবল রক্ষচমূ। মুহূর্ত্তমাঝারে
সাজুক সমরদর্পে অমরপ্রতাপ
বীরবৃন্দ। যুগপৎ দুই-বাহু-সম,
দুই পার্শ্ব হ'তে ব্যূহ পুর-বৃতি-'পরে
অজস্র অনল বর্ষি দহুক তাহারে।
বারিস্রোতঃ-সম শররাশি, ক্ষিপ্রহস্তে
রঘুধন্বী রক্ষচমূ'পরে, অবিরত
বরষিবে গভীর স্বননে। প্রক্ষ্বেড়ন,

শল্য, ভল্ল, তোমর, ভোমর, শূল, শেল,
জাঠা, গদা, গগনের উল্কাপাত-সম,
রক্ষপুরীবক্ষঃ ভেদি' অজস্র বর্ষিবে।
এইভাবে নিশিদিন দহুক এ পাপ-
পুরী শত তুষানলে। প্রভুর বারতা
যদি প্রবেশিয়া থাকে রাজপুরে, মহা-
মহোল্লাসে তবে মত্ত রক্ষোরথী। কিন্তু
কভু নাহি দিব হর্ষ চিরস্থায়ী হ'তে।
নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলি তুলিবার কাল
নাহি দিব অবসর। এ মম মন্ত্রণা।
বিচারিয়া দেখ সবে যে হয় সঙ্গত।"
নীরবিলে রক্ষোবর, সঙ্গত বলিয়া
সবে সম্মত হইলা ঐকমত্যে। সেই
দণ্ডে বজ্রবেগে হইল প্রচার সেই
আজ্ঞা, আনন্দে মাতা'য়ে প্রমত্ত কটকে।
"জয় রাম" ধ্বনি করি সাজিল বাহিনী।
"জয় রঘুপতি; ভরসা তুমিই প্রভু
এ ভবমণ্ডলে; এই ক্ষীণভুজে দেহ
বল অসামান্য; ধন্য হই, সাধি কার্য্য
তব। দেহ হৃদে সাহস এ-বিশ্বনাশী।"

এত কহি আঞ্জনেয় নমি দ্বারদেশে
একলম্ফে প্রবেশিলা সুড়ঙ্গ-ভিতরে
অন্বেষণে; সিংহ যথা গিরিগুহামাঝে।

নবম সর্গ

সময়—ঊষা।

মন্দোদরীর শয়নগৃহ। মন্দোদরীর বিলাপ, রাবণের আগমন ও কথোপকথন। অশোকবন। রাবণের সীতাসমীপে গমন। রাবণের প্রস্তাব ও দেবীর উত্তর। মন্দোদরীর আগমন। রাবণের গতিরোধ। রণবাদ্য। রাবণের বিভীষিকাদর্শন। পুনর্ব্বার রণবাদ্য। রাবণের রণক্ষেত্রাভিমুখে গমন। দূতের আগমন।

বসিয়া শয়নকক্ষে একাকিনী রাণী
মন্দোদরী, আন্দোলন করিছেন মনে
কত কথা, কত চিন্তা অশান্ত অন্তরে।
নিস্পন্দ নীরব ভাব। রহি রহি দীর্ঘ-
শ্বাস বহি নাসাপুটে, ভ্রমিছে সে কক্ষ-
মাঝে কুহেলিকা-সম। বদনমণ্ডল
প্রশান্ত, গম্ভীর, স্থির। নেত্রযুগ নীল-
কান্ত-মণি-বিভাসিত আভাময়। বারি-
পূর্ণ অর্ণব যেমতি, উন্মীলি বিশাল
নেত্র অনন্তের দিকে একদৃষ্টে চাহি

রহে মৌন অচঞ্চল, গভীর তমস-
রাশি বহি বক্ষোমাঝে, তেমতি মহিষী
আজি বসি বিষাদিনী। মর্ম্ম বিদারিয়া
ভাষা উদিছে অন্তরে—"কেন তিনি এত-
ক্ষণ বিলম্বেন এবে, কিছু নাহি বুঝি
আমি। তাঁহার সম্মুখে পারি না অটল
রাখিতে প্রতিজ্ঞা মোর। এত স্নেহময়
প্রাণ তাঁর। কিন্তু, হায়, কেমনে বুঝিব,
কি উদ্দেশ্য সাধিবারে, হেন ভাব দিলা
তাঁর মনে ব্যোমকেশ। কখনো আমার
কথা অবহেলে নাই যেই জন, সেই,—
এত পরিতাপ সহি তবুও অটল ?
মন্দোদরীনাথ, এমন অদমনীয়
জীবনে হেরি নি কভু তোমার অন্তর।
নিবিয়াছে তারাদল অনন্ত আঁধারে,
নিবেছে দেউটি হায়, এ রাজ-আলয়ে,—
আঁধারে রয়েছি আমি পড়ি শূন্য-কোলে।
কি আছে কপালে আর ? এইবার আমি
দৃঢ়তররূপে পণ নিশ্চয় পালিব।
তা'তে তিনি শিরশ্ছেদ করেন যদ্যপি

নিজকরে, সে-ও মোর সৌভাগ্যের কথা।
হ'বে কি সেদিন, শম্ভু, অভাগীর ভালে,
তাঁহারে রাখিয়া আমি পদপ্রান্তে তাঁ'র
মুদিতে পারিব আঁখি অনন্তশয়নে।
আজ দৃঢ় পণ মোর, নিশ্চয় পালিব।
খুলিব পিঞ্জরদ্বার,—জনকনন্দিনী
এই দণ্ডে ভেটিবেন জীবনবল্লভে।
নিবাইব রাঘবের রোষবহ্নি আজি
বৈদেহী-সলিল সিঞ্চি স্বকরে নিমেষে।
জীবন থাকিতে—(হায় কি আছে জীবনে
আর ?) থাকিতে এ প্রাণ, পারিবে না কভু
কেশাগ্র স্পর্শিতে তব কৃতান্তের ছায়া।"
এইভাবে চিন্তিলেন সতী বরাঙ্গনা
ক্ষণকাল ; দ্রুতপাদক্ষেপে রক্ষোরাজ
অমনি সহসা আসি পশিলা আগারে।
বসি পার্শ্বদেশে, সম্ভাষিলা মিষ্টভাষে
সহর্ষ-কৌতুকে ; মুমূর্ষু যেমতি বন্ধু-
জনে, প্রলাপ-কৌতুক-ভরে, বৈকারিক
রোগে মোহমুগ্ধ। "কি ভাবিছ একাকিনী ?—
কল্যদিনে বিভীষণ হবে রাজা, আর

তুমি হ'বে রাজরাণী? আচার্য্য পণ্ডিত
শুনাইলা শাস্ত্রকথা কেমন মধুর।"
"কৌতুকের এ নহে সময়, জীবিতেশ।
পূজিয়া যদ্যপি থাকি মনের মন্দিরে
চিরদিন, ও দেবমূরতি, নাথ, পূত
ও চরণ; তবে তব পরিহাস, এই
দেহে কভু না স্পর্শিবে। জীবনে সতত
তব ছায়া-অনুগামী দীনা মন্দোদরী;
তুমি রাজা, তুমি প্রভু, তুমিই জগতে
একমাত্র আরাধ্যদেবতা। তব আজ্ঞা,
তব ইচ্ছা, কথনো অন্যথা, নাথ, করি
নাই জ্ঞানে। কিন্তু আজি এই ভিক্ষা মাগি
তব পদে, রাজেশ্বর,—দয়াবান্ তুমি,—
ছাড়ি দেও অশোকবাসিনী। খোল, প্রভু,
খোল পিঞ্জরের দ্বার। ফিরি দেও তুমি
সীতানাথ-বিহঙ্গমে সীতা-বিহঙ্গিনী।
অবহেল কথা যদি, আজ আমি কভু
না মানিব। আজি একদিন, মন্দোদরী
অবাধ্য তোমার; এখনি স্বকরে তাঁ'রে
ফিরি দিব জানকীবল্লভে। কোন কথা

মহারাজ, না শুনিব তব। আমি পত্নী
তব, কিন্তু তুমিও আমার পতি, দেখ
বিচারিয়া। চল যাই অশোককাননে,
হৃদয়েশ।" "প্রাণময়ি," উত্তরিলা পতি,
"পরদুঃখে গলে তব হিয়া ; গলে না কি
এই পাষাণের প্রাণ, কহ তা' আমারে ?
ফিরি দিবে অশোকবাসিনী ? চল যাই
অশোকবিপিনে। কিন্তু কা'রে দিবে ফিরি
হেরিয়াছ কিছুক্ষণ হ'ল, অকস্মাৎ
কালমেঘ উদিয়া গগনে, অন্ধতম
অন্ধকারে ডুবা'য়ে ধরণী, গ্রাসি নিল
শশধরে বদন ব্যাদানি। মুহূর্ত্তেকে
পুনঃ, উদিলা শশাঙ্কদেব পাণ্ডুবর্ণ-
তনু। শুভ্র আভা ছাইল নভোমণ্ডল,
হাসিল তারা-ভূষিতা বৃদ্ধা বিভাবরী।
বিধির অপূর্ব্ব খেলা ; বুঝিয়াছ তুমি
মর্ম্ম তা'র ? সেই ক্ষণে মহামায়া, চণ্ড-
বিনাশিনী দেবী পাতালবাসিনী, ভাগ্য-
সূত্রে আকর্ষিলা বনবাসী যুগে, বলি-
হেতু লইবার তরে। বড় ভাগ্যধর

নর। যে দেহ হইত ভীষণ অরণ্য-
চর জন্তুর আহার, কর্ম্মফলে তা-ই
হইল কৌশিকীপদে বলিরূপে গত।
আর, তুমিও মহিষী ধন্য, রত্নগর্ভা
তুমি। তব গর্ভজাত মহী নিমেষের
মাঝে, নিঃশঙ্কা করিল লঙ্কা স্বীয় প্রভা-
বলে। জীবিত যদ্যপি থাকিতেন 'নর-
দেব', তব বাক্যে, প্রিয়ে, অবশ্য ফিরা'য়ে
দিতাম জানকী তাঁরে তিলার্দ্ধ-ভিতরে।
কিন্তু, অহো পরিতাপ;—কারে দিব আজি?
আদেশ' যদ্যপি, কুমার-অঙ্গদ-করে
দেই ফিরাইয়া ও রূপলাবণ্যরাশি,
কৃষিক্ষেত্রজাত।" কথা না হইতে শেষ
বজ্রনাদে রণবাদ্য উঠিল বাজিয়া
কোদণ্ডটঙ্কারধ্বনি বধিরিল দিশি,
শত-যোধ-কণ্ঠ-জাত হুহুঙ্কার-নাদ
তীব্রে সম্ভাষিল উষা। বীরপদভরে
লঙ্কা কাঁপিয়া উঠিল মুহুর্মুহু। এক
দণ্ডে নীরব ভৈরব-রব, অচঞ্চল
ধরা। বাহিরিয়া রক্ষপতি, চলি গেলা

বজ্রসম দুর্গ-অভিমুখে। হতবুদ্ধি
হ'য়ে রহিলা মহিষী। সংজ্ঞা লভি শেষে,
প্রেরিলা চেড়ীরে স্বর্ণশিবিকার তরে,
বহিতে বৈদেহী-ধনে নরেন্দ্র-গোচরে।
কতক্ষণে রক্ষপতি চলিলা আবেগে
যথায় দুঃখিনী বসি দেবী ক্ষৌণীসুতা।
প্রশস্ত সুবর্ণপথ মুকুতামণ্ডিত,
রত্নহারসম শোভে অশোকের গলে।
দুই পার্শ্বে তার, নগ্ন কলধৌতমূর্ত্তি
বিবিধ ভঙ্গিতে বিলাসতরঙ্গ তুলি
আছে দাঁড়াইয়া। প্রবালে রচিত চারু
কৃত্রিম পাদপ, খচিত বিবিধ রত্নে
শোভে শ্রেণীমত। শাখে শাখে নানাবর্ণ
বিচিত্র পতত্র বসি কৃত্রিম শোভায়
ঝলসিছে দশদিক। প্রকৃত বিহঙ্গ
কভু চঞ্চুপুটে আনি সু-আহার, স্নেহে
তা'র ধরিতেছে মুখে। কোথাও আবার
পথিপার্শ্বে চারু লতা-গুল্ম-দ্রুমরাজি—
অশোক, চম্পক, চূত, পুন্নাগ, কিংশুক,
কর্ণিকার, শাল, তাল, রসাল, তমাল,—

শাখে শাখে পত্রে পত্রে জড়া'য়ে জড়া'য়ে
দ্বিতীয় গগন এক রচিয়াছে যেন
শূন্যপটে। বিবিধ কুসুমরাজি, ফুটি
তরুশাখে, অনন্ত-তারকারাজি-সম,
ঝুলিতেছে সে আকাশে উজলি চৌদিকে।
তরুমূলে হেমময় সুন্দর বেদিকা
কঙ্কণ-কিঙ্কিণি-ক্ষত-চিহ্ন অঙ্গে ধরি,
শোভিতেছে ইতস্ততঃ। কৃত্রিম ভূধর
স্বর্ণচূড়, শশিমৌলি মহেশ্বর যথা,
হেরিছে বদন স্বচ্ছ-সরসী-দর্পণে।
কোথাও আবার শৃঙ্গধর-অঙ্গ বাহি'
ঝরঝর নির্ঝরিণী চলেছে ঝরিয়া,—
গুমরি যেন বা মানিনী সে স্রোতস্বিনী
চলিয়াছে মানভরে ছাড়িয়া অচলে।
অমনি শিখরী, তরুশাখা-কর যেন
প্রসারি আদরে, ধরিতেছে পদে তা'র
নিবারিতে গতি। আবর্ত্তের রূপে ধনী
যাইতেছে একবার, ফিরিতেছে পুনঃ
আত্মহারা। কোন স্থানে বিবিধ-আকার
সরোবর, স্বচ্ছ সুতরল, হাসিতেছে

প্রফুল্ল-কমলদল-অধর
মনোহর হর্ম্ম্য কোথা ভূধরশিখরে,
কোথা সরোবরনীরে, কোথা সমতলে,
শোভিতেছে আভাময়, নানা-রত্ন-মণি-
মুক্তা-প্রবাল-খচিত। চলেছে বৈদেহী-
হর সে কাননপথে, নীরবে ; তস্কর
যেমতি পশে দেবালয়ে। উদিছে আজি
বিবিধ প্রাচীন-স্মৃতি নিশাচর-হৃদে।
আপনার সনে কামী কহিছে আপনি—
"এই শেষ, শেষবার দেখিব সাধিয়া।
নহে বহুদিন, একদা অম্বরপথে
ভ্রমিতেছিলাম সুখে বিজয়গৌরবে ;
হেনকালে হীনপ্রভ করি নভশ্চরে,
তড়িল্লতাসম রম্ভা হেরিনু চলেছে
ছড়ায়ে রূপের ছটা ; ভাতি-বিমণ্ডিত-
কান্তি দিব্য গ্রহবর যথা ধায় শূন্য-
পথে। চলেছে রূপসী ব্রহ্মলোকে, পিতা-
মহ-পদ্মাসন-তলে। জর্জ্জর মদন-
শরে ধরিনু তাহারে বক্ষে তুলি। সেই
দণ্ডে আঁধার হইল খ-মণ্ডল। ঘোর

নাদে গর্জ্জিল জীমূতবৃন্দ, ইরম্মদ
ধাঁধিল চৌদিকে। অবিরল রক্তবৃষ্টি
হইল আকাশে! গণি সুসময়, আশু
পূরাইনু অভিলাষ। করুণ-স্বননে
সে দীনহৃদয়া রম্ভা লাগিল কাঁদিতে।
কাঁদিল তারকাবলী, দশ দিগ্‌বধূ
তারস্বরে। কাঁপাইয়া গগনমণ্ডল,
আকাশসম্ভবা বাণী গর্জ্জিল তখনি—
'রে রাবণ, অচিরাৎ এ পাপের ফলে
সবংশে নির্ম্মূল তুই হইবি নিশ্চয়-ই;
অতুল বিভব তোর হ'বে ভস্মরাশি।
আপনি মরিবি প্রাণে, জানিস্ দুর্ম্মতি,
যেইদিন পুনঃ সবলে ভুঞ্জিবি পর-
দারা।' সেই হ'তে ত্যজিয়াছি বল-ভোগ।
নতুবা কি কৃশোদরী তন্বী নরবধূ
পারিত অস্পৃষ্ট হেন রহিতে এ পুরে
এতদিন? তাই সাধিলাম এত; পুনঃ
আজি ভজিব যতনে। কিন্তু এই শেষ-
বার। পিতামহবরে অমর রাবণ
চারিযুগে। আমি কি ডরাই বনবাসী?

আকাশ-সম্ভবা বাণী আকাশ-কুসুম-
সম, নামমাত্রশেষ।" ক্ষণ এইভাবে
চিন্তি কুসুমেষু-সেবী, চলিতে লাগিলা
মৌনে দৃঢ় পাদক্ষেপে। অতিবাহি' পথ
নিকটিলে নিশাচর, চেড়ীদল হাসি'
বন্দি নতশিরে আসি পার্শ্বে দাঁড়াইল,
প্রফুল্ল কুসুম যথা সমীরণে হেরি।
সুধিলা রাবণ—"কহ সফল সাধনা?
আজি কি উত্তর দিলেন সুন্দরী?" "আর
কি কহিব দেব?"—উত্তরিলা রামা—"যেই-
মত এতদিন নিবেদিনু পদে, সেই
এক কথা; আজিও তেমতি, শূরেশ্বর।
সেই এক হাহাকার, একই উত্তর।
তব কামানলে দীর্ঘশ্বাস হ'ক ধূম-
সম, অশ্রু হউক আহুতি, প্রাণ তব
যজ্ঞকাষ্ঠরূপে কষ্টে হ'ক প্রজ্বলিত;—
তবু, বিফল সাধনা। আপনি ভজিয়া
দেখ পুনঃ, আমরা আহুতি দিব তাহে।"
এত বলি মৃদু হাসি নীরবিল চেড়ী।
বসি শুষ্ক লতাগৃহে রাঘব-বাসনা

বিষাদিনী, একবেণী মুক্ত পৃষ্ঠদেশে।
কপালে সিন্দুরলেখা, উষার ললাটে
লোহিত বালার্কলেখা শোভাময় যথা;
অথবা যেমতি শ্রীহীন কাননভালে
একটি কিংশুকপুষ্প শোভে সুরঞ্জিত।
অনিদ্র বিকল আঁখি বল্কল-অঞ্চলে
মুছি, নিরখেন উষা ভানু-বিরহিণী।
প্রাতঃ-সম্ভাষণ-তরে বিহগ বিহগী,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সহ আসি উপজিল
দ্বারদেশে। বাহিরিলে সতী, রঙ্গে অঙ্গ
লেহি, নাচিতে লাগিল পশু ইতস্ততঃ
ভ্রমি; কভু শিরে, কভু করে, বিহঙ্গম-
কুল বসিল, উড়িল, মাতি বৈতালিক-
গীতে। হেনকালে বৃক্ষশাখা-অন্তরাল
হ'তে, বাহিরিল নিশাচর লতাগৃহ-
দ্বারে। মেদিনী শ্বসিলা শীত-পবনের
রূপে। "নমস্কার দেবি" কহিল রাক্ষস
নির্লজ্জ কোমলভাষে। তীব্র দেবতেজঃ
সতীর শরীর হ'তে বাহিরি যেন বা
নিবারিল নিশাচরে; অচল দুর্ম্মতি।

পুনঃ আরম্ভিল দুষ্ট—"নমস্কার দেবি,
কে জানে এ হেন দুঃখ তোমার কপালে।
তব সম রূপ, এমন মোহন ছটা,
তরল যৌবন, সুবর্ণ-বাঞ্ছিত বর্ণ,
আভা দেবোপম,—মুনিজনমনোলোভা।
গড়িলা বিধাতা এমন সুন্দর-কান্তি
বনচর-তরে? রাজেন্দ্র পাইলে রত্ন
যত্ন করে তারে; দরিদ্র পারে কি কভু
চিনিতে সে ধনে? কিন্তু, লো সুন্দরি, যথা-
যোগ্য পদ তব, মিলাইলা বিধি এত-
দিনে। এই যে বিশাল পুরী, অগণিত
ধন, রত্ন, বিবিধ ভূষণ, প্রতিহারী,
পরিচর, ভূধর, কানন, অরণ্যানী,—
সকলি তোমার; তব পদতলগত।
এই অন্তঃপুরে, এ মনোমন্দিরে, তুমি
ধনি, একমাত্র উপাস্য-দেবতা। যাহা
ইচ্ছা, কর অনুমতি। ভক্তজন মাগে
বর, বরাঙ্গনে, দেহ বর তারে। কভু
কি নিষ্ফল হেন পূজা? অনঙ্গ আপনি
পুরোহিত; কঙ্কণ-কিঙ্কিণি-ধ্বনি শঙ্খ-

ঘণ্টা-রোল। উষ্ণ শ্বাস ধূপধূম ; নেত্র
দীপরূপে ; প্রেম পুষ্প, সুচন্দন প্রেম-
সম্ভাষণ ; নৈবেদ্য এ দেহ ;—পঞ্চ উপ-
চারে হেন পঞ্চশর-পূজা ; তুমি দেবী-
মূর্ত্তি, অধিষ্ঠাত্রী হৃদয়মন্দিরে ;—কভু
কি নিষ্ফল এ ভজনা ? দেহ অনুমতি
দাসে, ভক্তিভরে করি আয়োজন যথা-
বিধি, বিলম্ব না সহে। তব ভক্ত নর-
যুগ গত আজি রণে ; নবীন-সেবক-
পদ তাই যাচি আমি। অপরাধ যত
ক্ষমা কর দয়া করি, দয়াবতী তুমি।
সেই জনস্থান হ'তে তুলিনু যখন
ও কুসুম ; দেখ মনে করি, কতমতে
সাধিনু তোমারে, (উর্ব্বশীরে পুরাকালে
পুরূরবা যথা), ত্যজিয়া সে হীনবল
অল্পায়ু মানবে, বরিতে লঙ্কেশে সুখে
প্রেম-আলিঙ্গনে। কিন্তু কি যে মতিভ্রম
উপজিল তব ;—আজি দেখ, গতজীব
বনচর নরযুগ চিরদিনতরে।
এবে সু-সময় তব। সাজে কি তোমারে

বৈধব্য, সুন্দরি ? কে ভজে শ্মশান-রজঃ ?"
নীরবিলে কামী, সজললোচনা দেবী
নিশ্বসিলা শোকে। উদ্দেশে প্রণাম করি
পতিপাদমূলে, দর্ভতৃণ ব্যবধান
রাখি, কহিলা মৈথিলী দুষ্টে সকরুণ-
স্বরে—"রাবণ, রাজর্ষি জনক, দুহিতা
তাঁহার আমি, পালিতা যতনে। ইক্ষ্বাকু-
কুল-শেখর বিখ্যাত ভুবনে, নরেন্দ্র—
সূর্য্যবংশ-অবতংস ;—দয়িতা তাঁহার,
ধর্ম্মপত্নী। একপত্নীব্রতে অবস্থিত।
হেন জনে উচিত কি তব সম্ভাষিতে
হেন ভাষা ? পাপী যথা ব্রহ্মলোক নাহি
পায় কভু, কভু না লভিবে তুমি এই
দীনজনে। শুনিয়াছি শাস্ত্রদর্শী তুমি ;
কিহেতু লোভিছ পরভার্য্যা ? এ অনার্য্য
নীতি সমূলে নির্ম্মূল, হের, করিয়াছে
তোমা'। তথাপি চৈতন্য নাহি, অর্ব্বাচীন-
সম ? কুপথ্য-লোলুপ রোগী ;—সেইমত
স্পৃহা তব কুকর্ম্মসাধনে, চিরদিন ?
দেবী মন্দোদরী, সাধ্বীকুলে চিরধন্যা,

স্নেহময়ী ভার্য্যা তব, স্মর একবার।
স্মর তাঁর পতিভক্তি, তব পরিণাম।
এ কল্পে নিবৃত্ত হও। নতুবা কহিনু,—
অনৃত নহে এ ভাষা,—গহন অরণ্যে
শার্দ্দূল শশকে যথা, তেমতি নিহত
করিবেন রঘুনাথ ও দেহ তোমার,
ওই দর্প। একাকিনী পাইয়া আমারে
অজ্ঞাতে ধরিয়াছিলা পঞ্চবটীবনে,—
রাঘবের ভয়ে প্রাণ ল'য়ে পলাইলা
সাগরের পারে, কুক্কুর যেমতি ব্যাঘ্র-
ভয়ে। কিন্তু এবে নাহিক নিস্তার তব।
অচিরে নরেন্দ্র-কর-মুক্ত শরজালে
হ'বে ধরাশায়ী তুমি ; দেহ তব গৃধ্র-
সারমেয়-ভক্ষ্য হইবে এখনি। আর
আত্মা ?—(আমি পারিব ক্ষমিতে তোমা')—কিন্তু
জানেন ঈশ্বর, তার কি দশা হইবে।
তাই কহি, ত্যজ পাপপথ, পরনারী-
লোভ। দয়ালু রাঘব, সেবকবৎসল,
ক্ষমিবেন তোমা', কালে যদি পূত হও
তুমি, নৈকষেয়।" ঈষৎ হাসিয়া রুক্ষ-

ভাষে, কহিলা কৌণপ—"আমি স্তুতিলাম
তোমা' নতশিরে ; আর তুমি কত রূঢ়,
পরুষ, কর্কশ বাক্য কহিলা আমায়,
কৃশোদরি ? এই কি উচিত ? সু-সারথি
যথা, নিবারে কুপথগামী অশ্বে বেগ-
ভরে, সেইমত তব প্রেম-রথিবর
রোষ-অশ্ব রোধিয়াছে মম। তা' না হ'লে
দেখিতে নিমেষে তুমি কি ফল ফলিত,
তব অনাদর-বৃক্ষে ; কিবা পরিণাম
রাবণে অকথ্য কথা কহি এই পুরে।
কিন্তু, লো সুন্দরি, আমার সকাশে, বিন্দু-
মাত্র দোষ নাহি তব। বুঝিয়াছি আমি
দ্বিধা তব। তুমি ভাবিছ বুঝি বা, নর-
যুগ জীবিছে এখনো। ভ্রম তব ; এই-
মাত্র পদ স্পর্শি, কহিতে পারি সে কথা,
নাহিক সন্দেহ।" এত বলি রক্ষাধম
কামুক দুর্ম্মতি, ধাইলা স্পর্শিতে পদ
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত, তাপস-মানস-হংস,
মোক্ষধাম ভবে। অমনি সে দেশে, নানা
নব আভরণ, শুদ্ধ বস্ত্র ল'য়ে, চেড়ী-

দল সহ, উপজিলা মনস্বিনী রাণী
মন্দোদরী। পশ্চাতে তাঁহার, পদাতিক,
সু-ধানুষ্ক, সুবর্ণ-শিবিকা, দ্রুতগতি
সে কাননে আসি প্রবেশিল। সেই দণ্ডে,
"হায় রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণ," বলি
মূর্চ্ছিতা হইয়া সতী পড়িলা ভূতলে।
মুহূর্ত্তে সিংহিনী-সম ধাইলা মহিষী
চেড়ী সহ; প্রতিহারী পদাতিকব্রজ
ইরম্মদবেগে সবে মহিষা-আদেশে
ধাইলা পশ্চাৎ হ'তে উদ্দেশি রাক্ষসে।
মত্ত মাতঙ্গের করে সাপটি ধরিলা
তেজে রক্ষোতরুবরে। হীনবল পাপী;
হীনবল যথা অহি ব্যালগ্রাহি-করে।
রক্ষোরাজেশ্বরী বক্ষে তুলিয়া লইলা
সীতা-লতা, রাজহংসী মৃণালে যেমতি
চঞ্চুপুটে। অঞ্চলে মুছা'য়ে দেহ, শীত-
বারি-সেকে, চেতাইলা রঘুবাঞ্ছা। সেই
দণ্ডে, ঘনঘন হ্রাদে, আবার বাজিল
রণবাদ্য, ঘোর ঘটা করি। হস্তি-
অশ্ব-রথি-কুল-ভৈরব-নিনাদে, শূন্য

বিদীর্ণ হইল। কাঁপিলা বসুধা ত্রাসে,
উচ্ছ্বসিলা বারিপতি হুহুঙ্কার রবে।
শেল, শূল, জাঠা, ভল্ল, বিঁধিল অনন্ত-
দেহ কণ্টকিত করি। বাজিল তুমুল
রণ প্রাচীর-বাহিরে। ঘনঘন অগ্নি-
অস্ত্র বজ্রসম নাদে, পড়িল প্রাচীর-
'পরে কাঁপায়ে সমূলে। অগণিত ইষু
তীব্রজ্বালাময়, ছাইল গগনতল
বিকট স্বননে। চমকি চাহিল রক্ষঃ—
শত ধূমকেতু যেন উদিত আকাশে;
ধূর্জ্জটির জটাসম ধূমল-পিঙ্গল
ভয়ঙ্কর শরগুচ্ছ ভাতিল নয়নে।
বধির হইল কর্ণ, ব্যোমকর্ণ যথা
প্রলয়-বিষাণ-নাদে প্রলয়ের কালে।
হতবুদ্ধি নৈকষেয় উর্দ্ধে বাহু তুলি
অজ্ঞাতে কাতরকণ্ঠে কহিলা কাঁদিয়া—
"হা শঙ্কর, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথা?
স্পর্শি নাই পূত দেহ।" কোথায় শঙ্কর;
আবার তেমতি ঘোর ঘটারোলে, রণ-
নাদ উঠিল গগনে, তেমতি কাঁপিল

ধরা। স্বন্‌স্বন্‌ রবে, জ্বালাময় শর-
জাল ছুটিল তেমতি। জাগি নিশাচর—
গিরিদেহ ভেদি' যথা ধায় জলস্রোতঃ,
কিংবা যথা বেলাভূমি ভাঙ্গি হুহুঙ্কারে
ছুটে বারিদলপতি,—তেমতি বিচ্ছিন্ন
করি সুদৃঢ় বন্ধন, প্রতিহারিদলে
দূরে ছুড়ি ফেলি বেগে, ধাইল মোহান্ধ
রক্ষঃ রণভূমি-দিকে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ;—ধায়
যথা ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, প্রলয়ের
দিনে, সংহারগর্জ্জন শুনি মহারুদ্র-
মুখে ; অথবা যেমতি প্রকাণ্ড গ্রহের
পিণ্ড, গগন বিদারি, ধায় ধরাতল-
দিকে কক্ষরজ্জু ছিঁড়ি। হেনকালে রক্ষ-
চর, আসিয়া নমিল মহিষীরে ; জোড়-
করে, নিবেদিল পদে—"তুমুল সংগ্রাম,
মাতঃ, বাজিয়াছে এবে। সর্ব্বদ্বারে বীর-
গর্ব্বে যুঝিছে বাহিনী। বহিতেছে লোহ-
স্রোতঃ গভীর কল্লোলে, ভাসায়ে উভয়-
সৈন্য। রাঘবশিবিরে গতি অসম্ভব।
কেমনে পশিবে, মাতঃ, এ কটক কাটি ?

স্বচীসম রন্ধ্র নাই পশিবে যে পথে।
বিবরিয়া কহিনু সকলি। যাহা ইচ্ছা,
কর রাজেশ্বরি।" এত বলি লভি আজ্ঞা,
চলি গেল রক্ষচর মুহূর্ত্তমাঝারে।

দশম সর্গ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ন।

যুদ্ধ। রাবণ ও বিভীষণের বিতণ্ডা। পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ। ভূকম্প।
উভয় সেনার ইতস্ততঃ পলায়ন ও রণশেষ।

হেথায় তুমুল রণে রাঘবীর চমূ
মাতিয়াছে বীরমদে রক্ষচমূ সহ।
রামশূন্য রণভূমি হেরি রাঘবারি
উঠিলা প্রাচীরশিরে, রিক্তহস্ত বলী,
হেরিতে সমরক্রীড়া ; ঘন পয়োবাহ
যথা বিন্ধ্যগিরিশিরে। হেরিলা দু'পার্শ্ব
হ'তে সহর্ষ অন্তরে, সুপার্শ্ব, পিঙ্গল,
রক্ষসেনাপতিদ্বয়, নাগ-রক্ষ-সেনা
ল'য়ে পশিয়াছে ভেদ করি রাঘবীয়
ব্যূহ, পশ্চিম-তোরণ-অগ্রে। বজ্রদংষ্ট্র
কপিশ্রেষ্ঠ, হরিসৈন্য ল'য়ে, অঙ্গদের
সেনা সহ মিশিছে পশ্চাতে। সর্পগুচ্ছ
যথা, বল্মীক হইতে, বাহিরায় ভীম-

গর্জ্জে, লকলকি জিহ্বা অবলেহি, সেই-
মত, সুপার্শ্ব-কোদণ্ড হ'তে বাহিরিছে
শরজাল ঘোর স্বন্‌স্বনে, অন্ধকারে
ডুবা'য়ে মেদিনী। হস্তী, অশ্ব, অগণিত,
দ্বিধা খণ্ড করি কপিবলে, পদতলে
মথিছে বাহিনী। কত যে পড়িছে কপি
শ্রাবণের বারিস্রোতঃসম লোহস্রোতঃ
বর্ষি অকাতরে, কে করে গণনা তা'র ?
প্রতিরোধে, প্রতিকূলগতি-স্রোতঃ-সম,
মুহূর্ত্তে বাহিনী সহ হরিসৈন্যপতি
ধাইলা অমিতদর্পে, লক্ষি রক্ষচমূ
সম্মুখে। বিজয়মত্ত নিশাচরবল
ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত রণভূমি'পরে,
সাধিছে নিধনকর্ম্ম নির্ম্মম প্রহারে।
হেনকালে অকস্মাৎ ফিরি প্লবঙ্গম,
প্রকাণ্ড-পাদপকাণ্ড-গিরিশৃঙ্গাঘাতে
সহস্র রক্ষের মুণ্ড লাগিল ভাঙ্গিতে
বজ্রসম। সিকতাবন্ধন ভেদি' বারি-
রাশি যথা, মহাকোলাহলে ধায় বেলা
অতিক্রমি', হুহুঙ্কার নাদে ; সেইমত

পড়িল রাঘবচমূ রক্ষচমূ'পরে।
খণ্ডখণ্ড হ'য়ে ভাঙ্গি পড়ে বেলা যথা
উত্তালতরঙ্গাঘাতে বারিরাশি'পরে,
তেমতি পড়িল ভগ্ন নিশাচরদল
রণভূমে, লোহধারে কর্দ্দমিত করি
রণভূমি। তীব্রজ্বালাময় বহ্নি জ্বলি
নেত্রকূপে, ধূমকেতু নভস্তলে যথা,
রক্ষেন্দ্রললাটভূমি বীভৎস করিল।
পদাঘাতে কাঁপাইয়া চঞ্চল মেদিনী
ধাইয়া আইল কপি প্রাচীরের মূলে।
মহাকায় শতঘ্নীর অগ্নিপিণ্ডাঘাতে
শতচ্ছিদ্র পুরবৃতি করিয়া তুলিল।
প্রাকারের পাদদেশ কভু পদাঘাতে,
কভু লম্ফে লম্ফে তার চূড়া অবঘাতি',
বিকট সমরমদে মাতিল মর্কট,
বিধ্বস্ত করিয়া দর্পে পৌলস্ত্যের পুরী।
হেনকালে পূর্ব্বদ্বার ভেদি' বাহিরিল
অযুত রাক্ষসসেনা, হর্য্যক্ষবিক্রমে ;—
আস্ফালি ফলকপুঞ্জ, শেল, শূল, অসি,
নারাচ, ধ্বিকর্ণি, গদা, শর, শরাসন ;

কাঁপাইয়া রণক্ষেত্র, ত্রাসি পয়োনিধি,
একলম্ফে উপজিল ব্যূহকেন্দ্র ভেদি'
যথায় বাহুবলেন্দ্র মৈন্দ ইন্দ্র-সম,
দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকবৃন্দ সহ মথিছেন,
পূর্ব্বদ্বারে নিশাচরে। অবিন্ধ্য রাক্ষস-
শ্রেষ্ঠ সম্ভাষিলা মৈন্দ বলেশ্বরে—"কার
তরে মূর্খাধম যুঝিস্ অদ্যাপি? পর-
পদ-লেহন স্বভাব যা'র, সে কি কভু
প্রকৃত সমরস্বাদ জানে ভূমণ্ডলে?
বৃথায় আইলি লঙ্কাপুরে, বনচর;
স্মর শেষদশা।" গভীর জীমূতমন্দ্রে
মৈন্দ উত্তরিলা—"তস্করে শাস্তিয়া যদি
দেহপাত হয়, সে-ও সৌভাগ্যের কথা।
কিন্তু জানিস্ নিশ্চয়, নিশাচর, রক্ষ-
কুলাঙ্গারদলে যাবৎ জীবিবে এক
প্রাণী, কিছুতেই নাহিক নিস্তার। ধর
অস্ত্র নিশাচর।" প্রতিদ্বন্দ্বী ঘনযুগ
হ'তে, ছুটে ইরম্মদ যথা পরস্পর
শিরে, সেইমত অগ্নি-অস্ত্র জ্বালাময়
তেজে, ছুটিল উভয় হ'তে। দাবানল

পশি যথা গহন কাননে, ভস্মরাশি
করে তারে নিমেষমাঝারে, সেইমত
দগ্ধ রঘুসৈন্য, দগ্ধ রক্ষসেনাবৃন্দ,
অস্ত্রাঘাতে। কভু উর্দ্ধে, কভু নিম্নে, ইত-
স্ততঃ কভু, ক্ষণপ্রভাসম রঙ্গে উভ
অনীকিনী, নাচিতে লাগিল রণভূমে ;—
প্রেতভূমে কবন্ধ যেমতি শতশত,
নাচে অট্টহাস্য করি বিকট তাণ্ডবে।
গদা গদাঘাতে, অসি নিস্ত্রিংশপ্রহারে,
শূল শূলক্ষেপে, বিকর্ণি-নারাচ-ভল্ল
সম প্রহরণে, চূর্ণচূর্ণ শতখণ্ড
হইয়া পড়িল। শূলে বিদ্ধ যোধমুণ্ড
সমৃণালদণ্ড-রক্ত-কুবলয়-সম
ভাতিল সমর-হ্রদে। কৃতান্তের লোল-
জিহ্বারূপে অসিবর্গ, রুদ্রের সংহার-
শূল-সম শেল-জাঠা, বিকট ভয়াল
সংখ্য করিয়া তুলিল ; ভগ্ন শিরঃ, উরু,
বাহু, দেহকাণ্ড যত, উর্ম্মিচূড়াসম
ভাতিল সে রণার্ণবে। মৃতে, অর্দ্ধমৃতে,
শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে, জড়া'য়ে জড়া'য়ে,

লোহস্রোতে লাগিল ভাসিতে, তিমিঙ্গিল-
সম সে সাগরে। অনিশ্চিত জয় কিংবা
পরাজয় আজি। উথলিছে রণসিন্ধু
পূরবে পশ্চিমে। হেনকালে উত্তরের
সিংহদ্বার হ'তে, (উজ্জ্বল বৈদুর্য্যময়
সে মহাতোরণ) বাহিরিল কঙ্কশীর্ষ
লঙ্কেশ্বর-বল সুবিখ্যাত ;—দেব-দৈত্য-
নর-জয়ী অব্যর্থ ত্রিলোকে। সু-ঈষৎ
হাসি, দেখা দিল রক্ষেন্দ্র-অধরে। দ্রুত-
গতি দক্ষিণে প্রসারি, ভুবনবিজয়ী
চমূ, চলিল রক্ষিতে সুপার্শ্বে, দুর্দ্দশা-
গ্রস্ত। অঙ্গদ অমনি, অঙ্গ যার শিলা-
সম কঠিন-কর্কশ, নিজবল সহ
ধাইলা মৈন্দের তরে পূর্ব্বপ্রান্তদেশে।
বিভীষণ, ভীষণ আহবে, ঋক্ষসেনা-
দল ল'য়ে, "জয়রাম" নাদে, ধাইলেন
নিবারিতে কঙ্কশীর্ষ দলে। কোদণ্ডের
গম্ভীর টঙ্কারে, ভাঙ্গিয়া পড়িল শত
শৃঙ্গধরচূড়া, মড়মড়ি। মহাতঙ্কে
নীরব জলধি। সৌর-বিভা-বিমণ্ডিত

জলন্ত কৃপাণ, ধাঁধিল বিকটতেজে
অম্বরমণ্ডল। বিনিন্দিত-উচ্চৈঃশ্রবা-
অশ্ব-পৃষ্ঠ-'পরে, মন্দ আস্কন্দিতে, শূল-
হস্তে বিভীষণ আইলা ধাইয়া। উচ্চ
মঞ্চাসন হ'তে, হেরিলা রাবণ রুষি
রাবণ-অনুজে, মিত্রঘাতী। ধায় যথা
বিধর্ম্মি-বিদ্যুৎ-ছটা লক্ষি' পরস্পরে,
ধাইলা বৈদেহী-হর হোর বিভীষণে
রঘুমিত্র। অগ্রসরি রিপু-অগ্রে ভীম
গরজনে, কহিলা কৌণপাধিপ—"রক্ষ-
কুলগ্লানি, পর-অন্ন-ভোজী, ঘৃণ্য তুই
বিদিত জগতে। কালস্রোতঃ নিরবধি,
যে অবধি বহিবে অবাধে, মূর্খাধম,
সে অবধি তোর নাম, অবিশ্বাসী, জ্ঞাতি-
দ্রোহী, কুলাঙ্গার রূপে, বহিবে জাগ্রত
ত্রিজগতে। নিলর্জ্জ তুই, আইলি অস্ত্র
ধরিতে দুর্ম্মতি? কার তরে? পুত্রবধ,
জ্ঞাতিবধ, মাতৃসম জন্মভূমি, তা'ও
প্রায় জনশূন্য করি, পূরিল না আশা
তোর? ভ্রাতৃবধে আইলি ধাইয়া? কা'র

সাধ্য, সংসর্গজনিত দোষ রোধে ধরা-
তলে ? কুলীরক যথা, ধরে গর্ভে নিজ-
সুতে বিনাশের তরে, লঙ্কা ধরিলেন
বিনাশের তরে তোরে আপন জঠরে।
দেখ মনে গণি, কোথা অযোধ্যার রাম,
আর কোথায় রে তোর দেবদৈত্যনর-
খ্যাত বিপুল সংসার। কি কহিব তোরে
আর ? বৃদ্ধা মাতা নিকষা মহিষী, দিবা-
নিশি অজস্র ঝরিছে অশ্রু তাঁর ; হাহা-
রবে, পূরিয়াছে লঙ্কাপুরী লঙ্কা-অধি-
বাসী। বনচর নরযুগ রোধে তব
পুরী, তুমি হায়, সহায় তাহার ? কহ
শুনি, পারিত কি দুর্ব্বল মানবদ্বয়
বিধ্বস্ত করিতে হেন কুল পৌলস্ত্যের ?
শম্বুকে শুষিত কভু অম্বুরাশিপতি ?
উচিত কি তব, বিভীষণ, পিপীলিকা-
মঞ্চ তুলি বসাও আদরে, হিমাদ্রির
দেবারাধ্য উচ্চশৃঙ্গ'পরে ? মণ্ডুকের
পদাঘাতে দণ্ড' ঐরাবতে ? এখনও
নহে অসময় ; দেখ বিচারিয়া, ভাই,

কহিনু তোমারে। প্রতি উষাসমাগমে,
যার পদ, দুই হস্তে লইতে মস্তকে,
তা'র পদরজঃস্পর্শে এতই আক্রোশ
উপজিল তব হৃদে! দুর্ভাগ্য আমার,
দুর্ভাগ্য মায়ের তব, দুর্ভাগ্য লঙ্কার।
দোষ যদি করে থাকি, অতল বিস্মৃতি-
জলে পার নাকি প্রক্ষালিতে তা'রে? নাহি
যদি পার, হও অগ্রসর। জান তুমি,
বিগ্রহে বিমুখ নহে অগ্রজ তোমার।
ধর ধনু, হে সুধান্ব, কিংবা অসি, কিংবা
গদা, যাহা ইচ্ছা, লও প্রহরণ। আশু
আসি নাশ কুলদেবে; কুলের প্রদীপ
তুমি, নিবাও প্রদীপে।" শুনিয়া সে নীচ
ভাষা, বিভীষণ কহিলা সম্ভ্রমে—"রক্ষো-
রাজেশ্বর, নমস্য আপনি; সর্ব্ব-অংশে
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব। সাঙ্গবেদ, স্মৃতি,
ইতিহাস, সর্ব্বশাস্ত্রে কৃতবিদ্য তুমি,
রক্ষপতি। তুমি বহুদর্শী; দেশ-কাল-
পাত্র-বিশেষজ্ঞ। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার গোচরে।

কিন্তু চরিত্র স্বতন্ত্র বস্তু, হে পৌলস্ত্য,
কহিনু তোমারে। ইন্দ্রিয়নিচয় এক-
বার উচ্ছৃঙ্খল হ'লে, লঙ্কাপতি, নিম্ন
হ'তে নিম্নতর পঙ্কিল-কলঙ্ক-হ্রদে
ডুবায় দেহীরে। সংযম সুযত্ন-লভ্য,
অভ্যাস তাহার মহাপ্রাণ। হায়, কর্ম্ম-
দোষে শিখ নাই সে সংযম, নিশাচর-
কুলে যোগীশ্বর যদিও আপনি। তাই,
ডুবিলে সবংশে তুমি, ডুবা'লে এ পুরী
অধর্ম্ম-রৌরব-গর্ভে। পিচ্ছিল অধর্ম্ম-
পথ; হইলে পদস্খলন, একেবারে
লয় সে জীবেরে, তলদেশে। ভাগ্যধর
ত্রিজগতে,—দেব, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর,
অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মানব,—
সর্ব্বকুলে ভাগ্যধর সে মহাপুরুষ,
পৌরুষসহায়ে যেই রোধে কর্ম্মস্রোতে,
স্বভাবতঃ দুর্নিবার। কিন্তু হেন ভাগ্য,
হে রজনীচর-চূড়া, হয় নাই তব;
জানেন ধূর্জ্জটি, আর হইবে কি কভু।
পুত্রহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা, মহা-অপরাধ

দিতেছ আপনি মোরে। কিন্তু দেখ সার
বুঝি, কেবা পুত্র কা'র, কেবা জ্ঞাতি, বন্ধু
ত্রিজগতে কেবা? নহে কি এ মহাভ্রম
তব? মোহমরুভূমে মরীচিকামাত্র,
বিচিত্রদর্শন। কতকাল আয়ু তব?
হ'ক দীর্ঘ আয়ু, কিন্তু কতকাল, কহ?
সেই কাল গতে, অনন্ত অদৃষ্টপটে
কিবা পরিণামফল ফলিবে তোমার
ভাগ্যবৃক্ষে; রক্ষশ্রেষ্ঠ, দেখ বিচারিয়া।
তব পদাঘাতে আক্রোশ আমার? এই
বুঝিয়াছ মনে? হে পূর্ব্বজ, এ অপূর্ব্ব
ব্যবহার কবে দেখিয়াছ মোর, এই
দীর্ঘকালে? দূর কর এ বিশ্বাস। হায়
মহেষ্বাস, তব আচরণে, অনিবার্য্য
পাপস্রোতে ভাসাইলা স্বর্ণলঙ্কাপুরী
নিশিদিন। অনুজের কর্ত্তব্যসাধনে,
কতই সাধিনু, তোমা' নিবারিতে কালে।
কিন্তু ক্রম-বিসরণশীল-অঙ্গক্ষত-
সম, বাড়িতে লাগিল, কুকর্ম্মজনিত
মোহ অনুদিন তব। অবশেষে রক্ষ-

কুল-বিরাট-শরীরে, জীবনের শেষ
আশা, তা'ও নিলে হরি', সাংঘাতিক মর্ম্ম-
ঘাতী কুপথ্য আহরি। অনন্য-উপায়
সেইহেতু, ক্ষতদুষ্ট অঙ্গ যথা ত্যাগ
করে রোগী, ত্যজিনু তোমার পুরী চির-
দিন-তরে; ত্যজিনু সংসর্গ তব; মাতা,
পুত্র, জ্ঞাতিবর্গ, অবহেলে সকলই
ত্যজিনু। লইনু শরণ মানব-কুল-
সত্তম শ্রীরামের পদে। কি আর আমি
কহিব তোমারে, ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ
তুমি। শ্রীরামলক্ষ্মণে, হের পূর্ণব্রহ্ম-
রূপে; ভজ পূর্ণব্রহ্মবোধে। অন্তরের
মোহ-অন্ধকার কর দূর, দূরদর্শি।
কর ভক্তি, কর অনন্ত বিশ্বাস সেই
পদে। পাবে মুক্তি, হে শক্তিসেবক শৈব;
সেই নরদেবে দেখ অভিন্ন হৃদয়ে,
পাবে শান্তি সুশীতল। নহে অসময়
কভু; তিনি দয়াময়, দয়া করি, হরি'
লইবেন প্রভু দুরিত তোমার। এই
সার কথা কহিনু তোমারে, রক্ষোবর।

ফিরি দেও শক্তিরূপা জনকনন্দিনী,
তিলমাত্র ব্যাজ নাহি করি। আর যদি
নিতান্ত দুর্ম্মতি তব, এখনও পাপ-
গ্রহসম, রহিয়াছে অনুগামী ; যাহা
ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে আচর। লও অস্ত্র, যেবা
সাধ তব। পরবীরঘাতী তুমি, জানে
বিভীষণ ; কিন্তু এই ভুজ ধরিয়াছে
অস্ত্র কভু রিপুর সমরে ; এই পদ
অরাতির লোহপূত সমরপ্রাঙ্গণে
করিয়াছে বিচরণ, জান সে আপনি।
কিন্তু বাহুবল পশুবলসম, ধর্ম্ম-
রক্ষাহেতু যদি নহে নিয়োজিত। ধর্ম্ম-
বলে বলীয়ান্ বীরশ্রেষ্ঠ যিনি, সে-ই
কালরণজয়ী কহিনু তোমারে।” এত
কহি, দর্পে মহাশূল-শিরে বিভীষণ
বিঁধলেন ক্ষিতি ; বিঁধেন যথা বিঘোর
শ্মশানে, কপর্দ্দী অন্তক-শূল ত্রিযাম
নিশীথে, আইসেন যবে রুদ্র ভেটিতে
সে ভূমি ; প্রেতদল নাচে যাঁর বিকট
তাণ্ডবে চৌদিকে ; শূলদণ্ড, ঊর্দ্ধপদ

কাপালিক যথা, নিশাকালে প্রেতভূমে
শোভে ভয়ঙ্কর,—সেইমত রণক্ষেত্রে
রাবণসম্মুখে শূল রহিল স্থাপিত।
বাহিরায় জ্বালা যথা তাপদ্রব লৌহ-
পিণ্ড হ'তে, জ্বলিল বিশাল নেত্র নিশা-
চরভালে। দুর্ব্বলহৃদয় নৈকষেয়
উত্তরিলা রুষি—"হা অদৃষ্ট, উপদেষ্টা
আজি নর-অবতার-শিষ্য বিভীষণ
সুধী। পরকাল ভাবি বিকলহৃদয়
যিনি, ইহকাল বিস্মৃতি-সলিল-তলে
নিমগ্ন তাঁহার; ছিন্ন ইহকাল-বন্ধ
পর-অন্ন-লোভে। বুঝিনু কৃতান্ত আজি
নিতান্ত তোমারে দয়াবান্। বৃথা আর
এ সাধনা। লও অস্ত্র বীরবর, রণ-
নাদে বাজুক দুন্দুভি, বাজুক বিজয়-
তূরী ভৈরব আরাবে। বৃথা এ সময়-
ক্ষয়, হও অগ্রসর।" নীরবিলে বলী,
বাজিল তুমুলরণ পুনঃ দুইদলে।
ফণাধর-সম গর্জ্জি, ধাইল বিশিখ-
জাল লক্ষি' পরস্পরে;—চূর্ণচূর্ণ হ'য়ে

সংঘর্ষণে, ছাইল গগনতল ঘন
আবরণে, জ্বালাময় ; অগ্নিচূর্ণ যেন
সহসা বিস্তৃত হ'ল রণক্ষেত্র'পরে।
বিখ্যাত-বড়বা-পৃষ্ঠে রাবণ আপনি
অসিহস্তে, শূলহস্ত বিভীষণ বলী
অশ্বারূঢ় ধাইলেন মহাভয়ঙ্কর।
শরভ, গবাক্ষ, গজ, কুমুদ, পনস,
সসৈন্যে যুঝিলা রুষি রক্ষোগুল্মপতি
যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর, বক্র, প্রঘষ নির্ম্মম,
হ্রস্বকর্ণে। যুগান্তনিনাদে রঘুসৈন্য
আক্রমিল রক্ষ-অনীকিনী। অবিরল
অস্ত্রজালা জ্বলিল অম্বরে। কর্ণভেদী
প্রহরণ-সংঘাত-নিনাদ বিদারিল
নভস্তল, বধির জলধি। মহাস্রোত-
স্বিনী-রয়ে রণক্ষেত্রে শোণিত বহিল।
ধূমপুঞ্জ উঠি সেই তপ্তস্রোতঃ হ'তে
গাঢ় অন্ধকারে আশু গ্রাসিল দিনেশে।
কভু ঊর্দ্ধে, কভু নিম্নে, কভু শৈলচূড়ে,
কভু বা অর্ণবপ্রান্তে, কভু পুরদ্বারে,
ইতস্ততঃ উৎপতিত যোধের প্রহারে,

ভীষণ সে রণস্থলী হইয়া উঠিল।
প্রচণ্ড সৈনিকবৃন্দ উল্কাপাতসম
পড়িল ছাইয়া ক্ষেত্র। পৌলস্ত্য, পৌলস্ত্য
সহ ভৈরব আরাবে, মাতিলা করাল
উগ্র বিশ্বনাশী রণে। মুহূর্ত্ত বিমানে,
দেব, যক্ষ, নভশ্চর কিন্নর, চারণ,
হেরিলেন সে সংগ্রাম; অমান সন্ত্রাসে
পশিলেন স্বর্গদ্বারে যে যার আবাসে।
ঘুরিতে লাগিলা দোঁহে রথচক্রসম,
গভীর নির্ঘোষে পূরি সেই রণস্থলী।
সহস্র শতেক শর হানিলা রাবণ,
নিবারিলা রঘুমিত্র বিচিত্র কৌশলে।
এড়িলা পরিঘরাশ প্রমত্ত অনুজ,
কাটিলা কৃপাণ-অস্ত্রে পৌলস্ত্য তখনি।
ক্ষিপ্রহস্তে প্রাসকুল অমনি ছাড়িলা
হুঙ্কারি লঙ্কেশ রৌদ্র বজ্রসমবেগে,
মহাদ্রুম-অস্ত্র ক্ষেপি' বিমুখিলা তাহে
লক্ষ্য-সিদ্ধ বিভীষণ ভীষণ-বিক্রমে।
লম্ফে লম্ফে ধায় অশ্ব উগারি শোণিত,
ক্ষুরাঘাতে রণক্ষেত্র শত-ক্ষত করি।

মুহূর্ত্তে ধাইয়া শূলে বিভীষণ বলী
বিঁধিলা কৌণপেশ্বরে বামভুজমূলে।
ফণীন্দ্র-আঘাতে উগ্র বৈনতেয় যথা,
চক্ষুর নিমেষে রক্ষোরাজকুলেশ্বর
আঘাতিলা অয়োমুখ আয়ুধে অনুজে;
অশ্ব অশ্বারোহী সহ একই আঘাতে
পড়িল সমরক্ষেত্রে রম্ভাতরুসম।
অমনি রাঘব-অরি হয়পৃষ্ঠ হ'তে
একলম্ফে নামিলেন রণভূমি-'পরে।
"বাখানি শূরত্ব তোর; স্মর ইষ্টদেবে,"
বলিয়া অনল-অস্ত্র ভৈরব গর্জ্জনে
ছাড়িলা সধূমপুঞ্জ লক্ষি' বিভীষণে।
সে-অস্ত্র-আঘাতে রক্ষঃ বিক্ষত হইয়া
অজস্র বর্ষিলা লোহ, ধাতুস্রাব যথা
ক্ষৌণীধর। গদাঘাতে পীড়িলা রাবণ
মুহূর্ত্তে অনুজ শূরে বিকট পীড়নে।
সেই দণ্ডে ভয়ঙ্কর "জয়রাম" নাদে
চমকিলা রক্ষপতি; হেরিলা দক্ষিণে
শরভ করভসম নববলে বলী,
হরিযূথ সহ দর্পে বিমুখি' প্রঘষে

ধাইছে পশ্চাতে তা'র। রক্ষসেনাদল
ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইছে পুরী-অভিমুখে।
দ্বিবিদ বিবিধ শরে দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্ধরে
নিশাচরযূথ সহ নিপাতিছে রণে।
একে একে রক্ষোদল পড়িছে সমরে,
পড়ে যথা পক্কফল বৃন্ত হ'তে খসি
গহন-অরণ্য-মাঝে তরুরাজিশাখে।
হ্রস্বকর্ণে, যূপাক্ষরাক্ষসে, স্বস্ব গুল্ম
সহ, গবাক্ষ হর্য্যক্ষবলে, কাটিয়াছে
খণ্ডখণ্ড নিমেষমাঝারে। উথলিছে
রণসিন্ধু ; সফেণ-শোণিত-রাশি, ঊর্ম্মি-
মালাসম, বহিতেছে তীব্রবেগে সেই
সিন্ধু-'পরে। রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিক,
কার্ম্মুকী, নারাচী, শূলী, ভাসিতেছে গত-
জীব-জলজীব-সম। গভীর নির্ঘোষে
"জয় রাম, জয় সীতাপতি জয়" ধ্বনি
উঠিছে আকাশে। মুষ্টিমেয় বলিশ্রেষ্ঠ
কঙ্কশীর্ষ-বল ভ্রমিতেছে ইতস্ততঃ
যমদূতসম, সংহারি সংগ্রামে রিপু
অদম্য বিক্রমে। অগণিত রক্ষচমূ

পতিত সমরে। হেরি রক্ষোদলদশা
ক্ষণ দাঁড়াইলা নৈকষেয়, মহার্ণবে
মৈনাক যেমতি। পুনঃ সে নৈরাশ্যদগ্ধ
বিশ্রবাতনয় রাঘবারি, হুঙ্কারিলা
ঘোরনাদে মাতা'য়ে স্বদলে। একা পর-
মর্ম্মভেদী দুর্দ্দম রাবণ, ছুটিলা সে
রণভূমে দুষ্টগ্রহসম। হয়েশ্বরী
বড়বা, বাড়বানলসম রণার্ণবে,
সহর্ষে লইয়া শূরে পুনঃ পৃষ্ঠোপরি
ছুটিল প্রচণ্ডবেগে লোহস্রোতঃ ভেদি';
কল্কী-অবতার যেন প্রলয়ের কালে।
অথবা যেমতি কালচক্র, এ বিশাল
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া, ছুটে অবিরামগতি,
প্রতি পলে অনুপলে সংহারি দেহীরে,
তেমতি রক্ষেন্দ্র-চক্র ছুটিল নিমেষে।
তীক্ষ্ণ শরজাল অর, নাভি শরাসন,
জ্যানির্ঘোষ চক্রনাদ, করমুক্ত-শর-
ক্রিয়া 'পর্যাস্ত' * চক্রের। দুই হস্তে অস্ত্র-
ক্ষেপ, বর্ষারম্ভে বারিধারাসম,

---

* পরিধি।

নাশিল অসংখ্য রিপু তিলার্দ্ধমাঝারে।
দ্বীপী যথা গোষ্ঠগৃহে নাশে বৃষদলে,
তেমতি নাশিলা রক্ষঃ রাঘবীয় চমূ।
মহারণ্যে, শৈলচূড়ে, উপত্যকা-অধি-
ত্যকা-দেশে, সমতলে, কি সৈকতে, কিংবা
বৃক্ষশাখে, সর্ব্বস্থলে বীরদর্পে রক্ষ-
অধিপতি, মথিলা মুহূর্ত্তে রিপু মত্ত
রণমদে। ভগ্নহৃদে, ঘোর কোলাহলে,
অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, বজ্রদংষ্ট্র শূর,
দিলা পৃষ্ঠভঙ্গ রণে হতাশা-তাড়িত।
কেহ না হেরিছে কোথা যুঝিছে রাবণ,
শুধু আর্ত্তনাদ ঘোর, যোধের পতন,
ভগ্ন রথ, ভিন্ন অশ্ব, অস্ত্রের সংঘাত,—
ঘোষিছে করাল রণ পলে অনুপলে।

হেনকালে কাঁপাইয়া রসাতলপুরে
মহীরাবণের পুরী ঘোর ভূকম্পনে,
উপজিল সে তরঙ্গ ধরাপৃষ্ঠ'পরে ;
বিঘোষিয়া রাবণির নিধনবারতা।
বজ্রসম সুগম্ভীর বিশ্বনাশী হ্রাদে
আলোড়িয়া রণস্থল কাঁপিলা বসুধা ;

ক্রমে ঘনঘন কম্প, মহার্ণবে যথা
উত্তাল তরঙ্গদল প্রভঞ্জনবলে,
ছাইল সে রণস্থল, সে সুবর্ণপুরী।
ভাঙ্গিল ভূধরচূড়া, অচল-পঞ্জর,
খণ্ডখণ্ড হ'য়ে দণ্ডে পড়িল ভূতলে;
নিম্ন হ'তে সানুদেশ উঠিল আকাশে,
ঊর্দ্ধে উচ্চ শৃঙ্গরাজি ডুবিল অতলে।
বিদীর্ণ হইল ধরা সহস্রযোজন;—
ব্যাদানি বিশাল বক্ত্র, উগরিল ধাতু-
স্রাব ধূমপুঞ্জসহ। পূতিগন্ধ ব্যাপি'
চারিদিক্, প্রেতভূমে রণভূমি কৈল
পরিণত। স্বর্ণসৌধচূড়াবলী মড়-
মড় রবে, পড়িয়া ছাইল পুরী, অতি
ভয়ঙ্কর। দ্বিতল, ত্রিতল, চতুস্তল,
শতধা-খণ্ডিত হর্ম্ম্য, মঠ, দেবালয়;
কর্কটি স্ফুটিত যথা অর্ককরাঘাতে।
সরোবর, বাপীতল, দীর্ঘিকা গভীর,
উচ্চ-শৈলধর-রূপে হ'ল পরিণত।
উজাড় অরণ্য, মহাদ্রুমরাজি যত
ভূমিগর্ভে মুহূর্ত্তে ডুবিল। সুবিস্তীর্ণ

রাজপথে, পয়োনালী বহিল পঙ্কিল।
প্রবাহিল পয়োনালী, বন্ধুর দুর্গম
পথে বিকৃত হইয়া স্থানে স্থানে, যেন
দীর্ঘ-ছিন্নসূত্র-সম। নিশাচর-নিশা-
চরী, নাগ-নাগবধূ, বিহঙ্গ-বিহঙ্গী-
কুল, মাতঙ্গ, শার্দ্দূল, খড়্গী, ফণাধর
অহি, কচ্ছপ, কর্কট, মীন,—জলচর
বনচর, শূন্যচর যত ; পতঙ্গ, স্বেদজ
কীট, অণ্ডজ, যোনিজ,—কত যে মরিল
জীব সে ঘোর প্রলয়ে, কে করে ইয়ত্তা
তা'র ; সংখ্যাতীত প্রাণী। পতন-সংঘাত
সহ বারিধি-উচ্ছ্বাস, বিদীর্ণ করিল
ব্যোমকর্ণ। মুহুর্মুহু উন্মত্ত নর্ত্তনে
নাচিল সলিলপতি, নগ্না বসুন্ধরা
বিমুণ্ডা ; অট্টহাস্য করি কবন্ধ যথা
নাচে রণভূমে। স্তম্ভিত, বিধ্বস্ত, ত্রস্ত
পৌলস্ত্য বিজয়ী ; শতভিন্ন রঘুসৈন্য
স্তব্ধ বিক্ষোভিত ; প্রাণ ল'য়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে
ছুটিল অজ্ঞাতে। কিছু না বুঝিল মর্ম্ম ;
অসি, চর্ম্ম, ধনু খসিয়া পড়িল শ্লথ

যোধ-অঙ্গ হ'তে। সে মহাপ্রলয়সম
ঘোর ভূকম্পনে, শত্রু-মিত্র-বোধমাত্র
কিছু না রহিল। নিবিল সে রণবহ্নি
মুহূর্ত্তমাঝারে ; প্রলয়ের কালে যথা,
মহারুদ্রতেজে ছন্ন জ্যোতিষ্কমণ্ডলী।

একাদশ সর্গ

সময়—পূর্ব্বাহ্ন।

রাবণের মন্ত্রণাগৃহ। রাবণের নিভৃত-চিন্তা। দৌবারিকের সীতা-সংবাদ-নিবেদন, তাহাকে পুরস্কারপ্রদান। পুরবাসিগণের রাজদ্বারে আগমন ও প্রার্থনা। রাবণের উত্তর ও তাহাদিগকে বিদায়দান। শুক্রাচার্য্যের আগমন ও রাবণসহ কথোপকথন। শুক্রাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ।

হাসিছেন দিবাকর শারদ-আকাশে,
উল্লাসে হাসিছে মহী, নাচিছে বারিধি।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে লঙ্কাকান্ত বসি
শ্রীহীন মন্ত্রণাগৃহে ভাবিছে বিরলে—
"এ কি অকস্মাৎ! কেমনে বুঝিব ইচ্ছা,
মহেশ্বর, তব? নশ্বর সকলি; কিন্তু
এই দেহ, সে-ও কি নশ্বর? কত যত্নে
বহুকাল ব্যাপি' রচিনু এ মহাপুরী,
বাসবের বৈজয়ন্ত জিনিয়া গৌরবে;—
মুহূর্ত্তে হইল ধ্বংস। হে সংহারি, নর-
বানরের করে, সত্যই কি আর ভবে

নাহিক নিস্তার পৌলস্ত্যের ? নতুবা কি
একা এই ভুজবলে বিমুখি এখনি
সেই বিশাল বাহিনী রণমত্ত, জয়ে
পরাজয় হেন হইত কখন ? কিন্তু,
হায়, বৃথা চিন্তা। হইয়াছে হইবার
যাহা। অতীতের শোচনা নিষ্ফল। ফিরি
দিব ?—কি ফল এখন ? সকলি ত গত,
বাকী কি রয়েছে আর ? ফিরি দিলে সীতা,
কেবল নীচতামাত্র, ঘৃণিত ভীরুতা।
এ জীবনে কখনও হইবে না তাহা।
বরঞ্চ সমরক্ষেত্রে, জম্বুকে চুম্বিবে
ছিন্নমুণ্ড ; বজ্রতুণ্ড-নখাঘাতে অক্ষি-
কনীনিকা হ'বে বিগলিত ; অন্ত্ররাশি
কুক্কুরের দন্তে দন্তে হইবে চর্ব্বিত ;—
সে-ও শ্রেয়ঃ-কল্প মানি। তথাপি কখন
প্রতিজ্ঞাস্খলন মোর হ'বে না জীবনে।
কিন্তু পৌরজন, মহা-সন্ত্রাসিত, ঘোর-
তর বিপর্য্যস্ত এবে। এ অরিষ্টপাতে
যত ক্লিষ্ট, ততোধিক রুষ্ট সবে আজি।
যাইব বারেক হেরিবারে ভগ্নপুরী

এ দগ্ধনয়নে। মার্ত্তণ্ড, এখন দর্পে
শাসিছ এ পুরী! —ঝলসিছ চারিদিক
প্রখর কিরণে! স্ব-সুতের জয়োল্লাস
ভবিষ্যৎ নেত্রে আজি হেরিয়াছ বুঝি
দিবাকর? নিশ্চয় জানিও, দেব, এই
গ্রীবা, এই বাহু, ভাঙ্গিলে ভাঙ্গিতে পারে,
কভু নাহি হ'বে অবনত।" এত কহি
দ্রুতগতি বাহিরিলা রক্ষপতি, প্রতি-
হারিগণ সহ হেরিতে স্ব-পুরী। হেরি
দিবাকরকর, দিবান্ধ যেমতি মুদে
আঁখি, মুদিলা লোচন রক্ষঃ, হেরিয়া সে
ভগ্নপুরী নেত্রদাহকর। নরহন্তা
যথা, স্বহস্তপাতিত শবদেহ হেরি,
ধর্ম্মাধিকরণভয়ে পালায় সন্ত্রাসে,
বিকট পুরীর দশা হেরি দশানন
পালাইলা ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজপথ হ'তে;
আশু প্রবেশিলা আসি মন্ত্রণা-আগারে
শান্তিহেতু। পশ্চাতে অমনি দূতবর
বিদ্যুতের গতি আসি বন্দি নিবেদিল—
"লণ্ডভণ্ড এ স্বর্ণনগরী, মহারাজ;

শতধা বিদীর্ণ ধরা, ধূলিস্তূপাকারে
পরিণত হেমহর্ম্ম্যাবলী। কিন্তু প্রভু,
অশোককাননে, একটিও পত্র নাহি
পড়িয়াছে খসি; একটিও শাখা নহে
শাখিচ্যুত। হাসিছে কানন, যেইমত
হাসিত সতত এতদিন। পশু, পক্ষী,
কীট, পতঙ্গনিচয়, সরীসৃপ, মীন-
রাজি,—সকলই প্রভু, শোভিছে সুন্দর,
চিত্রলেখাসম। সীতা আছেন অক্ষত,—
কেশাগ্রও স্পর্শে নাই এ মহাবিপ্লবে।"
নীরবিলে রক্ষোদূত, বিস্ফারিত-অক্ষি
চাহিলা বৈদেহী-হর তাহার আননে,
ক্ষণমাত্র। রত্নময় কণ্ঠহার খুলি
কহিলা সম্ভাষি—"এ শুভসংবাদে তুষ্ট,
দূতশ্রেষ্ঠ, আমি দিতেছি তোমারে এই
রত্নময় পুরস্কার প্রসন্ন-অন্তরে।
গ্রহ আশীর্ব্বাদি। অক্ষত রাঘববধূ?
নির্ব্বিঘ্ন অশোক? পরিতৃপ্ত আমি। জানি
আমি কিহেতু এ সব। তুমি জ্ঞানচক্ষু
দিয়াছ আমারে, বুধোত্তম। দূত নহ,

শিক্ষাগুরু তুমি। যাও ফিরি জানকীর
কাছে; দেখাও তাঁহারে, লভিলা যে চারু
পুরস্কার তুমি, বিতরি সন্দেশ তাঁ'র
সুমঙ্গলময়।" মহাত্রাসে হতবুদ্ধি
দূত, নিবেদিলা কাতরবচনে—"মূর্খ
মোরা, হে রক্ষকেশরি, ভালমন্দ কিছু
নাহি জানি। অজ্ঞাতে যদ্যপি করে থাকি
অপরাধ, নহে দোষী সজ্ঞানে কখন।
অথবা যদ্যপি ইচ্ছা তব, কর দণ্ড
সমুচিত, যে হয় বাসনা। দীনজনে
হেন সম্ভাষণ, প্রভু, বুঝিতে না পারি
কোন্‌হেতু। এ রহস্য কিবা!" "যাও, রক্ষো-
বর, রক্ষপতি পুরস্কারে তোমা, নাহি
অবহেল'। দোষ কিবা তব? যাও চলে
নির্ভয়-অন্তরে।" নমিলা রক্ষেন্দ্রে দূত
স্তিমিতবদনে; লভি পুরস্কার, চলি
গেলা নিমেষমাঝারে। চিন্তিলা কৃতান্ত-
জয়ী—"কল্পবৃক্ষশাখে শোভে মোক্ষফল
যথা ভক্তিবৃন্ত হ'তে, তেমতি শোভিত
মঞ্চ-মঠ-সৌধ-চূড়া-রূপ বৃন্ত হ'তে

এ সুন্দর লঙ্কাধাম আকাশশাখায়
এতদিন। আজি, হায়, ছিন্নবৃন্ত চূর্ণ-
ফল রহিয়াছে পড়ি ভূতলে। কে করে
গৌরব তা'র? ধনদ-বাঞ্ছিত পুরী; যে
দর্পে লভিনু ধনদের কর হ'তে এ
বিশাল পুরী,—কোথায়, হা বিধাতঃ, কোথা
এবে সেই দর্প? এই কিরে পরিণতি
তা'র? কাল পূর্ণ হয়েছে আমার; নাহি
অবসর, সত্য বুঝিয়াছি মনে।" এই
রূপে, চিন্তিছেন রঘুরিপু বসি মৌন-
ভাবে;—হেনকালে, মহাকোলাহল করি
আর্ত্তনাদে পূরি দেশ, পৌরজন যত
আইল সে গৃহদ্বারে, করাঘাত করি
বক্ষে শিরে। করুণ চীৎকারি' সমস্বরে
কহিল সে সমবেত নিশাচর-ব্রজ—
"হায় লঙ্কাপতি, লঙ্কা-অধিবাসী যাচে
দরশন তব, নিবেদিতে শেষ কথা
তোমার গোচরে, এ দুর্দ্দিনে। কর কর্ণ-
পাত, প্রভু, এ মিনতি করি। এ বিগ্রহে
নিগ্রহ অশেষ ভুঞ্জিয়াছে পুরবাসী

বিষণ্ণ-অন্তরে ; কতবার সাধিয়াছে
তোমা' নিবাইতে এ অনল। কিন্তু এবে
ভস্ম-অবশেষ-মাত্র রাত্রিচরকুলে
মোরা সবে, কোনরূপে রয়েছি জীবিত ;
বন্ধুশূন্য, জ্ঞাতিশূন্য, পিতৃহীন, পুত্র-
হীন, ভ্রাতৃহীন, অশন-বসন-হীন,
বাসহীন এবে, মন্দভাগ্য। রাজদোষে
মজে রাজ্য। তব দুরাচারে, রাজ্যেশ্বর,
ডুবিতেছে রাজ্য হের অতল সলিলে :
এ বিশাল পুরী, শ্মশানভূমিতে হ'ল
পরিণত, প্রভু, তব অত্যাচারে। ওই
শুন শুক্রকাক, আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরি
নভোদেশে ভয়ঙ্কর কাকারব করি
পূরিয়াছে চারিদিক। ক্রব্যভোজী শ্যেন,
গৃধ্র, পেচকের পাল, গোমায়ু-কুক্কুর-
দল, পঙ্গপালসম, ছাইয়াছে সর্ব্ব-
স্থলে এ কর্ব্বুরপুরী। ভগ্ন সৌধাবলী ;
মৃত, অর্দ্ধমৃত দেহে, সৃজিয়াছে প্রেত-
পুরী স্বর্ণপুরীহৃদে। মুহুর্মুহু ভূমি-
কম্প, মার্ত্তণ্ডমণ্ডল স্থানে স্থানে গাঢ়-

কৃষ্ণ-কলঙ্ক-অঙ্কিত। কিহেতু এ সব,
কহ মহারাজ, জ্ঞানী তুমি; কোন্‌হেতু
সহি পরিতাপ এত? প্রাচীন আপনি,
দেখ বিচারিয়া। দেও ফিরি বৈদেহীরে,
বিলম্ব না করি। রাখ এই অনুরোধ,
জোড়করে, হে মহীপ, করি এ মিনতি।
রাজার উচিত সদা তুষিতে প্রজারে,
দশের কথায় জয়; ক্ষয় দশ-মুখে।"
অঙ্গুলি নিধায়ি, রোধিলা কর্ণকুহর
কৌণপাধিপতি। মহারোষভরে গর্জ্জি
দ্বারপালে কহিলা সম্বোধি—"কেন এত
কোলাহল কর্ণদাহকর? দূর কর
এ জনতা। দণ্ডাঘাতে দেও তাড়াইয়া;
অথবা যাইতে বল, ইচ্ছা হয় যদি,
রাঘবের পদতলে। ভীরু-কাপুরুষ-
বাস নহে লঙ্কাপুরী। পাল' শীঘ্র রাজ-
আজ্ঞা।" কপালে করিয়া করাঘাত, চলি
গেল পুরবাসী বিষণ্ণ-অন্তরে। স্বেচ্ছা-
চারী ভূপতির, সর্ব্বস্থলে এই গর্ব্ব;
পৌরজন-আবেদনে হেন বধিরতা,

চিরসিদ্ধ সম্বল তাহার। তাই আজি
দীর্ঘশ্বাস ফেলি, অশ্রুসিক্তমুখে, চলি
গেল নিশাচরদল, ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ, মর্ম্মা-
হত সবে ;—অশ্রুসিক্তনাদে ঘন, কহে
যবে মর্ম্মকথা গগনের পদে, রুষি
সেই আর্ত্তনাদে, প্রতিধ্বনিরূপে গর্জ্জি'
অবহেলা নভোদেব করেন যদ্যপি,
মলিনবদনে কাঁদি, চলি যায় দুঃখী
মেঘ সে আকাশ ছাড়ি।

দশানন এবে
রহিলেন ক্ষণকাল বসি মৌনভাবে ;
ধ্বনিতে লাগিল কর্ণে সে আর্ত্তনিনাদ,
জ্বলিল বিষম চিন্তা চিত্তদাহকরী।
হেনকালে অতর্কিতে আসি কুলগুরু
দাঁড়াইলা সু-শিষ্যের সম্মুখে সুহাসি।
চমকি উঠিলা বীর ; অমনি তখন
বন্দি আচার্য্যের পদে জিজ্ঞাসিলা মৃদু—
"কি আজ্ঞা অধমে, কিহেতু বা গতি হেথা
এবে ?" অ-মারুত-বিক্ষোভিত-অম্বুপতি-
সম অচল লোচন, স্থাপিলা ক্ষণেক

ঋষি শিষ্যের বদনে, শান্তদৃষ্টি। ওষ্ঠ-
প্রান্তে লুকাইল হাসি। আচার্য্য হেরিলা
আজ আশ্চর্য্য মহিমা, রাক্ষসের গণ্ডে,
ভালে, নেত্রে, ওষ্ঠাধরে। বসিলে উভয়ে,
উত্তরিলা বিশেষজ্ঞ—“আইনু বারেক
হেরিতে তোমারে শেষবার; মন যেন
হইয়াছে বড়ই অধীর, অকস্মাৎ।
তুমি তত্ত্বদর্শী, তোমার দর্শনে তাই
জুড়াইতে মন, আইনু বারেক, সুধী,
এ মন্ত্রণাগৃহে।” “শেষবার?”—উত্তরিলা
রাবণ সম্ভ্রমে—“আজিকার ঘটনায়
বুঝিয়াছি, শঙ্কর বিমুখ এ কিঙ্করে।
কিন্তু তুমি আশা-তরু, দেব, একমাত্র
আশ্রয় রক্ষের; নৈরাশ্য-মারুতে তা’-ও
কি হইল আজি সমূলে নির্ম্মূল?” “তুমি
ব্রহ্মবিৎ, দশানন; তুমি ত্রিকালজ্ঞ,
সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; কা’র সাধ্য হেন,
কহ, বুঝায় তোমারে, আপনি না বুঝ
যদি?” ‘নির্ম্মূল?’—নির্ম্মূল, রক্ষেন্দ্র, তুমি এ
বিশ্বমাঝারে, হেরিয়াছ কণামাত্র? হা

যোগীন্দ্র, এই কি তোমার উক্তি? জগতে
কর্ম্মই মূল, স্বতঃ ফলপ্রসূ। কিন্তু সে
নিযুক্ত কর্ম্ম জননী-জঠরে; নাহিক
অন্যথা তা'র। সে কর্ম্মপ্রভাবে, এ হেন
দুর্গতি তব; কে রোধে তাহারে? অদৃষ্ট
ইহাই, রক্ষশ্রেষ্ঠ; অনিবার্য্য প্রতাপে
সে লইছে তোমারে ক্ষয়পথে। 'নির্ম্মূল?'-
নির্ম্মূল নহে অণুমাত্র ভবে। কালের
আঘাতে, রূপ হ'তে রূপান্তর, দেহীর
চিরস্বভাব। মুক্ত কে জগতে? অচিরে
কালসংযোগে যুক্ত হ'বে তুমি, ধীমান্।
তাই তোমা' আইনু হেরিতে একবার;
এই দেহে আর না হেরিব।" আক্ষেপিলা
রক্ষোগুরু। শান্ত শিষ্য উত্তরিলা দেবে—
"মহাগুরো, কর্ম্মস্রোতোময় আত্মা; সেই
ধর্ম্ম তা'র, সদা পরিবর্ত্তশীল। সেই
পরিবর্ত্তনের, অন্য সংজ্ঞামাত্র কর্ম্ম
এ জগতীতলে। প্রতি অণু, পরমাণু,
সদা পরিবর্ত্তশীল অন্তরিত-বেগে।
সেই বেগ চিরাগত-স্বধর্ম্ম-জনিত।

'সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী' কহিছ আমারে,
সংযতাত্মা ? কিন্তু সত্য দেখ বিচারিয়া,
কিবা শাস্ত্র, কিবা শিক্ষা, পারে কি কখনো
সংযমিতে সেই বেগ, সে ধর্ম্ম প্রাচীন ?
জীবের কি সাধ্য, দেব, নিবারিতে তাহে ?
পারে যদি কেহ, সেও অন্যরূপে, সেই-
ধর্ম্ম-অনুগামী হ'য়ে। শম্ভুরই মহিমা।
বুঝিয়াছি আমি সব। এ মর্ম্মযাতনা,
হায় নাথ, এই মর্ম্মপীড়া, সহে না এ
প্রাণে আর। কতকাল কার্পাসে ঢাকিব
হুতাশন ? দেহ পদধূলি। কর পূত
এ নশ্বর দেহপিণ্ড আজি।" এত কহি
অজস্র বর্ষিলা অশ্রু রক্ষশ্রেষ্ঠ বলী ;
সদ্যোজাত-শিশু-সম নিরর্থ কাঁদিলা
গুরুপাদমূলে আজি, কি জানি কি ভাবি।
"কি না তুমি বুঝ, সুধী ?"—উত্তরিলা যতি—
"বিশ্ববিধাতার বাঞ্ছা পূরিবে অচিরে ;
রেখামাত্র বিচলিত কভু না হইবে।
কিন্তু স্মর, জাতি-স্মর, আজি, কোথা লঙ্কা-
পুরী, আর কোথা সে অচ্যুতধাম, চির-

বাস তব ? স্মর, স্মৃতিহর-অরি, কেবা
তুমি, অযোনি-চরণ-দাস ; আর কেবা
সেই লঙ্কার রাবণ ? মনে কি পড়ে সে
কথা, নির্জ্জর-কিঙ্কর, তব ? দেখ মনে
গণি। বুঝাইতে সেই তথ্য, জাগাইতে
স্মৃতিস্বপ্ন তব, আবির্ভূত নরদেহে
তব পুরদ্বারে, জনার্দ্দন ; চিনিয়াও
চিনিলে না তুমি ? অহো! পরিতাপ, রক্ষঃ,
কি আর কহিব ? শ্রীবৎসলক্ষণ বক্ষে
হের নাই কভু ? আজানুলম্বিত বাহু,
দূর্ব্বাদলশ্যাম বর্ণ ? সর্ব্বশাস্ত্র-পরি-
জ্ঞাত পরিচিহ্ন তাঁ'র। ভাঙ্গিবে কি মোহ-
নিদ্রা ?" জিজ্ঞাসিলা তপস্বী কৌশলে। হাসি
উত্তরিলা শিষ্য—"তব দয়াগুণে, জানি
আমি বহুদিন ; চিনিয়াছি অভ্যাগত
নরে। কিন্তু, নাথ, কহ কৃপা করি দাসে,—
ছিল কি কণিকামাত্র আশা রাক্ষসের ?
চির-কলুষিত আত্মা, কেমনে হইত
পরিত্রাণ ? কহ, গুরু, অনুকম্পা করি।
অনন্য-মনন, নিত্য ধ্যান, নিত্য জ্ঞান,

একাগ্র অন্তর, সম্ভবিত রক্ষকুলে
কভু, মিত্রবোধে ? শত্রু-মিত্র-প্রভেদ সে
কিবা ? মিত্রভাবে নিয়ত তাঁহার ধ্যানে
মগ্ন যেই দেহী, ধন্য সেই এ সংসারে,
নাহিক সংশয়, সত্য ; কিন্তু সেই জ্ঞানে,—
কহ, নাথ,—সেই জ্ঞানে কেবা অধিকারী ?
তাই অধিকারিভেদে, শত্রুজ্ঞান শ্রেয়ঃ-
কল্প কভু। এই যে রাক্ষসকুল, ছিল
কি জনেক এই কুলে, মিত্রভাবে, প্রাণ-
ময়,—প্রেমময়,—সদা-সহচর ভাবে,
পারিত চিনিতে রাঘবেরে ? কিন্তু আজি
শত্রুবোধ ল'য়ে, দিবানিশি সেই নাম
মুখে,—সেই জ্ঞান, সেই চিন্তা, সেই জপ-
তপঃ হইয়াছে সার। তন্ময়ত্ব মুক্তি-
হেতু, সেই হেতু বিদ্যমান আজি ভাগ্য-
বলে রাক্ষসের। অনাহারে, অনিদ্রায়,
রামরূপ চিন্তিয়াছে মনে। হউক সে
অরিরূপে, কিবা ক্ষতি তাহে ? কার্য্য সদা
কারণপ্রসূত ; তাই মুক্তিপথে আজি
বাসনা-নিবদ্ধ কীট রক্ষকুলোদ্ভব।

তাই সে কিঙ্কর তব চিরধন্য এবে।”
কহিতে কহিতে ভাষা নিকষাতনয়
চাহিলা দিগন্তপানে নয়ন বিস্ফারি।
সমুন্নত বক্ষস্থল, জ্যোতির্ম্ময় তনু,
নিরুদ্ধ নিশ্বাসবায়ু, নিশ্চল ধমনি,
মণ্ডিত মুখমণ্ডল স্বর্গীয় বিভায় ;—
চমকি হেরিলা গুরু সে আশ্চর্য্য শোভা।
আশিষিলা শিরঃ স্পর্শি পূত করতলে।
“যাও তব নিজধামে, দুর্ভাগ্য শরীরি ;
ভ্রান্ত,—চিরভ্রান্ত, মোহপরাজিত। কিন্তু
আত্মবলিদান করি উদ্ধারিলা কুলে,
সে ফলে উদ্ধার তুমি হইবে আপনি।
কক্ষচ্যুত-গ্রহ-সম, মুহূর্ত্ত দহিলা
বিশ্ব আপন প্রতাপে! এবে শান্তিময়
দেশে, যাও চলি সুখে। শাপ-অবসান
তব হইয়াছে আজি। কিন্তু, হায়, এই
ধরাতলে, শিখিবে কি জীব কভু, তব
দশা হেরি, অসংযমী কিবা দশা ভোগে
এ প্রদেশে। এ দৃষ্টান্ত রাখিবারে বুঝি,
পাঠাইলা ধাতা তোমা’ এই লঙ্কাপুরে।

সাঙ্গ জীবলীলা তব, যাও বৎস চলি,
মহানন্দে বিষ্ণুলোকে, সদানন্দধাম।"
চলি গেলা শুক্রাচার্য্য নিজ কার্য্য সাধি ;
রহিলা রক্ষেন্দ্র বসি, বাহজ্ঞান হত।

দ্বাদশ সর্গ।

সময়—মধ্যাহ্ন।

মন্দোদরীগৃহে রাবণের আগমন। উভয়ের আক্ষেপ। রাণীর নিকট
রাবণের বিদায় ও ক্ষমাপ্রার্থনা। রাবণের নিলঙ্কা গমন।
লঙ্কাবাসিমুখে রাবণের নিজনিন্দাশ্রবণ। পরাজয়-
চিন্তা। অস্ত্রাগারে প্রবেশ ও নির্জ্জনে চিন্তা।
সেনাপতি অন্তকের প্রবেশ। যুদ্ধসজ্জার
আদেশ। সেনাপতির বিদায় ও
যুদ্ধসজ্জা।

উঠিছে উল্লাসধ্বনি রাঘবশিবিরে ;
কাঁপাইয়া বিশ্বকেন্দ্র "জয়রাম" নাদে ;
ছুটিছে পবন ঘোর উন্মত্ত নর্ত্তনে,
মহাদর্পে গর্জ্জিছেন জলকুলেশ্বর।
বাক্‌শূন্য, রুদ্ধশ্বাস যেন এতক্ষণ
ছিলেন প্রকৃতি সতী ; প্রকৃতিস্থ এবে।
তীব্রজ্বালাময় তেজঃ রবিকুলপিতা
সংবরিলা সেইদণ্ডে পুলকিততনু।

হেথায় মন্ত্রণাগৃহে সে উল্লাসনাদে
চমকি জাগিলা রক্ষঃ, আত্মজ্ঞান হত।
মলিন নীলিমাপূর্ণ বিশাল লোচন,
শ্লথ দেহ, অবনত অক্ষিপত্রাবলী।
গভীর নিশ্বসি শূর ক্ষণ মৌনভাবে
রহিলেন শূন্যমনে। অমনি উঠিয়া
ধীরে ধীরে চলিলেন মহিষীর গৃহে ;
সিন্ধুমধ্যে ঝঞ্ঝাহত তরণী যেমন
ভগ্ন-দেহে যায় তীরে বায়ু-অপগমে।
ধীরে ধীরে বসি পার্শ্বে বিমর্ষবচনে
কহিলা সম্বোধি' পতি—"ব্যর্থ, মন্দোদরি,
ব্যর্থ আজি হইল সকলি। তব পুত্র
সুকৌশলী, সুকৌশলবলে, লইলেন
রসাতলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ; ভাবিলাম
মহামায়া পাতালবাসিনী, লইবেন
বলিরূপে ভ্রাতৃযুগে আজি। কিন্তু বৃথা
সে কল্পনা। শুনিতেছি মহামহোল্লাস
এবে রাঘবশিবিরে। নিশ্চয় বুঝিনু,
প্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয় নিজ সেনাবাসে ;
নিহত মহীরাবণ অরাতি-তাড়নে।

আর কি আছে ভরসা ? একমাত্র মহী,
এ বংশের বংশধর ছিল এই পুরে,
প্রেতকার্য্য, জলপিণ্ড, রক্ষকুলখ্যাতি,
সকলেরি রক্ষাভার ছিল এক করে ,
তা'ও তিরোহিত আজি বিধিবিড়ম্বনে !
নিশ্চয়,—নিশ্চয়, কথা বুঝিলাম আজি।
গত রাজ্য, গত খ্যাতি ; কি লইয়া আর
রহিব এ শূন্যদেশে ?"—কহিতে কহিতে
ভাষা, নীরব রাক্ষসপতি, ছিন্নতার
ত্রিতন্ত্রী যেমতি, অকস্মাৎ। সতীকুল-
শোভা মহিষীর হৃদে, বাজিল বিষম
শেল পতির বিষাদে। "হায় নাথ, সত্য
কি মহী'ও হত এ কালসমরে ? অহো,
পরিণাম, শম্ভু, এই কি হইল এত-
দিনে অভাগীর ? সে ত নিষ্পাপশরীর,
নির্লিপ্ত এ রণে। কেমনে সহিব আমি,
নিশাচরেশ্বর, কেমনে সহিব আর
এ অন্তিম ব্যথা ? রক্ষোবংশে সত্যই কি
তবে, কেহ না রহিবে, নাথ, জাগাইতে
স্মৃতি ? হায়, বৎস, প্রাণ ভরে' ক্রোড়ে তোমা'

না লইনু আজি কতকাল ; রসাতল-
বাসী তুমি বিধিবিড়ম্বনে। কেন তবে,
হা শঙ্কর, কেন তবে দিয়েছিলে তা'রে,—
রেখেছিলে অভাগীর জঠরকন্দরে
দুইদিন ? দু'দিনের তরে তারে কেন
বা পীড়িলে ? হা পিনাকি"—বলি নির্শ্বাসলা
মাতা পুত্রশোকাতুরা। গলিল মায়ের
প্রাণ, ঝরিল নয়নে বারি দরদর-
ধারে। কিন্তু পিতৃনেত্র শুষ্ক আজি, বারি-
বিন্দু নাহি উপজিল। সতীর উরসে
পতি রাখিলা মস্তক, যেন অবসন্ন-
দেহ। মৃত্যুকালে সাধুকুল যথা, ভুলে
অবহেলে ব্যথা ব্যাধিসমুদ্ভূত, লভি
নেত্রে স্বরগের ছায়া মনোহর ; সেই-
মত পতিশিরঃ বক্ষে লভি সতী, ভুলি
গেলা নিদারুণ যাতনা অসীম, মোহ-
জাত। গদগদস্বরে কহিলা ভামিনী—
"কতবার কহিনু তোমারে জীবিতেশ,
বুঝিতে এ তথ্য কালে, কতই সাধিনু ;
না করিলা কর্ণপাত, প্রভু। হইয়াছে

হইবার যাহা। মন্দভাগ্যা মন্দোদরী
এবে, পায় পরিত্রাণ, নাথ, তব পদে
সমর্পি এ দেহ, বাহিরায় প্রাণ যদি
এখনো সময়ে। সুসময় তবু তার,
ভাগ্যবতী লোকে। এই আশা অবশেষে
পূরাও মহেশ তব অধীনীর আজি।"
অমনি কিহেতু সহসা তুলিলা শিরঃ
নিশাচরপতি। কহিলা আক্ষেপি—"হায়
রাণি, কি না তুমি জান মোর? জানি আমি
ত্রিজগতে লঙ্কার রাবণ, পায় নাই
যশঃ কভু, পাইবে না আর। সে-ও, প্রিয়ে,
চাহে নাই যশঃ কভু জগতের মুখে।
আপন কর্ত্তব্য সদা লোকহিত-তরে
সাধিয়াছে নৈকষেয়;—যথেষ্ট তাহার।
তুমি ত সকলি জান, রাণি মন্দোদরি।
সহস্রসেবী সে যশঃ; শঠের ঔরসে
জন্ম তা'র, নীচতার জঘন্য উদরে;
কপট বিজ্ঞতা, নিজ হাতে পালে তা'রে
তিক্ত চাটুতার কদাহারে। তা'রে কভু
সেবে নাই নৈকষেয়। কিন্তু দেখ রাণি,—

যম-প্রভঞ্জন-আদি জীবঘাতী যত,
কিংবা স্বর্গে বিদ্যাধরী, কলুষিত করে
যা'রা সে পুণ্যপ্রদেশ ;—সমুচিত শাস্তি
সবে দিয়া থাকি যদি, জগতের হিত-
তরে নহে কি সে, প্রিয়ে ? ভূতযোনি, প্রেত,
যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগকুল, একে-
একে শাসিয়াছি সবে ; নহে কি সে লোক
হিততরে, রাণি ? দেখ বিচারিয়া। এই
লঙ্কা, এ রাক্ষসকুল, ধন্য আজি ধরা-
বক্ষে, গৌরবমণ্ডিত ; কাহার প্রসাদে,
প্রিয়ে, ভাবি দেখ তুমি। 'হইয়াছে এবে
হইবার যাহা ?' কহিলা মহিষী ? কিন্তু
দোষী কি রাবণ তার ? কতবার, হায়,
কহিয়াছি হেতু তোমা', জান সে সকলি !
জগৎ যদ্যপি নিন্দে এই ভাগ্যহীনে,
পারি সে সহিতে, প্রিয়ে, অবজ্ঞা করিয়া ;
কিন্তু তব ম্লানমুখে শুনি কর্ণে যদি
মম কর্ম্মজাত খেদ, কি যেন কি হৃদে
বাজে মোর শেলসম, পারি না সহিতে।
দেব-অপদেব-অসুর-তাড়নে ধরা

হ'লে জর্জ্জরিত, দ্বিতীয় রাবণ পুনঃ
একবাক্যে ধরাবাসী চাহিবে তখন ;
তখন বুঝিবে বিশ্ব এ ভুজগরিমা।"
বলি চাহিলেন পতি কুহেলীজড়িত-
নেত্রে মহিষীর মুখে। ভক্তি-বিস্ফারিত-
দৃষ্টি সতীকুলোত্তমা, পতিমুখসুধা
পান করিলা লোচনে, নীরবে। আপনা
ভুলিয়া, তদ্গতভাবে লাগিলা কহিতে—
"জীবিতেশ, তব প্রেম, তব গভীরতা
কি জানিবে ধরাবাসী ? মোর ভাগ্যবলে
তুলিয়া লয়েছ তুমি আপন হৃদয়ে,
তাই জীবিতেছি প্রাণে, জীবনবল্লভ।
অপ্রিয় বচন, যদ্যপি কহিয়া থাকি,
ক্ষম দয়া করি, প্রাণনাথ ! এ জীবনে
তোমার অপ্রিয় কথা কহিনি কখনো,
মনে কভু পায় নাই স্থান। দিবানিশি
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান,—তব উপাসনা
করিয়াছে দাসী তব, এ মনোমন্দিরে।
আমি অভাগিনী, মোর ভাগ্যদোষে, হায়,
ঘটিল এ-হেন দশা।" ধীরে উত্তরিলা

পতি—"তুমি দিব্যচক্ষুঃ, তোমার নয়নে
প্রতিভাত বিশ্বছায়া ; কিনা তুমি জান ?
এতদূর আসিয়াছি এবে, ছাড়ি পন্থা
এতদূর অগ্রসর হইয়াছি রণে,
নিবৃত্তি সে অসম্ভব। নতুবা এখনি
তব চির-উপদেশ লইতাম মনে ;
কিন্তু সে মহাপঙ্কিল কলঙ্ক এ কুলে।
তাই ত অনন্যগতি, অনিবার্য্য রণ।
ওই শুন কি উল্লাসধ্বনি ; আহ্বানিলে
বায়ুপতি, কভু কি নীরব অম্বুরাশি-
অধীশ্বর ? বিদায় আমারে, দেও আজি
জনমের মত। ক্ষম শত অপরাধ,
প্রিয়ে, এই ভাগ্যহীনে। যতেক দহনে
দহিয়াছি তোমা', ক্ষম সে সকলি আজি
সতীকুলোত্তমে। জীবন-মরণ এবে
শঙ্করের করে। মৃত্যু যদি, সে ত শ্রেয়ঃ-
কল্প মোর। কিন্তু কিসে প্রক্ষালিব আজি
এ কলঙ্ককালী জীবনের ? ধুইবে কি
অনন্ত-সলিল-পূর্ণ বারিধির নীরে ?
হায়, ইচ্ছা হয়, আবার শৈশব যদি

পাইতাম ফিরি, বহিত জীবনস্রোতঃ
স্বতন্ত্র আকারে। কিন্তু বৃথা এ বিলাপ।”
এত কহি নীরবিলা মন্দোদরী-প্রিয়।
মহিষীর উষাসিক্ত-রক্তোৎপল-সম
গণ্ডস্থল, নিরখি আবেগে, বাহিরিলা
বীরশ্রেষ্ঠ জড়িত-হৃদয়ে, লক্ষ্যহীন।
লক্ষ্যহীনা, আপনা ভুলিয়া রহিলেন
পতিপ্রাণা, মৃতপ্রায় যেন। জাগি পুনঃ,
হেরিলেন দীর্ঘনেত্রে জীবনবল্লভে;
সাধিলেন জোড়করে মহেশে উদ্দেশি—
“যথা ইচ্ছা লও তাঁ’রে, হে কপর্দ্দি শূলি:—
কিন্তু জীবিতে এ দাসী, কণ্টক কখনো
বিঁধিবে না তাঁ’র পদে; জানি সে নিশ্চয়।
ভুলিয়াছি পুত্রশোক ও মুখ নিরখি;
তব ইচ্ছা, ব্যোমকেশ, যাহা ইচ্ছা কর।
পারিত যদ্যপি দাসী নিবারিতে তাঁ’রে,
এইমাত্র নিবারিত; রাখিত তুলিয়া
আপন হৃদয়মাঝে চিরদিন-তরে।
কিন্তু কি যে রণতৃষা, কি যে রণোন্মাদ—
শুনিলে দুন্দুভিরব, অনিবার্য্য বেগ-

ভরে ধাইবেন তথা, বারি যথা নিম্ন-
দেশে ; কে রোধিবে তাঁরে ?” সেই দণ্ডে পুনঃ
রাজিয়া উঠিল ভেরী ঘনঘন হ্রাদে ;
আলোড়িয়া দশদিশি নিনাদিল শিঙ্গা ;
নিনাদে যেমতি, ধূর্জ্জটির করে শৃঙ্গ
প্রলয়ের কালে। চলিলা রাক্ষসরাজ
রাজপথ বাহি দৃঢ়পদে। কতক্ষণে
শুনিলা অদূরে, আক্ষেপিছে কোন রক্ষঃ
অভিমানভরে—“পুনর্ব্বার দুন্দুভির
রবে আহ্বানিছে সেনাবৃন্দে। কিন্তু, হায়,
ইচ্ছা নাহি হয় আর যাইতে এ রণে।
রাবণ কি বিভীষণ, যেই হ'ক রাজা,
কিবা আসে-যায় তাহে ? আমাদের মন্দ-
ভাগ্যে সমান উভয়ই। সৃজিলা বিধাতা
প্রবলের আজ্ঞাবহ করি অভাগারে।
দিবানিশি খাটি,—খাটি,—খাটি, স্বেদবিন্দু
সহ স্বর্ণখণ্ড লভিলে অভাগা, হয়
ভস্মে পরিণত বিধিবিড়ম্বনে। অৰ্দ্ধ
অনশন, জীর্ণ চির-মলিন বসন,
ভাগ্যে যা'র অনাদি-অনন্ত-কাল, তার'

কেন, এ সমররঙ্গে মাতি, অকারণ
এই বিড়ম্বনা ? কাহার এ দেশ ? 'দেশ-
রক্ষা' বলি কেন উত্তেজনা ? দাঁড়াইতে
স্বীয়-পাদ-'পরে, নাহি ভূমি যে জনের
বিন্দুমাত্র, তা'র কহ দেশ কি আবার ?"
শুনিতে শুনিতে রাজা লাগিলা চলিতে
অবশ। আবার সহসা, ধ্বনিল ধ্বনি
বিকট, বিকটতর, যেন কোন পুর-
বাসী আস্ফালিছে মর্ম্মাহত—"ঘোর রণে
মাতিয়াছে নৈকষেয়, মাতিয়াছে লঙ্কা-
অধিবাসী। অহো !—কি মূর্খতা। অধর্ম্মের
সহায় যে জন, অধর্ম্ম-আচারি-সম
সে-ও পাপী, ডুবে রসাতলে। সেইহেতু
ডুবিছে এ স্বর্ণলঙ্কা। দুর্গতির প্রান্ত-
দেশে আসিয়াছে এই পুরী ; তথাপিও
বাজা'য়ে দুন্দুভি, আহ্বানিছে রক্ষোবৃন্দে
এ অন্যায় রণে ? যা'র ইচ্ছা, যাক্ চলি—
ক'জনই বা আছে এই কুলে,—ইচ্ছা হয়,
যা'র ইচ্ছা, যা'ক চলি রাবণের তরে ;
মসিম্লান রক্ষোলোহ বিসর্জ্জি সমরে

পঙ্কিল সে রণক্ষেত্র করুক যে পারে ;
আমি কভু যাইব না। দেখিব এখনি,
কোন্ মূঢ় পারে মোরে আবার লইতে
রণোদ্দেশে। এ কি বীরধর্ম্ম ? মৃত্যু যদি
এই রণে, মুক্তিলাভ কভু নাহি হ'বে ;
বরঞ্চ নিরয় ঘোর, নাহিক সন্দেহ।
অত্যাচারী কামী রক্ষঃ, ডুবাইল লক্ষ
লক্ষ রক্ষ-আত্মা অতল রৌরবে। আর
না হ'ব সহায় !" বিষম বাজিল বক্ষে
এ বিতণ্ডা রাবণের আজি। ইতস্ততঃ
শত রক্ষোমুখে শুনি এইরূপ ভাষা
দমিল অদম্য-হিয়া রক্ষোরাজ আজি।
শিলাময় কঠিন-কর্কশ অদ্রিপতি,
অশ্রুসিক্ত হাহাকার শুনি জলদের
আপনি তিতেন যথা সে অশ্রুসলিলে,
সেইরূপ গলিল রক্ষেন্দ্র-হিয়া। দীর্ঘ-
শ্বাস ছাড়ি, আপনার অজ্ঞাতে যেন বা,
চিন্তিলা বৈদেহী-হর—"সত্য যা' কহিছে
বীরবৃন্দ। এই ভগ্নপ্রাণ, নিরুদ্যম,
অনিচ্ছা-সংযুত অনীকিনী ল'য়ে, আজি

এ সংযুগে, কার্য্যসিদ্ধি কভু না হইবে।
বৃথা জীবহত্যা, বৃথা লোহক্ষয় সার।
কিন্তু এই লঙ্কাপুরে, তাজে যদি মোরে
প্রতিজন, তথাপি থাকিতে এই ভুজ,
অরাতির পাদমূলে নৈকষেয় কভু
নাহি হবে অবনত। একাকী সমর-
ক্ষেত্রে দেখাইব সে মানবদ্বয়ে, প্রতি-
ফল ধৃষ্টতার কিবা। জননীর পাদ-
পদ্ম স্মরি, পশিব সমরস্রোতে আজি,
জুড়াইতে এই অন্তর্দাহ। বিতর্কের
এ নহে সময়। অন্তরে বাহিরে, লোল-
জিহ্বা অগ্নিশিখা যার বেড়িয়াছে চারি-
দিকে; হায়, কোন গতি আছে কি তাহার?
প্রতিগমনের পথ রুদ্ধ যে এখন:
না হ'লেও, কিবা ফল আছে তাহে আর?
মহার্ণব লক্ষ্য করি ধাইলে তটিনী,
পারে কি ফিরিতে আর অচল-আলয়ে?
সেই দশা হইয়াছে মম। সকটক
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ হইবে নির্ম্মূল; নহে,
এই রক্ষকুল সহ বিশ্রবা-তনয়

ডুবিবে বারিধি-নীরে। জলকুলেশ্বর,
নাহি কি সলিল তব অতল ভাণ্ডারে ?
ইচ্ছা যদি কর, এই দণ্ডে উঠি ঊর্ম্মি-
চূড়ে, প্রলয়পবনবেগে, অরিকুলে
পার ভাসাইতে। কিন্তু দূরে যা'ক সেই
চিন্তা।" অকস্মাৎ গম্ভীর নিনাদে বদ্ধ
হ'ল চিন্তাস্রোতঃ ; হেরিলা জাগিয়া বলী
উল্কাপাতসম অগ্নিশিখা, অজগর-
স্বনে ছাইল নভোমণ্ডল। বীরপদ-
ভরে মুহুর্ম্মুহু কাঁপিল মেদিনী। দ্রুত-
বেগে অস্ত্রাগারে, পশিলেন নৈকষেয়
সাজিতে সমরে। ব্রহ্মদত্ত শূল হেরি
একদৃষ্টে রহিলা চাহিয়া। মর্ম্মভেদি-
গভীর নিশ্বসি, কহিলা অস্ফুটরবে—
"সকলি কি চক্রান্ত দেবের ? নিতান্তই
নিষ্ফল হইল আজি অস্ত্র বিরিঞ্চির ?
নতুবা এ কিবা প্রতারণা। ক্ষণে ক্ষণে
ছায়াসম বিভাসিছে নয়নে যেন বা
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর তরঙ্গহিল্লোলে
ইতস্ততঃ-পরিব্যাপ্ত ব্যোমকেন্দ্র লঘু,

ব্যাসহীন, অন্তহীন ; তাপহীন, জ্যোৎস্না-
বিভাসিত কারণসাগরগর্ভ। পুনঃ
যেন আসি গভীর আঁধাররাশি, নেত্র
আবরিয়া, ঢাকিতেছে সেই চিত্র। লোহ-
স্রোতোময় মাত্র সমরপ্রাঙ্গণ, সেই
দণ্ডে নেত্রপথে হইছে উদিত। পারি
না বুঝিতে কিছু। ভস্মসমাবৃত-বীতি-
হোত্র-সম, আলোক-আঁধার-বিমিশ্রিত
অনির্দ্দিষ্ট কিবা মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে ভাসি,
আসিছে নয়নপথে। অবসন্ন দেহ-
মন আজি। কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়াছে দেহ,
নিজ নিয়ন্ত্রিত পথে অবশ্য ধাইবে।
যাহা ইচ্ছা, কর, হে শঙ্কর, রোধিব কি-
রূপে ?" এত বলি ফিরাইলা নেত্র যোগী
দ্বার-অভিমুখে। সসম্ভ্রমে বন্দিলেন
নমি সেনাপতি, রিপুকুল-তিমিরারি
অন্তক সুবলী। কহিলেন নতভাবে—
"মহারাজ, উল্লসিছে রাঘবশিবিরে
অরিদল। সমাগত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ
স্বশরীরে, নিহত সে মহী রসাতলে।

আহ্বানিছে বীরদর্পে রক্ষ-অনীকিনী-
দলে রঘু-অনীকিনী। বিলম্বে সময়-
ক্ষয় ; আদেশ' যেমতি অভিরুচি।" "সেনা-
পতি, অভিরুচি ? অভিরুচি জিজ্ঞাসিছ
মোরে ? অস্তপ্রায় দিবাকরে, জিজ্ঞাসহ
কিবা অভিরুচি। অথবা সে অধঃক্ষিপ্ত
ব্যোমভেদী ভূধরশিখরে, জিজ্ঞাসহ
অভিরুচি কিবা ? ফুরায়েছে জীবলীলা
ত্রিলোকবিখ্যাত রক্ষকুলেশ্বরে আজি !
কেবা মহারাজ, কেবা লঙ্কা-অধিপতি ?
অন্তক, জীবের অন্ত আছে কি জগতে ?
কিন্তু মহাবাহু, পরবীরঘাতী তুমি
বিদিত জগতে, বলেশ্বর ; তব সনে
বৃথা এ জল্পনা ; হয় ত অপ্রীতিকর
তব। চারিযুগে অমর রাবণ। জান
কি এ কথা ? ব্রহ্মদত্ত বরে, ব্রহ্ম-অস্ত্রে,—
পরের অবধ্য-দেহ, বিশ্রবা-কুমার।
তা'র পর, মৃত্যু-অস্ত্র, কহিলা জননী,
সুরক্ষিত নিজপুরে ; স্বয়ম্ভূ স্বয়ং, সে-
অস্ত্র-প্রহরী। কি ভয়, হে বাহুবলেন্দ্র,

কি ভয় ইহার পরে আছে রাবণের
আর? যাও চলি অচিরাৎ; কহ গিয়া
দেবদৈত্যনরাতঙ্ক লঙ্কার কটকে;—
আজি ব্রহ্মদত্ত শেলে অব্যর্থ সন্ধানে
নিশ্চয় নাশিব দম্ভী বনবাসিযুগে।
নাহিক অন্যথা কভু। সাজুক সমরে
কঙ্কশীর্ষ-সেনাবৃন্দ আনন্দ-উল্লাসে;
অভেদ্য কবচে, সাজুক সে নাগদল,
আর আর বীরর্ষভ রক্ষচমূ যত।
যাও চলি সেনাগারে, আদেশ' এমতে।"
বন্দি কৌণপেশে, অবিলম্বে চলি গেলা
রক্ষসেনাপতি। উড়িল লোহিত ধ্বজা
প্রাকারশিখরে, উষার শিখরে রক্ত
মার্ত্তণ্ড যেমতি। "জয় রঘু-অরি" রবে
বধিরিল ব্যোমকর্ণ; অস্ত্রের ঝঙ্কার
সহ দুন্দুভিনির্ঘোষে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসা-
তল পূরিল নিমেষে। নভশ্চর, জল-
চর, স্থলচর প্রাণী, প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে। সাজিল অশ্ব কাতারে কাতারে,
সঙ্কুচিত-প্রসারিত নাসাপুটদ্বয়ে

বহিছে প্রলয়ঝড়, পদাঘাতে অগ্নি-
কণা ছুটিছে চৌদিকে। বিকট বৃংহিত-
নাদে, ঘন ঘনাকারে সাজিল মাতঙ্গ-
দল, আস্ফালিয়া মহাশুণ্ড মহাশূন্য-
দেশে। কাঁপিল বিশাল বিশ্ব, কাঁপে যথা
প্রলয়-জীমূত-মন্দ্রে প্রলয়ের কালে।
অদম্য সাহসে, সাজিল রাক্ষসসেনা
নানা প্রহরণে, সাজে যথা প্রেতদল
মহানিশাকালে আসি শ্মশানপ্রদেশে।

ত্রয়োদশ সর্গ।

সময়—অপরাহ্ণ।

রাঘবশিবির, রাম-লক্ষ্মণাদি সমাসীন, উভয়ের হরণবৃত্তান্তকথন। অগস্ত্য-ঋষির আগমন ও শত্রুক্ষয়কর-সবিতাস্তব-বর্ণন; অগস্ত্যের বিদায়। রামচন্দ্রের সবিতাস্তব-পাঠ। দেবগণ সহ সবিতৃদেবের আগমন। যুদ্ধারম্ভ; রাম-রাবণের দ্বৈরথ-যুদ্ধ, বিমান-যুদ্ধ। উত্তর-প্রত্যুত্তর। রাবণবধ ও শান্তিঘোষণা।

উথলিছে মহাসিন্ধু আনন্দ-উল্লাসে,
ছুটিছে পবন শীত নীরকণা বহি,
হাসিছেন অংশুমালী নির্ম্মল আকাশে,
"জয় রাম" নাদে লঙ্কা দুলিছে গৌরবে।
রাঘবশিবিরে বসি দর্ভতৃণাসনে
নরনাথ, পার্শ্বে ভ্রাতা ইন্দ্রজিৎ-ঘাতী।
স-শুক্র শশাঙ্কে যথা নিশা-সমাগমে
বেড়ি চারিদিকে হাসে নক্ষত্রমণ্ডলী;
বায়ুসুত, বিভীষণ, সুষেণ সুমতি,

নল, নীল, ঋক্ষপতি, কুমার অঙ্গদ,
আর আর মহারথী, রঘুভক্ত বীর-
বৃন্দ বসিয়া চৌদিকে ; মহানন্দে স্ফীত
আজি নরেন্দ্রদর্শনে। উত্তরিলা দেব—
"কিন্তু কেমনে কহিব ? সুষুপ্তি-অলস-
দেহে অবসন্ন-মনে, রহিনু নিষ্ক্রিয়
হ'য়ে। কোথা হ'তে কোথা যেন চলিলাম
ভাসি। জীবহীন, তেজোহীন, ক্রিয়াহীন
নক্ষত্র যেমতি, মুদি আঁখি ভাসি যায়
অনন্ত আকাশে, অজ্ঞাতে ; তেমতি যেন
চলিনু ভাসিয়া। কতক্ষণ এইভাবে
ছিলাম আমরা, নাহিক স্মরণ কিছু।
অবশেষে ঘোর কোলাহলে, টলমলি
কাঁপিলা বসুধা। জাগিনু যেন বা অর্দ্ধ-
নেত্রে, অপরার্দ্ধে স্বপ্নদেবী কি কুহকে
ছিলা বসি, কিছু নাহি জানি, মিত্রবর।
সুষুপ্ত প্রকৃতি যথা প্রলয়াবসানে
জাগে অর্দ্ধতন্দ্রাময় ; আবার যেমন
নবীন-সৃজন-কালে তন্দ্রা-অবসানে
হেরে বিশ্ব শোভাময়, জ্ঞানময়, ক্রিয়া-

ময় স্ব স্ব তোজোবলে ; তেমতি এ ধরা-
পৃষ্ঠে আসিয়া উভয়ে, লভিনু প্রাচীন
জ্ঞান। অনন্ত কটক, এ শিবির, এই
লঙ্কাপুরী, কুলপিতামহ দেবদেব
মরীচিভূষণ, উচ্ছ্বসিত মহার্ণব,
অনিল, গগন,—সকলি হইল নেত্রে
যুগপৎ বিভাসিত বিচিত্র গৌরবে।
দেখিনু উল্লাসে তোমা'-সবাকারে, মিত্র,
নয়নে আবার ; রাঘবের চিরবন্ধু
তোমরা সকলে।" বাষ্পাকুল নেত্রযুগ,
ছিন্নতার-বীণা-সম, নীরবিলা দয়া-
ময় সহসা অমনি। কহিলা লক্ষ্মণ
"আমি কিন্তু ছিলাম জাগ্রত। কিন্তু কি যে
আশ্চর্য্য কৌশলে, বলহীন করেছিল
কু-কৌশলী মহী, না পারি বুঝিতে কিছু।
একএকবার আলস্য ত্যজিয়া যদি
চাহি উঠিবারে , না পারি নাড়িতে বাহু ;
সর্ব্ব অঙ্গ, গ্রন্থি, শিরা, পেশী, তিলমাত্র-
বলহীন, বিকল যেন বা। নতুবা কি
তিলার্দ্ধ মহীর দেহে থাকিত জীবন,

চূর্ণ করিতাম অস্থি।" উত্তরিলা ঋক্ষ-
পতি—"হায় নাথ, কি কহিব অন্তরের
ব্যথা ; নীরব রসনা, ভাষাহীন। কিন্তু
জানি আমি সার কথা,—কার্পাস যদ্যপি
নিবাইতে অগ্নিশিখা আবরে তাহারে,
আপনি হইবে দগ্ধ সে শিখাদহনে।
মনোমধ্যে পায় যেবা তোমা', সেই ধন্য ;
জ্ঞান-ভক্তি-বলে তোমা' আকর্ষিলে মহী,
পাইত রাক্ষস অনায়াসে ; বাহুবলে
কভু না পাইবে। কিন্তু বিধিবশে আজি
সমূলে নির্ম্মূল হবে লঙ্কা-অধিপতি।
বিধির ইচ্ছায় তাই আপনি সে মহী
লইলা রক্ষেন্দ্রসুত পাতালে তোমারে,
রক্ষোরিপু। খাল কাটি আয়ুহীন লয়
সে কুম্ভীরে। পতঙ্গ যেমতি ধায় বহ্নি-
শিখা হেরি মরিবার তরে, সেইমত,
আইলা শিবিরে তব মহী সে দুর্ম্মতি।
আপনি হইল ধ্বংস নিজ কর্ম্মদোষে।
একমাত্র জীবে রক্ষঃ রাবণ এক্ষণে,
অচিরে হইবে, সত্য, পরলোকগত।"

কথা না হইতে শেষ অকস্মাৎ আসি
উপজিলা দ্বারদেশে উচ্চে আশীর্ব্বাদি
অগস্ত্য, পৌলস্ত্য-অরি। সসম্ভ্রমে উঠি
দাঁড়াইলা বীরবৃন্দ; পদধূলি লয়ে'
ভক্তিভাবে, বসাইলা ঋষিশ্রেষ্ঠে পূত
রঙ্কু-ত্বকে। যথাবিধি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া
পূজি অভ্যাগতে, জিজ্ঞাসিলা অশেষজ্ঞ—
"কিহেতু, মুনিসত্তম, আগমন আজি
এ দীনের পটগৃহে, কহ দয়া করি।
কৃতার্থ এ দাস আজি তব পদার্পণে।
কিন্তু, হায়, যথাযোগ্য অতিথিসৎকার
কেমনে করিব, নাথ, বনবাসী বিধি-
বিড়ম্বনে। ক্ষম কৃপা করি, মুনীন্দ্র। এ
দুর্দ্দিনে, দর্শন তব, কত ভাগ্যবলে।
কহ, দেব, কি আদেশ আজি?" উত্তরিলা
তত্ত্বদর্শী—"ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিশ্ব, শূন্য-
মনে আইনু এ দেশে। ধ্বনিল সমর-
হ্রাদ শ্রবণবিবরে; শুনিলাম তব
বার্ত্তা দেবেন্দ্রসকাশে। আসিয়াছি তাই
সনাতন গুহ্যধর্ম্ম কহিতে তোমারে;

সর্ব্বশত্রুবিনাশন আদিত্য-হৃদয়-
জপ,—সেই পুণ্যতথ্য শুনাইব তোমা'
আজি; মহাবাহু, শুন ভক্তিভরে।" মহা-
বাহু শত্রুনিষূদন নরেন্দ্র বিনয়ী,
তুষিতে হিতৈষী জনে, ভক্তি-পরিপ্লুত-
হৃদে কহিলা ঋষিরে—"ঋষিবর, ধন্য
স্নেহ, ধন্য হিতাকাঙ্ক্ষা তব। এ-অধম-
তরে, দেব, এ আয়াস আজি। নাহি ক্ষুদ্র
পিপীলিকা, ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম জীব
এ জগতে, অবিরাম রয়ে, তব দয়া-
স্রোতঃ যাহে না হয় পতিত। স্নেহময়
প্রাণ তব পরহিতরত। বাহুবল,
হে যোগীন্দ্র, তুচ্ছ এ জগতে। দৈববলে
বলীয়ান্ যেবা, সেই ত প্রকৃত বলী
এ নশ্বর দেশে। কহ সেই পুণ্যতথ্য,
জয়াবহ সেই জপ, কহ দয়া করি।
অবশ্য পাইব ত্রাণ এ দুর্দ্দিনে আজি।"
নীরবিলা রঘুনাথ। গঙ্গোত্রীর মুখে,
মহেশ্বরজটা হ'তে ঝরেন যখন
ত্রিপথগা, গঙ্গাধর সে গম্ভীর নাদে

নীরবে শুনেন যথা ভক্তি-সিক্ত-হৃদে,
তেমতি আদিত্য-বংশ-অবতংস আজি
একমনে ভক্তিভরে লাগিলা শুনিতে
সে গম্ভীর মহাস্তব। স্নিগ্ধ করি দেহ-
মন শান্ত আশানীরে, ধ্বনিল গগনে
গাথা, অব্যয় অক্ষয়।

"সর্ব্বদেবময়,
আদি-অন্ত-মধ্য তুমি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
দেবাসুর-নমস্কৃত, বিঘ্ন-বিনাশন,
আতপী, মণ্ডলী তুমি মরীচিভূষণ।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি সত্ত্ব, তুমি রজঃ, তমঃ তমোহর।
তুমি শক্তি, তুমি কাল, কালের আধার ;
তোমার চরণে, পিতঃ, কোটি নমস্কার ॥ ১ ॥
তুমি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু তুমি, তুমি
ব্যোমরূপী ; তুমি রবি এ বিশ্বের স্বামী ;
তুমি কবি, তুমি জ্ঞান, তুমিই জীবন।
তুমি সর্ব্বভবোদ্ভব, অনাদি কারণ।
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল, তুমি কেন্দ্রপতি,
তুমি কর্ম্ম, তুমি হেতু, তুমি মুখ্যগতি,

তুমি হোম, হোতা, ফল অনন্ত অপার ;
তোমার চরণে, রবি, কোটি নমস্কার ॥ ২
প্রাচীন-তরঙ্গ-চক্র, স্থৈর্য্য, সূর্য্য, তুমি ;
স্থাবর, জঙ্গম, জড়, তুমি মূলভূমি,
আদি সত্তা ; তুমি অণু, তুমি পরমাণু,
সর্ব্বপ্রাণহেতু তুমি, হে ভাস্বর ভানু।
একমাত্র জয় তুমি, দেহ জয় দীনে,
হে শক্তি, অনন্ত শক্তি দেহ দেহ-মনে।
দয়াময় দয়া করি নাশ' এ বিকার,
সবিতা, চরণে তব কোটি নমস্কার ॥" ৩ ॥

গাইয়া এ মহাস্তোম দীপ্ত তানলয়ে,
চলি গেলা ঋষিবর অনন্ত আকাশে।
আচমন করি শুচি নরেন্দ্র তখন
উচ্চে উচ্চারিলা মুগ্ধ সে প্রাচীন স্তবে।
ধ্বনিল বিমানে গীতি সহস্র বদনে,
গন্ধর্ব্ব-চারণ-দেব কি যক্ষ-কিন্নর
ভক্তিভরে সমস্বরে অনন্ত গগনে
গাহিলা গুরুগম্ভীর সে সিদ্ধ-সঙ্গীত।
মুগ্ধ চরাচর বিশ্ব ; পবন, অর্ণব,
অচল, নিশ্চলভাবে শুনিলা সে গাথা।

মার্ত্তণ্ড হাসিয়া মৃদু আশিষি পুত্রেরে,
স্বশরীরে আইলেন দেবগণ যথা,
শুনিতে সে মহাস্তুতি। অর্চ্চনার শেষে
সহস্রার্চ্চিঃ দৃশ্যমূর্ত্তি আবার গ্রহিলা।
হেনকালে উদ্‌ঘাটিল ভৈরব আরাবে
পুরদ্বার; রণরঙ্গে বাজিল দুন্দুভি।
আস্ফালিয়া করবাল, শেল, শূল, গদা,
তীক্ষ্ণ শর, শরাসন, টাঙ্গী, খরসান,
বাহিরিল পদাতিক বারিস্রোতঃসম।
সেই স্রোতে নিমজ্জিত ক্ষৌণীধর-প্রায়,
মন্দগতি করিসংঘ চলিল গৌরবে,
পৃষ্ঠে সাদী, মহাঙ্কুশ পার্শ্বে সুরক্ষিত।
কঙ্কশীর্ষ-সেনাদল পশ্চাতে তাহার
গর্ব্ববিস্ফারিত বক্ষে ধাইছে মাতিয়া।
অগ্নি-অস্ত্র ভয়ঙ্কর, বিশালশরীর,
চলিল ঘর্ঘররবে কাঁপাইয়া পুরী।
অশ্বারূঢ় সেনাব্রজ প্রমত্ত নর্ত্তনে
ছড়াইয়া অগ্নিকণা ধাইল উল্লাসে।
এ-কটক-মধ্যদেশে উচ্চৈশ্রবা-সম-
কৃষ্ণ-অশ্ব-সঞ্চালিত, পতাকামণ্ডিত,

স্বর্ণঘণ্টা-নিনাদিত, রাবণ-স্যন্দন
জলন্ত-অঙ্গার-সম ; শত-অঙ্গ ফুটি
বাহিরিছে কৃষ্ণবর্ম্মা ; গর্ব্বভরে যেন
তুলি উচ্চ মহাচূড়া বিঁধিছে অম্বরে।
সারথি সুবর্ণরশ্মি আকর্ষি সবলে
চালাইছে সেই রথ আশ্চর্য্য কৌশলে।
দেবদৈত্যনরদ্রোহী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস
বসি নেহারিছে দূর-তারাদল-সম
রিপুসৈন্য-পরিব্যাপ্ত সাগর-সৈকত।
অন্য দ্বার রুদ্ধ আজি ; উত্তর-তোরণে
দ্রুত বাহিরিছে চমূ ক্রোশযুগ জুড়ি ;
পিপীলিকাদল যথা ঝটিকার আগে
বাহিরায় শ্রেণীবদ্ধ, বিবর হইতে।
কিন্তু হায়, এ জীবনে নিজপুরে আর
ফিরিবে কি লঙ্কাপতি ? জানেন বিধাতা।
তা' হ'লে কি বজ্রচঞ্চু, শ্যেন, কঙ্ক, কাক,
উড়িতেছে পালে পালে বিকট চীৎকারি'
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরি রথচূড়া-'পরে ?
শৃগাল-কুক্কুর-দল ভীষণ উল্লাসে
লোল জিহ্বা, তীক্ষ্ণ দন্ত প্রসারি ভয়াল,

ইতস্ততঃ ছুটিতেছে রথাঙ্গ বেড়িয়া।
রবির পরিধি, শোণিতের ধারামাখা
কেন চারিদিকে ? গাঢ়কৃষ্ণ বৃত্তাকার
ক্ষুদ্র বিন্দুরাশি, কলঙ্কিত করিয়াছে
বিম্ব ভাস্করের ! পবন স্তম্ভিত যেন
তুষারের সম ! কেন বা সহস্র-ঊর্ম্মি
বিশাল অম্বুধি, নিদ্রিত চিরশয়নে
আজিকার দিনে ? সাঙ্গ অভিনয় বুঝি,
আজি রাবণের এই ধরারঙ্গভূমে,
চিরদিন-তরে। দেখিতে দেখিতে আসি
সমরপ্রাঙ্গণে উপজিল সে বাহিনী।
মুহূর্ত্তে তখন দাঁড়াইলা বীরসাজে
রাঘবীয় চমূ। বিকট হুঙ্কারি গর্ব্বে,
আহ্বানিলা রণরঙ্গে রক্ষোরিপুদলে।
বাজিল বিষম রণ। রাহু যথা রুষি
আক্রমে শশাঙ্কদেবে বদন ব্যাদানি,
অথবা সে জীমূতেন্দ্র কড়কড়নাদে
আক্রমে মার্ত্তণ্ডপিণ্ডে যেমতি বিক্রমে,
আক্রমিলা রক্ষচমূ রাঘবীয় বলে।
হুহুঙ্কারি শরজাল ছুটিল অম্বরে ;

বিশিখ-সংঘর্ষ-জাত জ্বালা ভয়ঙ্কর
দহিল বিশ্বের নেত্র অসহ্য দহনে।
অমনি আবার অগ্নি-অস্ত্র উদ্গারিল
ধূম রাশিরাশি, ডুবা'য়ে আঁধারে ধরা
বজ্রসম নাদে। বজ্রসম মুহুর্ম্মুহু
চমকি কৃশানু, আরো ভয়ঙ্করমূর্ত্তি
করিলা তিমিরে। নাহি চলে দৃষ্টি আর
অজস্র আয়ুধবৃষ্টি, অস্ত্রের ঝঙ্কার,
অশ্ব-ক্ষুরাঘাত-শব্দ, করীর গর্জ্জন,
আহত যোদ্ধার তীব্র-ক্ষুদ্র আর্ত্তনাদ,
মুহুর্ম্মুহু ভূকম্পন, বীরের পতন,—
হইতে লাগিল রক্ষ-রাঘবীয়-দলে।
কতক্ষণে ভানু পুনঃ উদিলা আকাশে।
কর্দ্দমিত রণস্থলে গজ, অশ্ব, সাদী,
শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে রয়েছে পড়িয়া।
কোনোস্থানে লোহস্রোতঃ জলস্রোতঃসম
বহিতেছে উষ্ণ রয়ে ভাসাইয়া অরি।
গিরিশিরঃ, দ্রুমরাজি, দ্রুঘণ, মুষল
শেল, শূল, জাঠা, গদা, বিক্ষিপ্ত চৌদিকে,
দেহচ্ছিন্ন বীরহস্ত মুষ্টিবদ্ধ বৃথা।

হেরিলা বৈদেহী-হর অন্তক সদলে
যুঝিছে অঙ্গদ সনে রুদ্রসম তেজে ;
তীক্ষ্ণনখ শতপতি আক্রমিছে রণে
নীল-মৈন্দ অরিদল। বায়ুসুত রুষি
হানিছে ভূধরচূড়া মহাজঙ্ঘবলে ;
বক্রগ্রীব মহারক্ষঃ যুঝিছে সুগ্রীবে।
কৃতান্ত যেন বা আজি পশি রক্ষোভুজে
হানিছে অবার্য অস্ত্র রঘুসৈন্য-'পরে।
কত যে মরিল রণে রাঘবীয় সেনা
নিমেষমাঝারে আজি নাহিক গণনা।
সমূলে নির্ম্মূল যেন করিতে বাহিনী,
হতাশা-উত্থিত বীর্য্যে হর্য্যক্ষ-সমান
আক্রমিল রক্ষোদল কপি-ঋক্ষ-দলে।
হেনকালে রণস্থলে ইন্দ্রের সারথি
মাতলি নমিলা আসি রঘুনাথপদে।
"প্রেরিলা আমারে দেবরাজ"—কহিলেন
রথী—"রাবণ যুঝিছে রথে, ভূমিতলে
যুঝিছ আপনি ; এ নহে উচিত রণ,
এ অসম অতি। তাই আনিয়াছি রথ
পুষ্পক এক্ষণে। আশু আরোহণ করি

বিচিত্র স্যন্দনে, সাধ দেবকার্য্য, নাথ,
বধি নিশাচরে। দেবরাজ-অনুরোধ
পাল' নরপতি।" আশিষিয়া স্থতে, মৃদু
হাসি, উত্তরিলা বলী—"নাহি প্রয়োজন
রথে কহিনু তোমারে, স্থতেশ্বর। পদ-
ব্রজে, রথোপরে,—প্রভেদ কি রণে? এই
সেনাদল, ঋক্ষপতি, অঙ্গদ, মারুতি,
নল, নীল, মৈন্দ, সুগ্রীব সুমতি, কত
না আয়াস সবে সহিতেছে রণে, যুঝি
পদব্রজে অবিশ্রাম; তা' সবে তেয়াগি,
উচিত কি মম লইতে এ দিব্যরথ?
কিন্তু দেবেন্দ্র স্যন্দন দয়া করি দাসে
করিলে প্রদান, কেমনে অন্যথা আমি
করিব আদেশ, বাসবের? দেখ, স্থত,
দেখ বিচারিয়া।" কহিলা মাতলি—"ধন্য
প্রেম, মমত্ব তোমার, রাঘবেন্দ্র। সত্য
যা' কহিলা। কিন্তু দেবরাজ দেবগণ
সহ ঐকমত্যে পাঠাইলা মোরে। তাই
এ মিনতি, উচিত পালিতে। অবহেলা
ব্যথিবে দেবেরে। নিশ্চয় কহিনু আমি,

রথোপরি যুঝিলে আপনি, আনন্দিত
হইবেন সেনাপতি সহ, অনীকিনী
তব।” এতেক সাধিয়া, রাখিলেন পদ-
তলে সুরথ সারথি। “জয় রাম” নাদে
উল্লসিল সেনাবৃন্দ। উঠিলা স্যন্দনে
রথিশ্রেষ্ঠ, পুষ্পবৃষ্টি হইল গগনে।
অশ্বারোহী বল ল'য়ে বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ
রহিলা পশ্চাদ্ভাগে রাঘব-আদেশে,
নির্লিপ্ত এক্ষণে রণে ; শ্রাবণ-গগনে
বারিবর্ষী মেঘদল সম্মুখে সজ্জিত,
পশ্চাতে অশনিপূর্ণ জলদ যেমতি।
আবার বাজিল রণ। বজ্রধর মেঘ-
যুগ যথা আক্রমে উভয়ে, সেইমত
উভ সেনা আক্রমিলা উভে। ঘনঘন
কাঁপিলা মেদিনী। স্বন্‌স্বন্ শরজাল
ছুটি দুই দলে, আবরি গগনতল
দ্বিতীয় শরগগন সৃজিল যেন বা
মুহূর্ত্তেকে। ধূমপুঞ্জ ছাইল চৌদিকে,
অগ্নিগর্ত্ত-জীমূতেন্দ্র-সম। কাটি অস্ত্রে
অস্ত্রকের ব্যূহ, পশিলা অঙ্গদ তাহে

হরিসৈন্য ল'য়ে। অন্তকের বক্ষঃ ভেদি'
হানিলা অঙ্গদ রুষি সুতীক্ষ্ণ শায়কে।
গিরিশৃঙ্গ বজ্রাঘাতে যথা, পড়িলেন
সেনাপতি সে অস্ত্র-আঘাতে। প্রত্যাগত-
গতি নীল, তীক্ষ্ণ নখে, তীক্ষ্ণ শরজালে
বিঁধিলা আপাদ-শিরঃ। আতঙ্কে রাক্ষস
পালাইলা দল সহ প্রাচীরের মূলে।
ঘোর রণে বক্রগ্রীবে দহিছে সুগ্রীব।
মণ্ডলে বেড়িয়া বায়ুসুতে, মহাদর্পে
মহাজজ্ঘ যুঝিছে পশ্চিমে, ভাস্করে
যেমতি মেঘ সায়াহ্নগগনে। কভু বা
হানিছে শেল, কভু বা নারাচ, শায়ক
কভু হানিছে সঘনে, জর্জ্জরিত করি
কপিবলে। লম্ফ দিয়া উঠি ঊর্দ্ধে, ঘোর
হুহুঙ্কারে, চাপি অরি পড়িছে অমনি,
বজ্রসম তীব্রবেগে। বাখানিলা বায়ু-
পুত্র সে বীর্য্যলহরী। কিন্তু পিতৃদেব
আক্রমেন সিন্ধুনাথে যথা, সেইমত
আক্রমিলা মুহূর্ত্তে রাক্ষসে। গর্ব্বিণীর
গর্ভভেদী বিকট গর্জ্জনে, একলম্ফে

নভ ভেদি' উঠি কপীশ্বর, পদাঘাতে
মহাজঙ্ঘে পাড়িলা ভূতলে। চূর্ণচূর্ণ
দেহ-অস্থি হইল আঘাতে, শতখণ্ড
মুণ্ড তা'র হইল পতনে। রক্ষোদলে
উঠিল বিকট রোল। গজ, অশ্ব, সেনা,
অস্ত্রাঘাতে ছিন্নদেহ, ছিন্নমুণ্ড হ'য়ে
পড়িতে লাগিল রণে লোহধারা সহ,
পড়ে যথা শিলারাশি শিলাবৃষ্টিকালে।
বহিল মহাকল্লোলে শোণিতপ্রবাহ,
ভাসাইয়া চক্রে চক্রে রক্ষোদলবলে,
গতজীব। সজীব যাহারা, অস্ত্র ত্যজি
পালাইল প্রাচীরের মূলে। এতক্ষণ
নৈকষেয় রঘুরথী সহ, যুঝিলেন
রুদ্রসম রণকেন্দ্রদেশে। কিন্তু, ত্যজি
অস্ত্র, পালাইল যবে রক্ষোদল, ভগ্ন-
শাখ-তরু-সম. হতাশা-বিধ্বস্ত-হৃদে
রহিলা পৌলস্ত্য যেন মুহূর্ত্তের তরে,
অসহায়। অমনি নাদিল রণভেরী,
রাঘব-আদেশে দূরে গেল কেন্দ্র ত্যজি
রাঘবীয় চমূ। কহিলেন রঘুনাথ—

"নাহি ডর, নৈকষেয়; সেনাদল, হতা-
হত তব; অবশিষ্ট, রণ ত্যজি দূরে
পলায়িত। কিন্তু ওই দেখ, রক্ষঃ, ঋক্ষ-
কপিদল মম, চলি গেছে ক্রোশদূরে
রাখিয়া আমারে। লও অস্ত্র, যুঝ আসি
এবে। অন্তরের চিরসাধ, হে রক্ষেন্দ্র,
পূরাও এক্ষণে।" বাখানি রাঘবে, রক্ষঃ
কহিলা গম্ভীরে—"ভীরু নর, আপনার
সম গণিছ অন্যেরে? ভুবনবিজয়ী
নৈকষেয়, জানে নাই ভয় কভু দেব-
দৈত্যরণে। এতই আস্পর্দ্ধা তব? আশু
ডাক সেনাদলে। যুঝ বল ল'য়ে, ইচ্ছ
যদি; নতুবা একাকী যুঝ, যাহা ইচ্ছা
তব। দুই তুল্য লঙ্কেশের।" অকস্মাৎ
উদিল অন্তরে চিন্তা—"লঙ্কেশের? হায়,
কি আছে লঙ্কার আর?" ছিন্নতার-বীণা-
সম নীরবিলা বলী। পুষ্পক অমনি,—
বীতিহোত্র-সম গাত্র মহাতেজোময়,
ততোধিক-জ্বালাময়-হয়-সঞ্চালিত,—
দোলা'য়ে পবনভরে লোহিত পতাকা,

ধাইলা ঘর্ঘররবে রক্ষোরথ-'পরে।
ধূলিরাশি উড়িল গগনে, আচ্ছাদিয়া
ব্যোমতল। অপসব্যগতি, বামদেশে
রাখিয়া পুষ্পকে, চালাইলা রক্ষোরথ
রক্ষেন্দ্র-সারথি। মণ্ডলে অমনি, দেব-
সূত বেড়িলেন নিশাচর-সূতে। গত-
প্রত্যাগত-গতি, বীথিগতি কভু, রথ-
দ্বয়ে বিচিত্র চালনে, চালাইলা সূত-
দ্বয় সারথ্যকৌশলে। অবশেষে আসি,
ধুর ধুরমুখে, সমসূত্রে অশ্বমুখ,
পতাকা পতাকা-অগ্রে, দাঁড়াইলা দুই
রথ পর্ব্বতের সম। ছুটিল কলম্ব-
কুল, পুঙ্খবাতে বিক্ষোভিত করি মহা-
র্ণবে। কণ্টকিত নভস্তল মর্ম্মাহত
হ'য়ে, ঘুরিতে লাগিল চক্রে ভয়ঙ্কর
বেগে। অগ্নি-অস্ত্র গর্জ্জি', উগারিল ধূম-
পুঞ্জ আঁধারি চৌদিকে। শেল, শূল,
মুষল, পরিঘ, গদা,—নানা-অস্ত্রাঘাতে,
ভাঙ্গিল রথের অঙ্গ স্থানে স্থানে স্থানে;
বিঁধিল অশ্বের দেহ। উভয় সারথি

উভয়ের গতি লক্ষি, ভ্রমিতে লাগিলা
রণস্থলে। প্রলয়ের পয়োবাহসম,
ইতস্ততঃ রথদ্বয় লাগিল ঘুরিতে।
ইষুবর্ষ বারিধারা; অস্ত্রাঘাত-জ্বালা
ইরম্মদবিভা বিশ্বনাশী; বজ্রনাদ,
উভয় যোধের বিকট হুঙ্কার। জয়-
পরাজয় আজি নাহিক নিশ্চয়, ক্ষণ-
মাত্র। বিচিত্র দ্বৈরথ রণ। প্রভঞ্জন
জলদে যেমতি মুহূর্ত্তে গগনতলে
উড়ায় চৌদিকে, অদৃশ্য; তেমতি আজি
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি-বিমুক্ত-আয়ুধ
উড়াইলা পরস্পরে, খণ্ডখণ্ড করি।
হেনকালে মহাচক্র উগারি অনল,
অকস্মাৎ ক্ষিপ্তগ্রহসম, তীব্রবেগে
রথচূড়ে পড়ি রাক্ষসের, চূর্ণচূর্ণ
করিল তাহারে; গর্ব্বিত পতাকা কাটি
পাড়িল ভূতলে। রাবণের অশ্বযুগ,
তীক্ষ্ণবাণ-বিদ্ধ হ'য়ে ফিরাইল গ্রীবা!
অমনি উঠিলা শূন্যে একলম্ফ দিয়া
লঙ্কেশ্বর, রঘুরথী তা' সহ উঠিলা।

হইল বিচিত্র রণ আকাশ জুড়িয়া।
কভু বায়ুপথে, কভু শিখরিশিখরে,
কভু বা সমরক্ষেত্রে, ক্ষণকাল মহা-
যুদ্ধ হইতে লাগিল। স্তব্ধ চরাচর ;
গ্রহ, উপগ্রহ, কিংবা নক্ষত্রমণ্ডল,
জর্জ্জরিত অস্ত্রাঘাতে পড়িল খসিয়া ;
শতধা-বিদীর্ণ ধরা বীরপদভরে,
মুহুর্মুহু উগারিলা উষ্ণস্রোতোরূপে
ধাতুস্রাব ; ঘনঘন কাঁপিলা মেদিনী,
কাঁপিল পাতালে নাগ কেন্দ্র আলোড়িয়া।
রুদ্ধশ্বাস প্রভঞ্জন, পাণ্ডুবর্ণ ভানু ;
দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, চারণ, চলি গেলা
শূন্য ছাড়ি অতিষ্ঠ হইয়া। আবর্ত্তের
রূপে ঘুরিতে লাগিল বিশ্ব, ভয়ঙ্কর-
বেগে। নামিলা স্যন্দনে দোঁহে। পুনঃপুনঃ
অস্ত্রের ঝঙ্কারে, বধিরিল ব্যোমকর্ণ।
ইতস্ততঃ ক্ষিপ্রগতি রথের চালনে
সমগ্র সমরক্ষেত্র জুড়ি যুগপৎ,
রাম-রাবণের রথ লাগিল ভাতিতে ;
যেন বা বিশাল পক্ষ বিস্তারি অম্বরে

ছাইলেন রণস্থলী বৈনতেয় এবে।
সেইদণ্ডে রৌদ্র-অস্ত্র মন্ত্রপূত করি,
ছাড়িলেন রঘুরথী লক্ষি রিপুশিরে।
আঁধার দেখিলা রক্ষঃ; প্রস্রবণ গিরি-
অঙ্গে যথা, পড়িল রুধির-ধারা দর-
দর ধারে। ঢলিয়া পড়িলা বলী রথ-
মধ্য জুড়ি। অমনি সারথ্যপটু নিশা-
চর সূত, বীথিগতি চালাইলা রথ
কৌণপের; ল'য়ে গেলা অপদ্রুতগতি
রণভূমি ছাড়ি দূর নিঃশঙ্ক প্রদেশে।
জাগি রক্ষঃ নিমেষে তখনি,—ক্রোধরক্ত
নেত্রযুগ বিকট ঘূর্ণিত,—সূতে লক্ষি'
কহিলেন গম্ভীর হুঙ্কারে—"রক্ষাধম,
হীনবীর্য্য ভীরু, শতধিক্ তোরে। প্রাণ
ল'য়ে পালাইলি নরের সমরে আজি?
জীবিতে অরাতি, দেবদৈত্যরণে কভু
রণক্ষেত্র ত্যজি, পাদমাত্র দূরগত
হয় নি যে রথ, এ কলঙ্ককালী তুই
মাখালি তাহার অঙ্গে? মূঢ় তুই, রক্ষঃ-
কুলাঙ্গার, কাপুরুষ,—মলিন করিলি

যশঃ, বীর্য্য, তেজঃ, মোর আজি এতদিনে?
অথবা কি মোহবশে ত্যজিলি সমর?
কিংবা উপস্কৃত হ'য়ে, নর-অর্থ-লোভে
এ অনর্থ আজি তুই ঘটাইলি লোভী?
কিছু নাহি বুঝি আমি। কহ শীঘ্র, কোন্‌-
হেতু রক্ষোযশোভাতি তুই নিবাইলি
আজি? নতুবা এ দণ্ডাঘাতে এই দণ্ডে
তোর, হবে সমুচিত শাস্তি পৌলস্ত্যের
করে।" লাজে খেদে রথিবর ছলছল-
আঁখি উত্তরিলা করজোড়ে—"এত দীর্ঘ-
কাল সেবিনু তোমারে, রক্ষেন্দ্র, শুনিতে
কি এই ভাষা? লঙ্কেশ-সারথি, আতঙ্ক
কভু জানে না জীবনে। নহে ভয়, নহে
মোহ, নহে অর্থলোভে, ছাড়িয়াছি রণ-
ভূমি,—ক্ষণেকের তরে। তুমি মূর্চ্ছাগত,
নাথ, বিকলাঙ্গ হয়দ্বয়; উচিত কি
হেনকালে সম্মুখসমর? তব হিত-
তরে, এ সারথ্য করিনু সজ্ঞানে। তাহে
এই পুরস্কার? দেশ, কাল, দৈন্য, হর্ষ,
লক্ষণ, ইঙ্গিত; উপযান, অপযান,

স্থান ; বিশ্রাম, বিষম, সম ;—সারথির
যথাকালে জ্ঞাতব্য সকলি। কি কহিব,
বিশেষজ্ঞ তুমি, বীরোত্তম। তথাপিও
অদৃষ্টের দোষে, হেন তিরস্কার সহি
এ দুর্দ্দিনে আজি ?" তুষ্ট হ'য়ে রক্ষশ্রেষ্ঠ
সাধুবাদ দিলা সারথিরে। মিষ্টভাষে
নিজ ভ্রম অঙ্গীকার করি, আদেশিলা,
চালাইতে রথ-অশ্ব রঘুরথ-'পরে।
পুনঃ সমাগত রাম হেরি নিশাচরে
কহিলেন মাতলিরে—"বামেতর অশ্ব-
রশ্মি আকর্ষ' সুমতি ; অসম্ভ্রমে, মন্দ-
গতি আস্কন্দিতে চলুক স্যন্দন। দেব-
সূত তুমি, সু-অভিজ্ঞ ; ব্যাকুলতাহেতু
কহিনু তোমারে রথগতি, নহে শিক্ষা-
হেতু।" প্রীত হ'য়ে মাতলি তখন, ধীরে
চালাইলা রথ অভীষ্ট-উদ্দেশে। পুনঃ
শর ছুটিল আকাশে, উল্কাসম-তেজো-
ময়। অক্ষতশরীর রাম ; সমৃণাল-
নীলোৎপল-সম, অথবা শল্লকী যথা,
সর্ব্ব-অঙ্গ-কণ্টকিত হইলা কৌণপ

শরবিদ্ধ। গদা গদাঘাতে, অসিপত্র
নিস্ত্রিংশপ্রহারে, চূর্ণচূর্ণ হ'য়ে, উড়ি
গেল শূন্যপথে মহাবেগভরে। শেল,
শূল, জাঠা, নারাচ, পট্টিশ ভয়ঙ্কর,
ছুটিল বিদারি' শূন্য ক্ষিপ্তগ্রহসম।
আবার ঘুরিল ব্যোম, কাঁপিল বসুধা।
বারিপতি ভীম গর্জ্জে মূর্চ্ছিয়া পড়িলা
বেলাভূমে। শ্যেন, গৃধ্র, কাককুল, চক্রে
চক্রে ঘুরিতে লাগিল নভোদেশে, ঘোর
রবে আকুলি চৌদিক। বিস্ফারিত নেত্রে
রক্ষঃ চাহি ঊর্দ্ধদেশে, ক্ষণকাল ; বোধ,
স্মৃতি, ক্রিয়া, আপন অস্তিত্ব, রণক্ষেত্র,
ভুলিলা সকলি অকস্মাৎ। সেই দণ্ডে
অন্তরাত্মা হ'তে, ভেদি' ওষ্ঠাধর যেন,
বাহিরিল শেষ কথা—"ক্ষম অপরাধ
দয়াসিন্ধু, একবিন্দু-দয়া-বিতরণে।
কিনা তুমি জান প্রভু।" অমনি মাতলি
কহিলা সুসার কথা সম্বোধি রাঘবে—
"কাল পূর্ণ হইয়াছে কৌণপের আজি,
সমাগত রাবণের নিধনসময়

ব্রহ্মনিরূপিত, নাথ, কহিনু তোমারে।
আর কেন কালব্যাজ? হান অস্ত্র এই
সুসময়ে। ওই দেখ পার্শ্বদেশে তব,
ব্রহ্মদত্ত অস্ত্র এবে সুরক্ষিত, বলী;
গড়িলেন পিতামহ স্বকরে আয়ুধে
ত্রিভুবনজয়হেতু সহস্রাক্ষ-তরে।
সেই অস্ত্র রক্ষোরিপু দিয়াছেন আজি
মম সনে। সাধ দেবকার্য্য, দেব, দ্বিধা
নাহি করি। দ্বিধাখণ্ড হ'য়ে এখনি এ
রণক্ষেত্রমাঝে, পড়িবে বৈদেহী-হর
নিজকর্ম্মবশে। মর্ম্মাঘাতে নাশ' রিপু,
বিলম্ব না কর।" চাহিলা অম্বরে নাথ
মৌনভাবে আকুল নয়নে। যে উদ্দেশ্য
সাধিবার তরে, এতই আয়াস সহি
আইলা এ পুরে; আজি দয়াময়, যেন
সে-উদ্দেশ্য-সাধন-সময়ে,—সমাগত
হেরি সেই কাল, আকুল হইলা শোকে
বিকল-হৃদয়। শিথিল হইল মহা-
বাহু। সেই দণ্ডে আকাশসম্ভবা বাণী
নিনাদিল ঘোররবে নরেন্দ্রশ্রবণে,

আলোড়িয়া খ-মণ্ডল—"সাধ দেবকার্য্য,
বৎস, বিলম্ব না কর। উচিত কি তব
করুণা এক্ষণে? কাল পূর্ণ কৌণপের
এবে।" জাগি মহাবাহু, সাপটি ধরিলা
ব্রহ্ম-অস্ত্র; বেদমন্ত্রে মন্ত্রপূত করি,
হানিলা অব্যর্থ লক্ষ্যে রক্ষোবক্ষ'পরে।
কালসর্পবিবরে যেমতি, ব্রহ্ম-অস্ত্র
পশিল রক্ষের বক্ষে অস্থি ভেদ করি।
না জানিলা নিশাচরপতি, কোন্ ক্ষণে
কেমনে আইল কাল-অস্ত্র, কেমনে বা
পশিল উরসে। মুদিল লোচনদ্বয়;
লোহধারা বহিল অজ্ঞাতে, শৃঙ্গধর-
অঙ্গ ভেদি' ধাতুস্রাব যথা। উড়ি গেল
প্রাণবায়ু, হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হইল।
সেইক্ষণে রথ হ'তে ঢলিয়া পড়িল
দেবদৈত্যনরত্রাস বৈশ্রবণ বলী
রণক্ষেত্রে, পুণ্যক্ষেত্র আজি। প্রভাকর
সায়াহ্নগগনে হাসিলা, বিমল জ্যোতি
বিকাশি চৌদিকে। বহিল পবন মৃদু
সুগন্ধ বহিয়া; নিশ্বসিলা বসুমতী

সুশান্ত হৃদয়ে। বারিপতি সুখনেত্রে
চাহিয়া রহিলা মুগ্ধ অনন্তের পটে।
উল্লসিলা দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
নাগ, যক্ষ, রক্ষঃ, সাধু, অসুর, কিন্নর।
মন্দমন্দ পুষ্পবৃষ্টি হইল আকাশে,
বিজয়বাদিত্র রঙ্গে বাজিল চৌদিকে।
বেড়ি নরোত্তমে, উচ্চরবে সাধুবাদ
উঠিল গগনে, ক্ষিতি-'পরে, রসাতলে,
কোটি কণ্ঠ ভেদি'—"ধন্য, কৌশল্যানন্দন,
ধন্য, মহাবাহু, তুমি দশরথাত্মজ।
নির্জ্জর হইল ধরা আজি তোমা হ'তে;
তোমা হ'তে দেবতা, দেবতা-নামে আজি
অধিকারী। তুমি সাধু, সাধিলা দেবের
কার্য্য আজি মহীতলে।" নীরবিল ভাষা।
অপূর্ব্ব নিনাদে উদ্ঘাটিল পূর্ব্ব দ্বার,
পশ্চিম, দক্ষিণ। অবনত রক্তধ্বজা,
উড়িল আহ্লাদে শুভ্র শান্ত সু-পতাকা
প্রাচীর-উপরে এবে বহুদিন পরে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সময়—সায়াহ্ন।

রাবণবধে বিভীষণের বিলাপ, রামচন্দ্রের প্রবোধবাক্য। মন্দোদরীর আগমন ও বিলাপ। শ্রীরামচন্দ্রের আক্ষেপ ও জাম্ববানের সান্ত্বনা। রাবণের অন্ত্যেষ্টি। স্মৃতিচিহ্ন-নির্ম্মাণ।

শুইলে চিরশয়নে সমর-শয্যায়
নৈকষেয়, দূর হ'তে হেরি বিভীষণ
ছুটি বসিলেন আসি ভ্রাতৃপাদমূলে।
দরদর বহি অশ্রুধারা, পড়িতেছে
অগ্রজের চরণসরোজে। দুই হস্তে
দুই পদ ধরি, কাঁদিছে করুণস্বরে,
বিলপি' অনুজ আজি অগ্রজের তরে।
"ও-পদ-আঘাতে ভাই চরণ ছাড়িয়া
আইনু চলিয়া আমি এ কটকমাঝে;
তাই মোর শোকে তুমি বিকল-হৃদয়
আসিয়াছ বুঝি মোরে লইবার তরে
অঙ্কে তুলি, লঙ্কেশ্বর? তবে কেন, হায়,

নীরবে রয়েছ পড়ি এ ধরাশয়নে,
প্রিয়তম ; ভাই বলি লও তুলি মোরে।
ক্ষম অপরাধ ; চল ফিরি যাই রাজ-
পুরে ! উঠ উঠ, মহারাজ, চল যাই
ফিরি। শত পদাঘাত সহিব হরষে,
নৈকষেয়, আর নাহি আসিব ছাড়িয়া।
এ শয়ন, হে বিলাসি, সাজে কি তোমারে ?
তেয়াগি কোমল শুভ্র মহার্হ শয়ন,
কি আবেগে কহ আজি পড়ি ধরাতলে,
পঙ্কিল ?—দারুণ তব বাজিছে শরীরে,—
উঠ মুছাইয়া দেই বসনে আমার।
চল ফিরি যাই ভাই জননীর কোলে,—
কে আছে মায়ের আর ? বটবৃক্ষতলে
জুড়ায় পথিক যথা ক্লান্ত-দেহ-মন,
সেইমত এতদিন তব ছায়াতলে
সুখে করিয়াছি বাস। এ ভবসংসারে
শোক-দুঃখ-পরিতাপ পীড়ে যে দেহীরে,
নাহি জানিতাম কভু ; জানিতাম শুধু
রাবণ-অনুজ আমি, অগ্রজ রাবণ।
ছাড়ি আমা'-সবে এবে, ভাসাইয়া, হায়,

অকূল ভবসাগরে চিরদিন-তরে,
কোন্ পথে গেলা চলি, হে বিপথি, তুমি ;
কহসে এখনি হ'ব তব অনুগামী।
অথবা যে পথে জীব চলে কালস্রোতে
অবিরাম, সেই পথে তুমিও চলিলা ?
ত্রিভুবনজয়ী তুমি বিদিত জগতে।
হে কৃতান্তজয়ি, ভেবেছিলে মনে, হায়,
তব জীবস্রোতঃ বুঝি অনন্ত অপার,—
এ বিভব, এ গৌরব, চিরদিন-তরে ;
তাই আজি হেন দশা হইল তোমার,
মোহমুগ্ধ। গত খ্যাতি তব, গত স্বর্ণ-
পুরী, গত এ রাক্ষসবংশ, চরাচরে
সুচির-বিখ্যাত। যা হ'তে উজ্জ্বল কুল,
নিবিল তা' হ'তে, কর্ম্মদোষে। হায় তাত,
কতই সাধিনু তোমা' বুঝাইতে কালে ;—
পদযুগ ধরি, দীনস্বরে, হা বিধাতঃ,
কতই কাঁদিনু ; কিছুতেই মোহনিদ্রা
ভাঙ্গিল না আর ! কোনমতে সে প্রতিজ্ঞা
টলিল না তব। তুমি শাস্ত্রদর্শী, মহা-
যোগীশ্বর ; কিন্তু হায়, কেমনে কহিব

কোন্ বিধিবশে, ভেবেছিলা লীলাক্ষেত্র
এ পরীক্ষাস্থলে ; কিবা মোহবশে, হায়,
ডুবিলে ক্রমশঃ ঘোর পাপের তিমিরে।
হা বিধাতঃ, যা কহিনু সকলি ফলিল ?
হারা'য়েছি তরণীরে, হৃদয়ের মণি,
হারানু তোমারে আজি প্রাণ-সহোদর ;—
তবুও এখনো প্রাণ রয়েছে পিঞ্জরে
অভাগার ? হা শঙ্কর, এ-কিঙ্কর-তরে
নাহি কি তিলেক স্থান চরণে তোমার ?
হে অগ্রজ, লও মোরে, লও তব সাথে,
ত্যজ' না এ দাসে আজি, নাহি অন্য গতি।
এ ভবসংসারে, কলঙ্কী অনুজ তব,
তিলমাত্র চাহে না জীবিতে ; শূন্যময়
এ সংসার তোমার বিহনে।" সেইক্ষণে
দয়াময় সুমধুরভাষী, উপজিলা
আসি পার্শ্বে চঞ্চলচরণে ; ছলছল
নেত্রযুগ কুহেলী-আবৃত। রঘুনাথে
হেরি বিভীষণ, ভাষাহীন উচ্চৈঃস্বরে
উঠিলা কাঁদিয়া, পুনর্ব্বার। ধরি কর,
মধুস্বরে মিত্রবরে কহিলা নৃমণি—

"নিশাচরেশ্বর, তুমি জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী
তুমি ; সামান্য জনের সম উচিত কি
তব এ বিলাপ, এই অধীরতা ? পর-
লোকে মৃতের অগতি সদা, স্বজনের
অশ্রুবিন্দুপাতে। তাই মৃত নহে শোচ্য
কভু। এ মরভুবনে, জন্মে মৃত্যু চির-
সহচর। কৌমার, যৌবন, জরা,—নহে
কি সে মরণ দেহের ? একের মরণে
উদ্ভব অন্যের। কে, কহ, বিলাপে তাহে
এ জীর্ণ জগতে ? দেহের বিকার, প্রতি
পলে অনুপলে, হইতেছে কালবশে
বিধির বিধানে। সকলি ত জান, সুধী,
কি আর কহিব ? জীবদেহে প্রতি পর-
মাণু, হইতেছে ধ্বংস সদা ; সেইস্থলে
উদিছে আবার, নব নব জীব-অণু
পূর্ণ জীবতেজে। স্থাবর, জঙ্গম, জড়,
কিছু নহে চিরস্থির। গণি দেখ মনে,
নৈকষেয়, চির-পরিবর্ত্তশীল সব-ই
এ জগতে। মৃত্যু ? মৃত্যু কি সম্ভব কভু ?
যাহা নাই, হইবে না, হয় নাই কভু ;

ইতস্ততঃ বিদ্যমান যাহা, নাহি ধ্বংস
কভু তা'র। এক রূপে গত, পুনঃ অন্য
রূপে আসিছে ফিরিয়া ; অনন্ত এ মহা-
চক্র, নিরবধি চলেছে ঘুরিয়া। আত্মা,—
অনন্ত, অসীম, অনশ্বর, অবিধ্বংসী
সদা। দেহের মরণে আত্মার মরণ
কভু নাহি হয়, জ্ঞানি, দেখ বিচারিয়া।
তাই কহি, রাক্ষসকুলশেখর, মুছ
অশ্রুধারা ; যথাবিধি সৎকার কর
আশু বীরে। ভ্রাতার উচিত কার্য্য কর
রক্ষোমণি।" গদগদস্বরে, কহিলেন
নৈকষেয়—"দেহ অনুমতি, নাথ, যথা-
বিধি অন্ত্যেষ্টিসৎকার, করি অগ্রজের
আজি তোমার সম্মুখে। পবিত্র চরণ-
রজে, পূত কর দয়া করি এ কৌণপ-
দেহ।" অমনি তখন, দূর হ'তে ছুটি
যেন পাগলিনীপ্রায়, আসিছেন মুক্ত-
কেশী স্খলিতচরণে। হাহাকার আর্ত্ত-
নাদ উঠিছে চৌদিকে। মলিন তপন-
দেব পাণ্ডুবর্ণ হ'য়ে, বিস্ফারিত নেত্র

মেলি, হেরিলা বারেক সেই মূর্ত্তি। কিন্তু
হায়, নারিলা হেরিতে আর; সেই মর্ম্ম-
তলভেদী স্বর নারিলা শুনিতে। দ্রুত-
পাদক্ষেপে তাই, চলি গেলা দিবাকর
নেত্রপথ ছাড়ি। জ্বলিল লঙ্কার হৃদে
সহস্রতারকাসম সান্ধ্য দীপাবলী।
চলিলা মহিষী দ্রুত আত্মজ্ঞানহারা।
চেড়ীদল অনুগামী চলিলা পশ্চাতে।
অচলের পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়ে যথা কুরঙ্গিণী শরবিদ্ধ হ'লে,
মন্দভাগ্যা মন্দোদরী পড়িলা তেমতি
মূর্চ্ছিতা হইয়া আজ পতির চরণে।
শববাহি-ধ্বনি-সম একমাত্র স্বর
শুনিলা চমকি নভঃ যেন সেইক্ষণে—
"মহারাজ, জীবিতেশ, হৃদয়বল্লভ,
গিয়াছ ছাড়িয়া? গত? মৃত? লও তবে
পড়িলা মূর্চ্ছিতা সতী; দন্তে দন্ত দৃঢ়-
বদ্ধ এবে; নিরুদ্ধ নিশ্বাস, নেত্রযুগ
নির্ব্বাপিত যেন, স্তিমিত, মুদিত। কত-
ক্ষণে জাগি সুলোচনা, হেরিলা সম্মুখে

সতী পতিমৃতদেহ, রক্তমেঘাবৃত
নীল অচল যেমতি। দীননেত্রে হেরি
সে মাধুরী, বিলপিলা সতী বরাঙ্গনা—
"হায় নাথ, তুমিও কি ত্যজিলা আমারে ?
ও সুন্দর মুখচ্ছবি, আয়ত লোচন,
সুঠাম ও বরবপুঃ, মলিন এখন
তেজোহীন। কালের আঁধার ছায়া, হায়,
পড়িয়াছে তব দেহে সত্যই কি আজি
অভাগীর ভাগ্যদোষে ? নতুবা কি কভু
দেবদৈত্যজয়ী বীর এ তুচ্ছ সমরে
হইত ভূতলশায়ী ? হায়, সহিয়াছি
এতদিন, নিদারুণ শোকদাহ, তব
মুখ হেরি। তুমিও কি ছাড়ি গেলা চলি,
প্রিয়তম। কোন্‌হেতু, হা বিধাতঃ, তবে
রাখিয়াছ পোড়া প্রাণ এ শূন্যহৃদয়ে
আর ? লও মোরে, জীবিতেশ, তব সনে
যাইব চলিয়া যথা ইচ্ছা তব ; আমি
রহিব তোমার অনুগামী। মহারাজ,
অনুচরী বলে', লও সঙ্গে কিঙ্করীরে,
এ মিনতি পদে। রে হৃদয়, বজ্রসম

কঠিন-কর্কশ তুই, জানিলাম আজি।
নতুবা কি তিলমাত্র বিদীর্ণ না হ'য়ে
পারিতি অখণ্ড তুই রহিতে এক্ষণে ?
পতি-অনুগামী সতী ;—বৃথা কি এ কথা ?
পূজিত ললনাকুল সতী বলি মোরে ;—
আজি উপহাসমাত্র হইল সে কথা।
হায় নাথ, জীবনে কখনো, কহ নাই
রুষ্টভাষা। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালপ্রদেশে,
যথায় যাইতে তুমি, লইতে দাসীরে
দয়া করি নিজ সনে প্রেমসম্ভাষণে।
আজি মোরে ত্যজিলে কি দোষে, প্রাণেশ্বর।
দোষ যদি করে থাকি, তিরস্কার' মোরে
সমুচিত। এই'দেখ ত্যজি অন্তঃপুর,
আসিয়াছি রণস্থলে ; তথাপি কিহেতু
নীরব রয়েছ তুমি, না ভর্ৎসি দোষীরে ?
উঠ প্রাণেশ্বর, উঠ জীবনবল্লভ,
বারেক কহসে কথা দুঃখিনীর সনে।
বারেক হৃদয়ে তারে লও দয়া করি,
দয়াময়। তুমি জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী তুমি,
পত্নীহত্যা, নারীহত্যা যুগপৎ আজি

করিছ কিহেতু নাথ, কহ তা' আমারে।
তুমি বীরেশ্বর, কহ নাথ, এ কি বীর-
ধর্ম্ম ? নারীবধ তব সম বীরে সাজে
কি কখন, বীর, দেখ বিচারিয়া। হায়,
সহিয়াছি সব দুঃখ ; ভগ্নশাখ-তরু-
সম ছিনু দাঁড়াইয়া এতদিন ; আজি
নিপাতিত সত্য হইনু এক্ষণে। গেল
এ বিশাল কুল চিরদিন-তরে। লুপ্ত
প্রেতকার্য্য আজি, অন্ত্যকার্য্য লুপ্ত এত-
দিনে। দানব-নন্দিনী, ইন্দ্রজিৎ-মাতা,
রাবণ-মহিষী বলি, কত গরবিণী
ছিনু আমি ত্রিজগতে। হা শঙ্কর, এই
কি সে পরিণাম তার ? অবশেষে এই
কি করিলে ? কিন্তু বৃথা দোষি তোমা ; তুমি
পিতঃ, উদাসীন সদা ; স্বীয়কর্ম্মফলে
ভুঞ্জে সুখদুঃখ দেহী এ মরভুবনে।
কি আর কহিব তোমা ? হায়, কতমতে
বুঝাইনু দীনভাবে পরিণামকথা ;
কতবার কাঁদিলাম পদপ্রান্তে পড়ি।
কিন্তু প্রাণেশ্বর, কি-যে ভ্রান্তি উপজিল

তব ; কিছুতেই, বুঝিয়াও বুঝিলে না
তুমি। মহৌষধ বিকারে যেমতি, হায়,
সকলি বিফল হ'ল মোর ভাগ্যদোষে।
পুরাকালে, যোগীশ্বর, ইন্দ্রিয়নিকরে
জয় করি জিতেন্দ্রিয় হইলা আপনি ;
তাই প্রতিহিংসাবশে সে ইন্দ্রিয়কুল
নির্জ্জিত করিল তোমা' অবসর লভি।
নতুবা এ হেন মতি হইবে তোমার
কোন্‌হেতু ? ত্রিভুবনজয়ী বীর তুমি,
তুমি যাও ছদ্মবেশে ছলিতে নারীরে ?
কহ নাথ, কোন্ গুণে সীতা, মোর সনে
তুলনীয় ? কুল, শীল, রূপে, কিসে সীতা
তুল্য মোর, কিসে উচ্চ সে বা ? কোন্ মোহ-
বশে, মহেষ্বাস, হরিলে তাহারে তুমি,
কহিব কেমনে ? প্রজ্বলিত-হুতাশন-
সম সে রাঘব, সীতা তাঁর স্বধারূপা
ভবে। তাই সে হইলে ভস্ম, আর তব
সনে ভস্ম হ'ল রক্ষোবংশ, রক্ষকুল-
খ্যাতি। মহারাজ, রাজপাপে জর্জ্জরিত
হয় রাজা, কহিনু তোমারে ;—হৃন্মর্ম্ম-

স্থল বিকল হইলে, সর্ব্ব অঙ্গ-প্রতি-
অঙ্গ যথা, মুহূর্ত্তে বিকল হয় সেই-
পীড়া-বশে। একমাত্র আশা তুমি মোর,
প্রাণেশ্বর, তা-ও বিধি লইল হরিয়া!
হায়, স্বপনেও কভু ভাবি নাই যাহা,
তাই কি ছিল কপালে;—হইনু বিধবা!—
বড় দর্প ছিল মনে, জীবিতে এ দাসী
কণ্টক কখনো বিঁধিবে না তব দেহে,
মন্দোদরীপতি। শৈশবে গণক, গণি
কহিলেন মোরে, বড় ভাগ্যবতী। জন্ম-
জন্মান্তরে, আমি জানি, তুমি মোর স্বামী,
আমি প্রিয়পত্নী তব। কিন্তু, হা বিধাতঃ,
তাই যদি হবে, তবে কি পারিতে আজি,
ত্যজিতে আমারে তুমি চিরদিন-তরে?
তবে কি নীরব তুমি রহিতে পড়িয়া
এতক্ষণ? সত্য পরাভূত তুমি, আজি
কালবশে। আমি অভাগিনী, শূন্যতোয়-
নদীখাত-সম, রহিনু পড়িয়া বৃথা,
বৃথাভার বহি জীবনের। হায় ইন্দ্র,
আজি সুসময় তব, হান বজ্র মোরে

এই দণ্ডে। হায় রবি, প্রচণ্ড দহনে
দহ আজি দেহ মোর, প্রলয়ে যেমতি
ত্রিভুবন। হায়, বারিপতি, ঊর্ম্মিবাহু-
বলে আকর্ষি আমারে, গ্রাস অবিলম্বে
তব অতল উদরে। কি ফল জীবনে
আর? যেই পথে গেছে মোর সব, সেই
পথে লও মোরে তোমরা সকলে, দয়া
করি, এ মম মিনতি। রাম দয়ানিধি,
নাহি কি তিলেক দয়া এ-দুঃখিনী-তরে?
জনস্থানে পরান্তক সে খর-দূষণ
পড়িল তোমার শরে শুনিনু যখন;
চিরমুক্ত বারিপতি পাশী তব তরে
পরিলা শৃঙ্খল গলে শুনিনু যেদিন;
এই লঙ্কাপুরে,—রবিকর যথা, কিংবা
বায়ু সর্ব্বগামী, শঙ্কিত সতত দোঁহে
পশিতে যে পুরে,—তব চর অনায়াসে
পশি সেই পুরে, ভস্মরাশি করি গেল
শুনিনু যে ক্ষণে; দেবদৈত্যনরাতঙ্ক
রাক্ষসনিকর, একে একে তব শরে
পড়িছে সমরক্ষেত্রে, শুনিনু যে কালে;

তখনি চিনেছি তোমা', জানি পরিণাম
এ রণের সেই দণ্ডে হে বৈদেহীপতি।
কিন্তু দয়াবান্ তুমি, হে নরকুঞ্জর;
জানকীর দুঃখ স্মরি বুঝ অবলার
দুঃখ, ওহে অন্তর্যামি। কর দয়া দীন-
জনে। কতমতে পরিচর্য্যা করিয়াছি
আমি অশোকবাসিনী দেবী, তুষিয়াছি
কত যত্ন করি। সাধ্বী তিনি, তব অনু-
গতা সতী; আশিষিলা বহুবার মোরে
চির-সভর্ত্তৃকা বলি জনকনন্দিনী।
তাই, ব্যর্থ নাহি কর বাক্য তাঁর, সদা
তিনি নানৃতভাষিণী। অনন্ত শকতি
তব; দয়া করি নিজ প্রভাবলে, দেব,
বাঁচাও রাক্ষসনাথে আজি এ দুর্দ্দিনে।
সঞ্জীবনী সুধা দানে পতিত অরিরে
দেহ প্রাণদান, আর রক্ষ এ দাসীরে।
মন্দোদরী একবার হৃদয়-মন্দিরে
যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, দেব, করেছে শৈশবে,
অনন্ত— অনন্ত কাল, যুগ-যুগান্তর
সেই পাদমূলে প্রেম-ভক্তি-প্রীতি-পুষ্প-

উপহার দিবে এক মনে, এক ধ্যানে,
একান্ত অন্তরে, তাহে নাহি অন্য কথা।
পতিগতপ্রাণা জীবন থাকিতে সতী
হইবে বিধবা, নাথ, কভু না সম্ভবে।
তাই যাচে আজ, করজোড়ে তব পদে
দাসী মন্দোদরী, পতিভিক্ষা ; মোর স্বামী
মোরে দেও ফিরি, নাথ, নিজ দয়াগুণে।
কিনা তুমি পার, তব অসম্ভব কিবা!
তব পদপ্রান্তে আজি লইনু শরণ ;
রক্ষ ক্ষমা করি, দেব, এ মিনতি পদে।"
এইমতে বিলপিলা রক্ষকুলরাণী
মন্দোদরী। কতক্ষণে হেরিলা অদূরে
বিভীষণে। গর্জ্জিয়া তখনি কহিলেন
রক্ষোরাণী—"কালসর্প, ওরে কালসর্প
তুই, দংশিলি লঙ্কেশে এতদিনে? লঙ্কা—
এই স্বর্ণলঙ্কাপুরী, রাজসিংহাসন
লভিবি এখন তুই ভাবিলি অন্তরে?
শতবার লভিবারে পারিস্ দুর্ম্মতি
তুচ্ছ সিংহাসন-খণ্ড,—কিন্তু চিরপ্রথা-
মতে, লভিবি আমারে ভেবেছিস্ বুঝি?

মূর্খ, মহামূর্খ তুই ; জানিস্ নিশ্চয়
সেই সাধ মূঢ় তোর কভু না পূরিবে।
হা শঙ্কর, হায় রাম করুণানিধান,
হা বিধাতঃ”—বলিতে বলিতে রাণী মূর্চ্ছা-
গতা হ’য়ে অক্ষিপত্র সহসা মুদিলা ;
রুদ্ধ শ্বাস ; ঢলিয়া পড়িলা সতী পতি-
বক্ষ-’পরে, সংজ্ঞাহীন ; প্রদোষসময়ে
পড়ে যথা, রঞ্জিত-বারিদ-বক্ষে ম্লান
সৌদামিনী। কিন্তু হায়, এই রোদনের
ধ্বনি, মর্ম্মভেদী এ বিলাপ, উড়াইলা
আশুগতি অনন্ত আকাশে, লক্ষ্যহীন ;
সিন্ধুগর্ব্ভে মজ্জমান বিপন্ন জনের
দীন আর্ত্তনাদ যথা উড়ায় ঝটিকা,
নিরদয়।

দূরে নিজ গুল্মস্থলে, দুঃখী
পরদুঃখে রঘুনাথ, আর্দ্রনেত্রে মিত্র-
বরে কহিলা সম্ভাষি—“ঐ দেখ, রাক্ষস-
পুঙ্গব নৈকষেয়, কাঁদিছেন মহিষী
কেমন, অধীর এ মহাশোকে। করুণা
যেন বা মূর্ত্তিমতী, স্বয়ং এ পুরে আসি

মথিছে আমারে, ভাঙ্গিছে হৃদয়পিণ্ড
অসহ্য আবেগে। হায়, এই ধরাতলে
পর-কর্ম্মফল, ভুঞ্জে জীবকুল কেন,
কে কহিবে মোরে ? কি দোষ করিলা রাণী ;
হা বিধাতঃ, এ দারুণ মর্ম্মব্যথা কেন
তাঁর ভালে আজি, বুঝিব কেমনে ? যাহা
ইচ্ছা তব, নাথ, হইবে সময়ে ; আমি
কে তাহার, এ রহস্য চাহি উদ্ঘাটিতে ?”
কুহেলী-মণ্ডিত নেত্রে চাহিলা রাঘব
উর্দ্ধদেশে, ব্যোম ভেদি’ দৃষ্টি যেন, দূর
দূরতর দেশে উঠিছে অজ্ঞাতে। মৃদু-
স্বরে ঋক্ষপতি কহিলা রাঘবে—“কিনা
তুমি জান, দেব ? কা’র সাধ্য বুঝাইবে
তোমা’ ? জন্ম-জন্মান্তর-কর্ম্ম ফলে এই
লোকে। কে রোধে বিধির গতি ? এ বিলাপ
ত্যজ, নরমণি। এবে অন্ত্যকার্য্য, নাথ,
হ’ক রক্ষেশের ; যথাবিধি কর অনু-
মতি।” উত্তরিলা বিভীষণ—“হায়, নাথ,
হইয়াছে হইবার যাহা। এবে কর
অনুমতি, যথাবিধি প্রেতকার্য্য হ’ক

অগ্রজের এই মহাসিন্ধুতটে। বীর-
শ্রেষ্ঠ রক্ষচূড়ামণি ; বীরের উচিত
পূজা লভুন অন্তিমে।" ঝরে সুধাধারা
যথা সিতরশ্মি হ'তে, অনুপম ; সেই-
মত নরেন্দ্রের মুখচন্দ্র হ'তে, পূত-
স্বরে বাহিরিল পবিত্র আদেশ, সুধা-
ময়—"নিশাচরেশ্বর, জীবনে বৈরিতা ;
মৃতে শত্রু-মিত্র কিবা ? জীবনান্তে দেহী,
সমভাব সবে, সত্য কহিনু তোমারে
মিত্রবর। মহাযোগীশ্বর রক্ষঃ, দেব-
দৈত্যজয়ী শূর বিখ্যাত জগতে। অনু-
রূপ অনুষ্ঠান অগ্নিকার্য্যতরে, কর
তুমি যথাবিধি, বিলম্ব না করি ! কিন্তু,
তোষ মিষ্টভাষে আশু রক্ষোরাজেশ্বরী,
শোকাকুলা ; সমুচিত সান্ত্বনা করিয়া
পাঠাও তাঁহারে অন্তঃপুরে অচিরাৎ
চেড়ীদল সহ। উচিত নহেক মোর
এইদণ্ডে ভেটিতে তাঁহারে, নৈকষেয়।
শোকবহ্নি মহিষীর কোমল হৃদয়ে
দ্বিগুণ জ্বলিবে, সুধী, কহিনু তোমারে।"

নীরবিলা রঘুনাথ। মহিষীরে ধরা-
ধরি করি সুবর্ণশিবিকাসনে, ল'য়ে
গেল চেড়ীদল পুরীর মাঝারে, মূর্চ্ছা-
গতা। ধ্বনিল অমনি গভীর নিনাদে
তূর্য্যধ্বনি, রণশেষ ঘোষি লঙ্কাপুরে।
শান্তি, মহাশান্তি, এবে বহুদিন পরে
বিরাজিল পুরীমাঝে, সমরপ্রাঙ্গণে।
বরষিলা শশধর সুনীল গগনে
রজত-আলোক, পূরি বিশ্বচরাচরে।
কতক্ষণে বিভীষণ পশি লঙ্কাপুরে
বাহিরিলা অগ্রজের অগ্নিহোত্র ল'য়ে;
আইলেন রক্ষোদ্বিজ, সদস্য, ঋত্বিক্,
হোতা, পট্টবস্ত্র পরি। কাতারে কাতারে
বাহিরিল ভারবাহী, বহিয়া বিষাদে
চিতাকাষ্ঠ সুচন্দন, সুগন্ধি অগুরু,
মণি, মুক্তা, ঘৃত, দধি, পূত গঙ্গোদক।
রাক্ষসরমণী যত আইল পশ্চাতে
মৃদুগতি, দরদর আসার লোচনে।
রক্ষোদ্বিজগণ আসি কৌষিকবসন
পরাইলা রাজ-অঙ্গে অতি সসম্ভ্রমে;

বিভীষণ-শতবাহু-উচ্চগ্রীব-আদি
রাক্ষসশেখরগণ তুলিলা যতনে
শিবিকা-আসন-'পরে নিশাচরেশ্বরে ;
চলিলা দক্ষিণমুখে সাগরের তটে
যথায় মলিন সিন্ধু কাঁদিছে বিষাদে।
অগ্রে শোকধ্বনি করি নিনাদিছে ভেরী,
পশ্চাতে শ্মশানগীতি গাহিতে গাহিতে
চলিছে গায়কদল মৃদুপাদক্ষেপে।
শিবিকার একপার্শ্বে অগ্নিহোত্র বহি,
চলিলা ঋত্বিক্, হোতা, মলিনবদনে ;
অন্য পার্শ্বে রাজবন্দী স্তুতিগীত করি
তারস্বরে শুনাইছে রক্ষেন্দ্রমহিমা।
নিশাচরীগণ এবে দ্বিগুণ বিলপি,
রোদননিনাদে পূরি অনন্ত অম্বর,
চলিলা বিকলভাবে পুত্তলিকাসম।
"হর হর বম্ বম্ স্বয়ম্ভূ শঙ্কর"
ধ্বনি উঠিছে গগনে। ক্রমে উপজিলা
সবে আসি সিন্ধুতটে। পূতভূমে রাখি
রক্ষেশ্বরে, রক্ত-শ্বেত চন্দনে, পদ্মকে, *

* পদ্মক—গন্ধবৃক্ষ।

রচিলা পবিত্র চিতা সাগরসৈকতে।
মৃগচর্ম্ম রাখি দ্বিজ চিতার উপরে
রচিলেন শেষ শয্যা, হায় শেষ শয্যা,
আজি রক্ষোরাজতরে। বিধিমতে রচি
বেদি চিতাশিরোদেশে, রাখিলা অনল
মন্ত্রপূত। বেদমন্ত্র পড়ি তানলয়ে,
ঘৃতদধিপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপিলা শব-
স্কন্ধদেশে। চিতার উপরে তুলি শব,
পদদ্বয়ে শকট রাখিলা ; উরুযুগে
উলূখল ; দারুপাত্র, অরণি, মুষল,
রাখিলেন যথাস্থানে শাস্ত্রবিধিমত।
আরম্ভিলা পিতৃমেধ। বিহিত বিধানে
দিয়া পশুবলি, ঘৃতাক্ত সে পশুমেদে
আবরণী রচি, পরাইলা কৌণপের
কৃষ্ণ-বক্ত্র-'পরে। গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার,
বিবিধ বসনে, সাজাইয়া রক্ষোরাজে,
লাজাঞ্জলি দিলা সব রাক্ষসরমণী,
কলরবে। অমনি সে অগ্নিহোত্র ল'য়ে
বিভীষণ, সপ্তবার করি প্রদক্ষিণ
শবে, বেদমন্ত্র পড়ি, বিপরীতমুখ

হ'য়ে মুখাগ্নি করিলা। বিস্তারি ভীষণ
জিহ্বা, মুহূর্ত্তে জ্বলিল বহ্নি ভয়ঙ্কর-
তেজে। পূতকাষ্ঠ, সুচন্দন, মণি, মুক্তা,
ঘৃত, অগুরু, সুগন্ধি যত, প্রজ্বলিত
হুতাশনে দিলা সবে ফেলি। দ্বিগুণ সে
হুতাশন জ্বলিল আকাশে ; দাবানল
জ্বলে যথা বিশাল কাননে, দূর হ'তে
ভয়ঙ্কর, গগনের পটে। "হর হর
বম্ বম্" ধ্বনি, উঠিল আকাশ ভেদি'
রহিয়া রহিয়া। গন্ধবহ বায়ুপথে
ধূমপুঞ্জ সহ উড়াইলা বায়ুভাগ ;
তেজে তেজঃ লীন হ'ল ; জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ-
রাশি ধূমরাশি সহ ছুটিল অম্বর
ভেদি'। অম্বুপতি অম্বুভাগ লইলেন
গ্রাসি ; ক্ষিতি-অংশ ক্ষিতি সহ অঙ্গারের
রূপে, মিশিল নিমেষমাঝে। ত্রিভুবন-
জয়ী রাবণের ব্যোমময় দেহ হ'ল
ব্যোমে পরিণত। পঞ্চে পঞ্চ মিশাইল
বিধির বিধানে। কথীকৃত রক্ষোরাজ
হইলেন এবে,—সুযশে, কুযশে কিবা,

জানেন নিয়তি। বিভীষণ চিতাভস্ম
সংস্কার করি', অবগাহি সিন্ধুনীরে,
পবিত্র হইলা স্নান করি গঙ্গোদকে।
সদর্ভ তিল-উদক লইয়া তখন
ভক্তিভাবে আর্দ্রনেত্রে তর্পণ করিলা।
দরদর বক্ষ বাহি' পড়িল আসার
অনুজের, হায়, আজি অগ্রজের তরে।
ভ্রাতৃপ্রেম, হায় রে জগতে সুধাময়,—
ভ্রাতৃস্নেহ অতুল ভুবনে। দেশে দেশে
মিলে বন্ধু, আত্মীয়, স্বগণ; কিন্তু হায়,
সহোদর মিলে কোন্ দেশে? পুনঃপুনঃ
শান্ত করি মধুরবচনে, বিদায়িলা
বিভীষণ রাক্ষসরমণীগণে অনু-
চর সহ। সেইক্ষণে সুমিত্রানন্দন
আইলা শ্মশানদেশে মৃদুমন্দগতি;
সান্ত্বনিলা বিভীষণে মধুরবচনে।
তাঁহার আদেশে, মুহূর্ত্তে উঠিল স্তম্ভ
ব্যোমতল ভেদি', যথায় লঙ্কেশ ভস্ম
হইলা নিমেষে। পুণ্যহস্তে রামানুজ,
আপনি রচিলা ভিত্তি পূত উপাদানে।
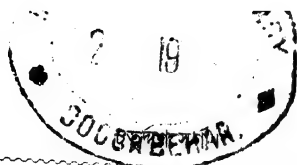
বিভীষণ স্তম্ভদেহে স্বহস্তে লিখিলা
মর্ম্মতলভেদী ভাষা—"শাস্ত্র-অধ্যয়ন,
সুগ্রন্থ-দর্শন, যাগযজ্ঞ, তপোবল,
অদম্য বাহুবিক্রম, ত্রিভুবনজয়,—
চরিত্রবিহীন জনে বৃথা সে সকলি।
অসংযমী শান্তি ভবে নাহি পায় কভু।
হে পথিকবর, শিখ এই মহাশিক্ষা
দাঁড়া'য়ে এস্থলে। ইক্ষ্বাকুকুলশেখর
লক্ষ্মণ সুমতি, তুলিলা এ স্মৃতিস্তম্ভ
পৌলস্ত্যসমাধিক্ষেত্রে, শিখাইতে জীবে,
এই মহাতথ্যকথা যুগযুগান্তরে।"
আলোক-আঁধার-জড়িত হৃদয়ে, চলি
গেলা ঋত্বিক্, সদস্য, হোতা, অনুচর
যত। চলি গেলা রক্ষোরাজানুজ সুধী,
সুমিত্রানন্দন সহ, ভেটিতে রাঘবে।
রহিল কেবল সে ঘোর শ্মশানভূমে
অতল গভীর সিন্ধু উচ্ছ্বসিতে সদা;
আর সে বিরাট্‌দেহ বায়ুকুলপতি
স্বনিতে অনন্তকাল জাগাইয়া স্মৃতি।

সমাপ্ত।

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

১। ত্রিদিব-বিজয় কাব্য।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সমালোচকগণের মত।

নব্য-ভারত।—১৩০৩, চৈত্র।

ত্রিদিব-বিজয় কাব্য।—শ্রীশশধর রায় প্রণীত। এ একখানি মহাকাব্য। বৃত্রসংহারের পরে এমন কাব্য বাঙ্গালাভাষায় আর লিখিত হয় নাই। কোথাও কোথাও গ্রন্থকার মাইকেল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতিক্রম করিয়াছেন।

মহেশ্বরের অনুগ্রহে তারকাসুর স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দেবগণ পলায়ন করিয়া হিমালয়ের গুহায় আশ্রয় লইয়াছেন। সেই নীরব নির্জ্জনপ্রদেশে অনুতাপে দেবরাজের প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ—

"—ছিনু দেবরাজ আমি স্বর্গ-অধিপতি।"

ইত্যাদি।

আর একদিন বিজয়ী বলদর্পিত তারকাসুরকে এইরূপে

অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। বিশ্বরাজ্যের সম্রাট্‌দিগের প্রতি ইহা মহোপদেশ—

"—রাজদোষে মজে রাজ্য। কিন্তু"

ইত্যাদি।

দেব বা দৈত্য, স্বর্গের সিংহাসনে যাহারই অধিষ্ঠান হউক, প্রজার ভাগ্যে অত্যাচার চিরদিনই সমান। বস্তুতঃ এই মহা-কাব্যের নায়ক ইন্দ্র বা তারকাসুর, এবং উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তেজে, ভক্তিতে ও সাধনায় তারকাসুর ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র। দুর্ব্বল, ভিখারী, পরমুখাপেক্ষী, পরপ্রসাদে জীবিতসর্ব্বস্ব দেবরাজ কৃপার পাত্র। এ কাব্যে দেবতার অসুরত্ব ও অসুরের দেবত্ব দেখিয়া কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাসনা হয়।

বস্তুতঃ ত্রিদিব-বিজয়ের নায়ক কার্ত্তিকেয়। প্রদীপদীপ্তি যেমন মাঝে মাঝে বর্ত্তিকাকে পরিত্যাগ করিয়া শূন্যমার্গে এক একটা লাফ দিয়া আপন বল বুঝিয়া লয়, শশধরবাবু, কালিদাস-মিল্টন্ প্রভৃতি মহাকবিগণের অঞ্চল ধরিয়া চলিতে চলিতে এক একবার অঞ্চল ছাড়িয়া দৌড়িয়া যাইয়াছেন এবং সেখানেই তাঁহার বল ও কৃতিত্ব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ত্রিদিব-বিজয় বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী।

* * * *

দাসী।—১৮৯৭ আগষ্ট, পৃ৹ ৩৩৫—৩৩৯।

এবার অল্পদিনমধ্যেই বঙ্গসাহিত্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শশধরবাবুর ত্রিদিব-বিজয়ও সেই সকলের একখানি।

তারকাসুরের নিধনবৃত্তান্ত লইয়া এই কাব্য রচিত। ইহাতে কাব্যাংশ ভিন্ন দর্শনাংশও উল্লেখযোগ্য। নবীন কবির বর্ণনায় নূতনত্ব আছে।

কবি প্রথমেই মহাকাব্যে হাত দিয়াছেন। পুরাণাদিবিষয়ক ঘটনা লইয়া কাব্য সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট করা সম্ভব কি না, সন্দেহ—কারণ সে সকল চরিত্রে একটা কুহেলিকান্ধকার থাকিয়া যায়।

নবীন কবির উপমা অনেকস্থলে হৃদয়গ্রাহী এবং সে সকল হোমারিক (Homeric) নহে।

মিলটনের হৃতস্বর্গ দেবদূতগণের বর্ণনার সহিত, ত্রিদিব-বিজয়ে হৃতস্বর্গ দেবগণের বর্ণনা তুলনা করিলে, কবির নিজস্বের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইবে।

কবির আপনার সম্বলের অভাব নাই। আশা করি, নবীন কবি সাহিত্যসেবায় সফলমনোরথ হইবেন।

ত্রিদিব-বিজয়ের ছাপা ও বাঁধা অত্যন্ত সুন্দর। এরূপ সুন্দর বাহার বাঙ্গলাপুস্তকে সচরাচর দেখা যায় না। এ বিষয়ে সাহিত্য-

প্রেসের বিশেষ বাহাদুরী দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিদিব-বিজয়ের 'গেট্-আপ্' অত্যন্ত সুন্দর।

২। আদিম বৈদিক সময়ের আর্য্য-সভ্যতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। শান্তিশতক। কবিতায় বঙ্গানুবাদ।

৪। বঙ্গ-দর্পণ।

(যন্ত্রস্থ)

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

——০——

রাঘব-বিজয় কাব্য ।